সপ্তসার পিনাকী

অবধূত

উৎসর্গ

বিচারপতি শ্রীচুনিলাল ঘোষ

সুহৃদ্বরেষু

এই লেখকের লেখা

মরুতীর্থ হিংলাজ

উদ্ধারণপুরের ঘাট

নিরাকারের নিয়তি

কলিতীর্থ কালীঘাট

মিড় গমক মূর্ছনা

ছুরি বৌদি

মায়া মাধুরী

ক্রীম ক্রেকার

ইত্যাদি

উপহার

....

....

....

অবশেষে ছুটি মিলল। সজ্ঞানে এবং সুস্থ শরীরে যেখানে খুশি চলে যাবার হুকুম পাওয়া গেল। মুক্তি পেল নরক-যন্ত্রণা ভোগ থেকে। দু' বগলে দুই ঠেঙা গুঁজে আস্তে আস্তে চলে পার হোল গেটটা, তারপর ফুটপাথ। একটি বারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকাল না। কসাইখানা, আস্ত একটা কসাইখানা। কসাইরা তার একখানা ঠ্যাং কেটে রেখে দিলে। ঠ্যাংখানার বদলে দুই বগলে দুই ঠেঙা দিয়ে দিয়েছে। এখন এই ঠেঙা দুটোর সাহায্যে এক ঠ্যাং নিয়ে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে হাঁটতে হবে।

ফুটপাথের ওপর দু'-ঠ্যাংওয়ালাদের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। একখানা ঠ্যাং নিয়ে অনবরত সে ধাক্কা খেতে লাগল দু'পাশ থেকে। কোনও রকমে আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা লোহার থামের পাশে দাঁড়াল। কিছুটা কমল যেন ধাক্কা। তখন তাকিয়ে দেখল আশে-পাশে। কি দেখবে! দেখবার আছে কি! উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সবাই, কারও কোনও দিকে তাকাবার ফুরসত নেই। যেন পেছন থেকে তাড়া করেছে রাক্ষসের পাল, ধরতে পারলে টপাটপ্ গিলে খেয়ে ফেলবে।

এধারে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, হু হু শব্দে ট্রাম-বাসগুলো ছুটে চলে যাচ্ছে। গাড়িগুলোর গায়ে বিস্তর মানুষ অদ্ভুত কায়দায় আটকে রয়েছে। যেভাবে হোক তাড়াতাড়ি পৌঁছনো চাই পৌঁছবার জায়গায়। কে কিভাবে চলেছে তা নিয়ে মাথা ঘামানো অনর্থক। ঐ সব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসতই বা কার আছে!

ঐরকম ভাবে যাওয়াটার বেশ একটা নাম দিয়েছে লোকে—বাদুড়ঝোলা হোয়ে যাওয়া। অথচ সত্যিই কেউ হেঁটমুণ্ডে ঝুলছে না। খামকা ঐ বাদুড়ঝোলা কথাটা বলা হয় কেন!

ভয়ানক অন্যমনস্ক হোয়ে পড়ল সে। স্পষ্ট যেন দেখতে লাগল একটা তাজ্জব কাণ্ড। ট্রাম-বাসগুলোর জানলায় জানলায় পা আটকে সত্যিই যেন মানুষগুলো নিচের দিকে মাথা করে ঝুলে রয়েছে। যদি কেউ খসে পড়ে তাহলে কি হবে! নিশ্চয়ই মাথাটা আগে চলে যাবে চাকার তলায়, ঠ্যাং দু'খানা বাঁচবে। মাথা গেলে আপদের শান্তি হোয়ে যাবে একেবারে, ঠ্যাংকাটা ল্যাংড়া হোয়ে বেঁচে থাকতে হবে না।

এইতো কয়েকটা দিন আগে সে ঐভাবে ট্রাম-বাসের অঙ্গে ঝুলত। জানলায় পা আটকে ঝুলত না অবশ্য, কখনও দু'হাতের মুঠি কখনও বা এক হাতের মুঠির ওপর নির্ভর করে পরম নিশ্চিন্তে পৌঁছবার জায়গায় পৌঁছত। হাতের মুঠি বেইমানি করলে, ফলে আজ সে মাত্র একখানা ঠ্যাং নিয়ে ফুটপাথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে।

ডান হাতের চেটোটা মেলে কি যেন দেখতে লাগল একমনে। মনে মনে বলল, বেশ হোত যদি ঠ্যাংখানার বদলে এই বেইমান হাতখানা কাটা যেত। বেইমানির ফল হাতে হাতে ফলে যেত।

কে জানে কোথায় ফেলেছে ওরা ঠ্যাংখানাকে! হয়তো ফেলে দিয়েছে ভাগাড়ে, শেয়ালে শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে। অকস্মাৎ বুকের ভেতরে কেমন একটা চাপ ধরতে লাগল। সর্বশরীর কেঁপে উঠল ভীষণ ভাবে। গলাটা বুজে এল প্রায়। মাথা হেঁট করে আস্ত ঠ্যাংখানার পানে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। ট্রাম-বাস মানুষ-জন সবই স-রবে ছুটতে লাগল আপন পথে, কিছুক্ষণের জন্যে কোনও আওয়াজই তার কানে গেল না।

"এই যে—নমস্কার।" কানে গেল ঐ অবাঞ্ছনীয় কথা ক'টি।

ভয়ানক রকম চমকে উঠে আড়ষ্ট হোয়ে তাকিয়ে রইল একপেয়ে

লোকটি। একটি ভদ্রমহিলা একেবারে একহাত সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর চোখ-মুখ খুশির আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেমানুষের মত কলকল করে একরাশ কথা বলে ফেললেন তিনি একসঙ্গে—"আজ ছাড়া পেলেন বুঝি? বাঃ, চমৎকার সেরে উঠেছেন তো! ঐগুলো বগলে দিয়ে চলা অভ্যাস হোয়ে গেছে এর মধ্যে! প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে, তারপর দেখবেন পায়ের কথা আর মনেই পড়বে না। কই আপনাকে কেউ নিতে আসেন নি নাকি! কি অন্যায় কাণ্ড! কেউ নিতে আসেনি, অথচ এরা আপনাকে ছেড়ে দিলে! কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই এদের। কিন্তু চিঠি নিশ্চয়ই গেছে হাসপাতাল থেকে আপনার বাড়িতে,—হয়তো সে চিঠি এখনও পৌঁছায়নি। আজকাল পোস্টআপিসের ব্যাপার যা হোয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ হয়তো সেই চিঠি গিয়ে পৌঁছবে, তখন আপনি বাড়িতে পৌঁছে গেছেন। আচ্ছা, দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে, আমি একটা ট্যাক্সি ধরে আনি। আপনাকে আপনার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি আমার নিজের কাজে যাব।"

কথার তোড়ে একেবারে ভেসে যাবার দাখিল, একটু ফাঁক পেয়ে কোনও রকমে খোঁড়াটি বললে—"কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—"

"চিনতে পারছেন না।" আবার খই ফুটতে লাগল মহিলাটির মুখে —"চিনবেন কেমন করে, তখন কি আপনার হুঁশ ছিল। অপারেশন টেবিলে যখন তুললে আপনাকে তখন সার্জন সাহেবই প্রায় হাল ছেড়ে দিলেন। সেখানে তখন ডিউটি ছিল আমার। তখন যা দশা হোয়েছে আপনার পায়ের! কেউ আশা করতে পারে নি যে—"

কথাটা আর শেষ হোতে পেল না। এক হাত তুলে 'এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি' বলে চেঁচাতে লাগলেন তিনি, চেঁচাতে চেঁচাতে হন্ হন্ করে খানিক এগিয়ে গেলেন। আধ মিনিটের মধ্যে প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—"চলুন, গাড়িখানা ঐ দাঁড়িয়েছে। ঘুরিয়ে আনতে চাইছে না। আসুন আস্তে আস্তে, একটু কষ্ট করে গিয়ে উঠতে হবে।"

আর একবার কি যেন বলবার চেষ্টা করল বেচারা খোঁড়াটি, ফলে এক দাবড়ি খেতে হোল। মহিলাটি তাঁর ডান হাতের কনুয়ের কাছটা খামচে ধরে বললেন—"আঃ, কথা বাড়াচ্ছেন কেন, আসুন না," বলে একরকম টেনে নিয়ে চললেন।

তারপর আর সত্যিই কথা বাড়ানো চলে না।

কথা শুরু হোল ট্যাক্সিতে।

"ভারী বিশ্রী লাগে বেওয়ারিস লাশগুলোর দশা দেখে। হাসপাতালে মরে গেল, কেউ নিতে এল না। ফেলে রেখে দিলে ঠাণ্ডাঘরে। তারপর সেই দেহটা নিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে হবু ডাক্তাররা ডাক্তারি শিখলেন। উঃ, ভাবতেও কষ্ট হয়।"

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বেওয়ারিস লাশগুলোর জন্যে মহিলাটি বিশেষ রকম দুঃখিত হোয়ে পড়লেন। মিনিট খানেক চুপ করে রইলেন দু'হাতে মুখ ঢেকে, তারপর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে বলতে লাগলেন—"তার চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হয় যখন রুগীদের আত্মীয়-স্বজনরা দেখতে আসে। বেলা দু'টোর পর থেকে সবাই মুখিয়ে ওঠে, তিনটে বাজল তো ভিড় জমতে লাগল। ফুল ফল দুধ মিষ্টি এটা সেটা হাতে নিয়ে আপন জনেরা এসে পড়লেন। ফিসফিস গুজগুজ চাপা কান্না কত কি চলতে লাগল রুগীদের বিছানার পাশেপাশে। সেই সময় দু-একটি রুগী চোখ বুজে চুপ করে পড়ে আছে, কেউ তাদের দেখতে আসে নি। আঃ, তাদের তখন যা অবস্থা! তাদের অবস্থাটা ভাবতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না।"

আবার চুপ, এবার একটু বেশী সময় মুখ বুজে গাড়ির বাইরে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। শেষে খুবই অন্যমনস্কভাবে ডাক দিলেন—"আচ্ছা লোকনাথবাবু—"

খোঁড়াটি বুঝতে পারল না যে তাকেই বলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সেও একটু অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিল। ভাবতে শুরু করেছিল

বেওয়ারিস লাশের কথা। যদি সে মারা যেত হাসপাতালে তাহলে তার লাশ নিয়েও ওরা কেটেকুটে ডাক্তারি শিখত। ব্যাপারটা ঠিকভাবে কল্পনা করতে গিয়েই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। এমন সময় আবার ঐ ডাকটা কানে গেল—'লোকনাথবাবু।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে তাকাল এ পাশে, মহিলাটি মুখ ফিরিয়ে চেয়ে আছেন তার পানে। বেশ একটু তীব্রস্বরে বলে উঠলেন—"এত কি ভাবছেন একমনে? দু'বার ডাকলাম, মোটে শুনতেই পাচ্ছেন না।"

"আমায় ডাকছিলেন!"

"আপনাকে নয়ত কাকে? আর একজন লোকনাথবাবু বসে আছেন নাকি গাড়িতে! দু'বারই নাম করে ডেকেছি।"

"কিন্তু আমার নাম তো লোকনাথ নয়!"

"তাহলে আপনার নামটা কি? কেষ্টধন বটব্যাল? যেটা লিখিয়ে এসেছেন হাসপাতালের খাতায়।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কি? কিন্তু আবার কি তাই শুনতে চাই। আপনার নাম ঐ কেষ্টধন বটব্যাল, তাই আমাকে মানতে হবে নাকি? তাহলে এই যে—"

হঠাৎ মহিলাটি তাঁর ছোট্ট ব্যাগটি খুলে বার করলেন একটা কালো রঙের মনিব্যাগ। সেটাকে খোঁড়া লোকটির কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন—"তাহলে এটা কার জিনিস, তাই আমি জানতে চাই। কেষ্টধন বটব্যালের? কেষ্টধনের প্যান্টের পকেটে লোকনাথ রায়ের মনিব্যাগটা ছিল কেন? ভাগ্যে অন্য কারও নজরে পড়ে নি। পা-খানা তো একেবারে পিষে গিয়েছিল। কাদা রক্ত মাংস হাড়ের সঙ্গে প্যান্টের পা-টাও একেবারে মিশে গেছে। কাঁচি দিয়ে কেটে কাপড়টা আমি ছাড়ালাম। সেই জন্যেই ঐ টাকাকড়িগুলো আজ ফেরত পেলেন। অন্য কারও হাতে পড়লে ঐ ব্যাগের আর টিকি দেখতে পেতেন না।"

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হোয়ে বসে রইল খোঁড়াটি কোলের ওপর কালো

রঙের মনিব্যাগটির পানে তাকিয়ে। তারপর বেশ শব্দ করে একটা শ্বাস ফেলে বলল—“এটার ভেতরে নাম-ঠিকানা পেয়েছেন?”

“হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ, নয়ত লোকনাথ রায় নামটা জানলাম কেমন করে! তাজ্জব বনে গেলাম শুনে যে হুঁশ ফিরে পেয়ে পা-কাটা লোকটি তার নাম বলেছে কেষ্টধন বটব্যাল। ঠিকানা বলেছে সেই বাঁকড়ো। বেশ তাই সই। মুখ টিপে রইলাম। কি জানি কেন ভদ্রলোক নিজের নাম-ঠিকানা ভাঁড়'চ্ছেন। হয়তো ঠ্যাং কাটা গেছে জানতে পারলে আপন জনেরা ভয়ানক রকম দুঃখ পাবেন, হয়তো—” -

মহিলাটি থেমে পড়লেন। চাপা হাসি আর দুষ্টুমি বুদ্ধিতে তাঁর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন খোঁড়াটির পানে। তারপর বললেন—“মিনতিকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি। পা কাটা গেছে তা অবশ্য জানাইনি। শুধু লিখেছি, বেশী যেন না ভাবে। তার লোকনাথ সুস্থ আছেন। বিশেষ কারণে কিছুদিন গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন। মিনতি কিন্তু আমার চিঠির উত্তর দিলে না—আশ্চর্য!”

খোঁড়া মানুষটি নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল মহিলাটির পানে, একটি বাক্যও উচ্চারণ করতে পারলে না।

ট্রামলাইনবিহীন একটা রাস্তায় ট্যাক্সি ঢুকল। ড্রাইভার একটু ঘাড় ফিরিয়ে বলল—“কুবের স্ট্রীট।”

মহিলাটি বললেন—“বলুন কোন্‌টে আপনার বাড়ি। আরও এগিয়ে যাবে নাকি?”

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখতে লাগল খোঁড়া লোকটি। দেখা শেষ হোলে বলল—“নম্বরটা তো আপনার জানা আছে। বলে দিন না, ঠিক জায়গায় গিয়ে থামবে।”

“তার মানে নিজের বাড়িটাও আপনি চিনতে পারছেন না! বেশ, নম্বরটা হচ্ছে—এই যে—” মনিব্যাগটি আবার তুলে নিলেন

মহিলা খোঁড়াটির কোল থেকে। সেটা খুলে বললেন—"পি সাতাশ বাই ডি।"

ড্রাইভার বলল—"ঠিক আছে।"

দু'মিনিট পরে হাল ফ্যাশানের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। মহিলাটি বললেন—"নামুন এবার। আচ্ছা থাক, আগে আমি যাই। এই অবস্থায় হঠাৎ আপনি উপস্থিত হোলে ওঁরা খুবই—"

খোঁড়া লোকটি বাধা দিয়ে বলল—"আমরা কেউই এখন নামছি না। ড্রাইভার হর্ন দিক। কেউ-না-কেউ বেরিয়ে আসবে। তারপর নামা যাবে।"

ড্রাইভার হর্ন দিতে লাগল। বেরিয়ে এল একজন বেয়ারা। ততক্ষণে নিজের পাশের কপাটটা খুলে ফেলেছে খোঁড়া লোকটি। বেয়ারাটি গাড়ির কাছে আসতেই বলল—"মিস্টার রায় বাড়ি আছেন বোধ হয়। তাঁকে একবার বলত বাপু, দয়া করে এখানে আসতে। দেখছ তো আমার অবস্থা। সবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলাম। এক পা নিয়ে আমি নামতে পারব না।"

বেয়ারাটি কোনও জবাব দেবার আগেই একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন—"কাকে খুঁজছেন?"

খোঁড়াটি দু'হাত জোড় করে বলল—"নমস্কার, আপনিই তো শ্রীলোকনাথ রায়। আপনার কাছেই এসেছি। আপনার একটা মনিব্যাগ খোয়া গিয়েছিল কিছুদিন আগে, তাই না? এই সেটা—" বলতে বলতে এক রকম ছিনিয়ে নিল মনিব্যাগটা মহিলাটির হাত থেকে। নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল—"এই নিন।"

থতমত খেয়ে ভদ্রলোক সেটা ধরে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াটি বলে উঠল—"আচ্ছা নমস্কার। এইবার চল হে, চল তাড়াতাড়ি।"

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক কি

যেন বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। গাড়ির আওয়াজে তা শোনা গেল না।

চোখ বুজে পেছনে হেলান দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত হোয়ে খোঁড়াটি বসে রইল। মহিলা একদম বোবা হোয়ে গেছেন। কুবের স্ট্রীটের আর এক মুখ দিয়ে ট্যাক্সি বেরল। আবার ট্রামলাইনওয়ালা রাস্তা। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যেতে হবে। মহিলাটি চমকে উঠলেন। তাকালেন একবার চোখ-বোজা সহযাত্রীটির পানে। তারপর বললেন—"নর্থে চলুন, স্বামীজি এভিনিউ।"

ড্রাইভার বলল—"ঠিক আছে।" গাড়ির স্পীড্ বাড়ল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে খোঁড়াটি চোখ মেলল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—"কোথায় যাচ্ছি আমরা?"

মহিলাটি চাপা গলায় তেড়ে উঠলেন—"তা জেনে আপনার লাভ? মুখ বুজে বসে থাকুন, যেখানে যাচ্ছেন সেখানে পৌঁছলেই বুঝতে পারবেন কোথায় পৌঁছলেন।"

খোঁড়াটি বলল—"এখন আমাকে নামিয়ে দিন দয়া করে। এবার আমি নিজের—"

"আস্তানায় যাবেন? খুব ভাল কথা, সেই ঠিকানাটা দয়া করে বলুন, সেখানেই আপনাকে নামিয়ে দিচ্ছি।"

খিক্ খিক্ আওয়াজ করে হাসতে লাগল খোঁড়াটি, অদ্ভুত জাতের গা-জ্বলানো হাসি।

"হাসছেন যে বড়?" জ্বলে উঠলেন মহিলা।

তৎক্ষণাৎ হাসি বন্ধ হোল। নির্জলা নিঃস্পৃহ কণ্ঠে খোঁড়াটি বলল—"সেই ঠিকানাটি সত্যিই আমার জানা নেই। কারণ ঠিকানাটি নেই। যা নেই তা বলি কি করে!"

"তা হলে চুপচাপ বসে থাকুন না কেন। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আগে পৌঁছই তারপর দেখা যাবে।"

"কিন্তু—" কি যেন বলতে গিয়ে থেমে পড়ল খোঁড়া লোকটি।

কি যেন ভেবে নিল একটু। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল—"আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আপনার বিপদ ঘটতে পারে।"

ড্রাইভারের মাথার পাশ দিয়ে সিধে সামনের দিকে তাকিয়ে মহিলা জবাব দিলেন—"তা তো বুঝতেই পারছি।"

খোঁড়াটি বলল—"তবে ?"

"তবে আবার কি ? বিপদ ঘটলে আপনি উদ্ধার করবেন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন।"

"সমস্ত ব্যাপারটাকে আপনি খুবই হালকাভাবে দেখছেন।"

"ওইটে আমার স্বভাব।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, প্রতিদিন আট-দশ ঘণ্টা মানুষ কাটা দেখি কিনা, তাই কোনও বিপদই আমার কাছে বিপদ নয়। বিপদ আপদ রক্ত খুন দেখতে দেখতে ও সব আমার সয়ে গেছে।"

"সে কথা বলছি না, বলছি যে—"

"দয়া করে আপাতত একটু বলাটা থামিয়ে ফেলুন। একটু পরেই পৌঁছচ্ছি একটা ঠিকানায়। সেখানে আরাম করে বসে যা বলে ভয় দেখাতে চান দেখাবেন। আমি খুব ভয় পাব।"

অল্প কিছুক্ষণ মুখ বুজে থেকে খোঁড়া মানুষটি প্রায় মনে মনে উচ্চারণ করল—"অদ্ভুত জীব !"

মহিলার কানে কথাটি প্রবেশ করল। মুখ ফিরিয়ে অল্প একটু হেসে বললেন—"এতক্ষণ লাগল আপনার বুঝতে—আশ্চর্য !"

পরমাশ্চর্য কাণ্ডটি ঘটল পৌঁছবার জায়গায় পৌঁছে। সাদা দাড়ি চুল, সাদা থান সাদা চাদর গায়ে দেওয়া একটি ভদ্রলোক বললেন—"দেখি বাবা তোমার ডান হাতটা।"

খোঁড়া তটস্থ হোয়ে হাতখানা বাড়িয়ে ধরল। পুরু কাঁচের চশমাটা ভাল করে মুছে নিলেন ভদ্রলোক চাদরের খুঁটে, ঠিক করে বসালেন সেটা নাকে, তারপর হাতখানি ধরে মাথা হেঁট করে চোখ

বুজলেন। খোঁড়া খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ঘরখানা। একমাত্র দেখবার জিনিস ঘরে—ছবি, অজস্র ছবি, অতি কিম্ভূতকিমাকার সব মানুষের ফোটো। কেউ শুয়ে আছেন, কেউ বসে আছেন, কেউ দাঁড়িয়ে আছেন। কারও জটা গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলছে, কারও মাথায় বিরাট এক চাকা, জটাটাকে বিঁড়ে পাকিয়ে রাখা হোয়েছে। নেড়া মাথাও আছেন কয়েকজন। কারও আকৃতি অতি বিরাট, ছোটখাট একটা হাতির মত অবস্থা। কেউ রোগা লিকলিক করছেন, হাড়ে চামড়ায় মিশে একেবারে খেংরা কাঠিটি। কারও চোখের পানে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে এমনই সাংঘাতিক চাউনি। কারও চোখ দিয়ে যেন মায়া মমতা গলে ঝরে পড়ছে বিশ্বসংসারের জন্য। কেউ একদম শাহনশাহ্ সেজে বসে আছেন, কারও অঙ্গে নেংটিটি পর্যন্ত নেই। মারাত্মক ব্যাপার যাকে বলে, ঘরখানির চার দেওয়াল জুড়ে অগুনতি মহাপুরুষ বিরাজ করছেন। এবং সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন খোঁড়াটির পানে, বিপদ আর কাকে বলে!

সেই সাংঘাতিক ঘরখানির মধ্যে খোঁড়াকে বসিয়ে দিয়ে মহিলাটি ভেতরে চলে গেলেন। খোঁড়া দেখল, মহিলাটি ভদ্রলোককে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলেন। দেখে সেও তাই করল। ভদ্রলোক মাত্র দুটি কথা বললেন মহিলার সঙ্গে। প্রথম কথা—

"কে রে চণ্ডা এলি।" দ্বিতীয় কথা—"বড্ড রোগা হোয়ে যাচ্ছিস যে।"

খোঁড়া জানতে পারল, মহিলার নাম চণ্ডী। চণ্ডী মাত্র একটি কথা বলল—"বসুন দাদুর কাছে, আমি আসছি।"

দাদু বসে ছিলেন একটা খাটের ওপর, খোঁড়া তাঁর সামনের চেয়ারে বসল। ঘরে ঐ একখানি মাত্র চেয়ার আছে, তাও এমন ভারী যে একপেয়ে মানুষের পক্ষে টেনে সরিয়ে আনার উপায় নেই। বসে পড়বার পরে ভদ্রলোক হাত দেখতে চাইলেন, হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে খোঁড়া ছবি দেখতে লাগল মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। দেখতেই হবে যে, কারও সাধ্য নেই সেই সমস্ত অত্যাশ্চর্য ফোটোগুলো না

দেখে চোখ বুজে থাকতে পারে। সেই ঘরে চোখ মেলে থাকলেই মহাপুরুষ দর্শন করতে হবে।

অতগুলি মহাপুরুষের নজরের মধ্যে বন্দী হোয়ে যেন শ্বাস বন্ধ হোয়ে এল খোঁড়ার। হাতখানা ছাড়া পেলে উঠে পালাবে কি না তাই সে ভাবতে শুরু করেছে তখন। হঠাৎ ভদ্রলোক্ পরমাশ্চর্য কাণ্ডটি করে বসলেন। ফিসফিস করে বললেন—"কারাবাস, নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অপঘাত।" তারপর চোখ মেলে ওপর দিকে তাকিয়ে তিনবার উচ্চারণ করলেন—"তারা তারা তারা।"

হাতখানা ছাড়া পেল। পালাবে কে তখন, খোঁড়া একেবারে পাথর হোয়ে গেছে। বোবার মত সে ভদ্রলোকের পানে তাকিয়ে রইল।

ভদ্রলোক দৃষ্টি নামালেন ওপর থেকে। খোঁড়ার পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার ছোটবেলার নামটি মনে পড়ে বাবা?"

খোঁড়া বললে—"আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু সে নামে তো এখন কেউ আমাকে—"

"ডাকে না।" সাদা গোঁফদাড়ির মাঝখানে অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল যেন। ভদ্রলোক একটি একটি করে উচ্চারণ করতে লাগলেন—"বহু নাম, বহু পরিচয়, কখনও আমীর, কখনও ফকির, দয়ামায়াশূন্য উদাসী মানুষ। ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ হিতাহিত জ্ঞান নেই। অর্থাৎ দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। মস্ত বড় যোগী হোতে পারতে বাবা যদি কেতুটা পীড়িত না হত। নাশস্থানে কেতু, লগ্নে কেতু। এইবার একটু সাবধানে চলবার চেষ্টা কর বাবা, অঙ্গহানি হোল, এবার একটু সাবধান হও।"

হঠাৎ খোঁড়ার মুখ থেকে একটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়ল—"কি করে?"

"কি—করে।" বেশ কিছুক্ষণ পরে আর একবার বললেন ভদ্রলোক—"কি—করে।" তারপর একদৃষ্টে ওপর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

খোঁড়াও যেন কি চিন্তা করতে লাগল তন্ময় হোয়ে। হঠাৎ সে চাপা গলায় বলে উঠল—"পেয়েছি, মনে পড়ে গেছে।"

ভদ্রলোক আবার ওর দিকে তাকালেন। খোঁড়া বলল—"পিনাকী, বেশ মনে পড়ছে খুব ছোটবেলায় আমাকে সবাই পিনাকী বলে ডাকত।"

"পিনাকী!" ভদ্রলোক তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন খোঁড়ার কপালের ওপর। মিনিট দুয়েক পরে বললেন—"পিনাকী তোমার আসল নাম। ঐ নামটা ছাড়া অন্য নাম কিছুতেই নেবে না। ভগবান পিনাকপাণি তোমায় রক্ষা করবেন। আত্মসমর্পণ কর, কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ কর, ঠিক তিনি তোমায় ঠিক পথ দিয়ে পার করে নিয়ে যাবেন।"

একটা জঘন্য কথা ঠোঁটের কাছে এসে গেল খোঁড়ার। কথাটা সামলে নিয়ে বললে—"আপনার আশীর্বাদ।"

চণ্ডী ঘরে ঢুকল সেই সময়। বলতে বলতে ঢুকল—"অনেকটা বেলা হয়ে গেল। উঠুন, এবার যাওয়া যাক।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটা হাত তুলে থামতে ইশারা করলেন চণ্ডীকে, ইশারা করেই আবার শিবনেত্র হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে চণ্ডীর পানে তাকিয়ে বললেন—"না, তা হয় না। পিনাকী এখন আমার এখানেই থাকবেন দিদি। তুমি বরং একটু খাটাখাটি করে যাও। তোমার দিদিকে বল গিয়ে যে তোমার বন্ধুটি এখন কিছুদিন এখানেই থাকছেন। আর তেতলার ঘরখানা একটু গুছিয়ে দিয়ে যাও ওঁর জন্যে। পিনাকীও যান তোমার সঙ্গে, তোমার দিদিমার কাছে নিয়ে যাও।"

উল্লাসে প্রায় চিৎকার করে উঠল চণ্ডী—"ও—নাম বুঝি পিনাকী! হাসপাতালের খাতায় উনি কি লিখিয়েছেন জানেন দাদু, কেষ্টধন বটব্যাল। রাম রাম রাম, মিথ্যে নাম লেখাতে চেয়েছিলেন, তা একটা ভাল গোছের নাম বললেই তো পারতেন। একেবারে কেষ্টধন, তারপর আবার বটব্যাল, রামশ্চন্দ্রঃ।"

চণ্ডীর দাদু রহস্যময় সুরে বললেন—"এবার আবার যখন নতুন নাম নিতে হবে তখন তোমার সঙ্গে পরামর্শ করবেন নাহয় পিনাকী। কিন্তু নতুন নাম যেন আর নিতে না হয়।"

আর একবার পিনাকী বলে উঠল—"আপনার আশীর্বাদ।"

আশীর্বাদের তাড়সে তিনতলায় উঠতে হবে। চণ্ডীর দিদিমা সর্ব-প্রথম কথাটা তুললেন। অসম্ভব মোটা মানুষ তিনি, পারতপক্ষে দোতলাতেই ওঠেন না। আঁতকে উঠলেন তিনি প্রস্তাবটি শুনে। একটা পা নেই যার, সে উঠবে তেতলায়!

চণ্ডাকে খিঁচিয়ে উঠলেন—"তোর দাদামশায়ের নাহয় বাহাত্তুরে ধরেছে, তোর হোয়েছে কি শুনি? কোন্ আক্কেলে তুই তেতলার ঘর মুক্ত করতে চললি? একটা পা নিয়ে বাছা আমার এখন তিনতলায় উঠবে। তারপর রোজ দু'বেলা বাথরুম সরতে আসবে দোতলায়। মানে ও কি এখেনে শাস্তি ভোগ করতে এসেছে?"

আবার ছুটল চণ্ডী বাহাত্তুরে দাদুর কাছে। নিচের তলাতেই ঘর ঠিক হোল। দাদুর ঠাকুরঘরের পাশের ঘর, প্রায় অন্ধকার ছোট্ট একটু খোপ। ঘরখানা দাদু কখনো কাউকে খুলে দেন না। ওর ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। ঘরে একটি ছোট পাখাও আছে। চমৎকার হোল। তোশক চাদর বালিশ এনে তাড়াতাড়ি বিছানা পেতে ফেলল চণ্ডী। ওর দিদিমা তখন কিছু খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হোয়ে পড়লেন। বিছানা পাততে পাততে হঠাৎ চণ্ডী বললে—"পালাবেন না কিন্তু। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অন্তত পালাবেন না।"

পিনাকী সেই ঘরের দরজার সামনে চেয়ারে বসে চণ্ডীর কাজ-কর্ম দেখছিল। কত সংক্ষেপে কত সুশৃঙ্খলে দু'খানি হাত নিখুঁত-ভাবে সব কাজ সুসম্পন্ন করতে পারে তাই দেখছিল আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, কেন ঐ জীবটি অনর্থক তার জন্যে খেটে মরছে। হঠাৎ

পালাবার কথাটা বলার দরুনই বোধ হয় সে বলে ফেললে—"শুধু শুধু এত কাণ্ড করছেন আপনি।"

সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠল চণ্ডী—"বেশ করছি। বেহুঁশ হোয়ে অপারেশন টেবিলে পড়ে ছিলেন যখন তখন ওই কথা বলতে পারেন নি তো। এখনও ভাল করে চলবার শক্তি হয় নি, এর মধ্যেই মোড়লি ফলানো হচ্ছে।" তারপর সুর পালটে বলল—"আপনার নিজের কাছে কি কিছুই ছিল না যখন গাড়ি চাপা পড়েন ? ঐ মনি-ব্যাগটা তো তার মালিককে দিয়ে এলেন। আপনার কাছে কি ছিল ?"

পিনাকী বলল—"ছিল যৎসামান্য। খুব সম্ভব পকেট থেকে পড়ে গেছে।"

"ঘড়ি ছিল না ? আংটি ছিল না ?"

"তা ছিল। দুটো আংটি ছিল।"

"সেগুলো তাহলে খুলে নিয়েছে ওরা। ঐ রকম কাণ্ডই ওরা করে। বেহুঁশ বেওয়ারিস রুগী অ্যাম্বিউল্যান্সে তুলে দিলে অ্যাম্বিউল্যান্সেই সব হাতিয়ে নেয়। পিষে যাওয়া ঠ্যাংটার সঙ্গে যে ঐ ব্যাগটা মিশে ছিল তা ওরা জানতে পারে নি, জানতে পারলে ওটাও যেত। আমি কিন্তু সেই ব্যাগটা থেকে কয়েকটা টাকা সিরয়ে ফেলেছি। তখন কি জানতাম ওটা আপনার নয়। জানলে নিজের টাকা দিয়েই আপনার ঐ পাজামা গেঞ্জি শার্ট কিনে ফেলতাম। এক পায়ে ঐ যে চটিটা পরে আছেন ওটা এনেছি বাড়ি থেকে। এক পাটি চটি খুঁজে না পেয়ে আমার দাদা বোকা বনে গেছেন। হি হি হি হি—" হাসতে শুরু করলে।

"তাহলে এগুলো আপনিই দিয়েছেন ! আমি মনে করেছিলাম হাসপাতাল থেকে বুঝি—"

"হাসপাতালটা একটা দানছত্তর কিনা। ঐসব না কিনলে আজকে আপনাকে কি পরিয়ে রাস্তায় বার করে দিত জানেন ?"

পিনাকী পাল্টা এক প্রশ্ন করে বলল—"তাহলে আপনি জানতেন যে আজ আমি ছাড়া পাচ্ছি ?"

"নয়ত ছুটি নিয়ে আপনাকে ধরবার জন্যে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতাম কেমন করে।"

"কেন দাঁড়িয়েছিলেন? ঐ মনিব্যাগটা ফেরৎ দেবার জন্যে?"

বিছানা পাতা শেষ হোয়ে গিয়েছিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চণ্ডী বলল—"বেশ করেছি। কেন করেছি, কি জন্যে করেছি, তা আপনাকে বলতে যাব কেন? ওঁর কাছে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। শুনুন, কয়েকটা টাকা আপনি আমার কাছে ধার নিন। সেই টাকায় আমি আরও কয়েকটা জামা-কাপড় কিনে আনব আপনার জন্যে। আজ কিন্তু আর ফিরতে পারব না। এখন বাড়ি যাব। বিকেলে আপনার জিনিসপত্রগুলো কিনে নিয়ে হাসপাতালে চলে যাব। রাতে ডিউটি। কাল সকালে চলে আসব যদি কোনও ফ্যাসাদে না পড়ে যাই। এমন এক অপারেশন হবে হয়তো সকালে যে আমাকে থাকতেই হবে। কষ্ট করে থাকুন আজ ঐ জামা-কাপড় পরে। আর বলুন একটিবার মুখ ফুটে যে আমি না আসা পর্যন্ত পালাবেন না।"

পিনাকী ছু'চোখ বুজে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল—"সবই চণ্ডীর কৃপা।"

হাঁ করল কি বলবার জন্যে চণ্ডী, বলবার ফুরসত পেল না। একখানা থালা হাতে করে তার দিদিমা উপস্থিত হোলেন। বলতে বলতে এলেন—"তুইও কিছু মুখে দিয়ে যা চণ্ডী, বেলা অনেক হোল। এখন বাড়ি যাবি, তারপর খাওয়া-দাওয়া করবি, বড্ড দেরি হোয়ে যাবে।"

এক ছুটে চণ্ডী বেরিয়ে গেল পিনাকীর পাশ দিয়ে। শেষ কথা বলে গেল—"ওই পিনাকীবাবুকে খাওয়াও আমার ভাগেরটাও। দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ি গিয়ে পৌঁছব। মা নিশ্চয়ই আমার জন্যে না খেয়ে বসে আছে।"

মেয়ের জন্যে না খেয়ে বসে আছেন মা তাই মেয়ে দৌড়ল। পথে

বেরিয়েই একখানা ট্যাক্সি ধরে সোজা আবার সেই পি সাতাশ বাই ডি কুবের স্ট্রীটে উপস্থিত। আদর্শ বাঙালী লোকনাথ রায়, কোনও রকমের ঝামেলায় নাক গলানো তাঁর ধাতে সয় না। টাকাকড়ি সুদ্ধ মনিব্যাগটা খোয়া যাবার পরে লোকসানটা তিনি হজম করে ফেলে-ছিলেন, ঝামেলায় পড়ার ভয়ে ঐ ব্যাপারটা নিয়ে একদম উচ্চবাচ্য করেন নি। হঠাৎ ফিরে পেলেন খোয়া যাওয়া নিজের সম্পত্তি, পেয়ে বিশেষ রকম উল্লসিত হোলেন বটে, তবে উত্তেজিত হোলেন না। উত্তেজিত হোলেই ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তিটিকে যথাস্থানে তুলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি। সেই নিশ্চিন্ততার গায়ে খোঁচা লাগল। আবার সেই মনিব্যাগ! মনিব্যাগটি সম্বন্ধে দু-চারটি কথা বলবার জন্যে সমুপস্থিত হোয়েছেন এক মহিলা। হ্যাঁ, মহিলাই। আজকাল যে মেয়ে ফ্রক ছেড়ে সবেমাত্র শাড়ি ধরল, তাকেও মহিলা বলতে হবে। কারণ ট্রামে বাসে তার জন্যে আসন সংরক্ষিত হোয়ে আছে।

"বলুন কি বলতে চান?" লোকনাথবাবু শক্ত হোয়ে বসলেন।

চণ্ডী বুঝল কঠিন ঠাঁই। প্রথম ধাক্কায় কাবু করতে না পারলে গলাধাক্কা খেয়ে তাকেই বিদেয় নিতে হবে। সিকি মিনিট ভদ্র-লোকের চোখের ওপর নজর রেখে বলল—"সেই মনিব্যাগে যা যা ছিল, সব আপনি ফিরে পেয়েছেন নিশ্চয়ই—"

লোকনাথবাবু বলে উঠলেন—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কিছু খোয়া যায় নি।"

চণ্ডী বলল—"সেই কথাটা আপনাকে একটু কষ্ট করে লিখে দিতে হবে। যে ভদ্রলোক আপনাকে ওটা ফেরত দিয়ে গেলেন, লক্ষ্য করেছেন বোধ হয় তাঁর একটা পা নেই। উনি আজ ছাড়া পেলেন হাসপাতাল থেকে, তাঁর পা-খানা কেটে বাদ দেওয়া হোল। আমি হাসপাতালে কাজ করি, ওঁকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলাম। আপনার মনিব্যাগটা ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে পাওয়া যায়। উনি বাস চাপা পড়েছিলেন। আমরা জানতাম মনিব্যাগটা

ওঁর। উনি বললেন যে ওঁর সম্পত্তি নয়। তারপর ব্যাগ খুলে আপনার নাম-ঠিকানা পাওয়া গেল। যাক, সবই ভাল হোল। এখন আমাকে ছুটি দিন। ব্যাগে যা যা ছিল সমস্ত আপনি পেয়েছেন এইটুকু লিখে নিয়ে যেতে পারলেই আমার ছুটি। আপনার ঐ লেখাটা আমাদের জমা রাখতে হবে, তাই হোল নিয়ম।"

"নিশ্চয়ই দোব, নিশ্চয়ই দোব"—বলতে বলতে লোকনাথবাবু উঠে গেলেন। দু' মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন একখানা কাগজ হাতে করে। কাগজখানা চণ্ডীর হাতে দিয়ে বললেন—"এই নিন। লিখে দিয়েছি, আমার মনিব্যাগে যা যা ছিল সমস্ত ফেরত পেলাম।"

চণ্ডীও উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কাগজখানি যত্ন করে নিজের হাতব্যাগের মধ্যে ভরে বলল—"যাক, হাঙ্গামা চুকল। আপনাকে এই কষ্টটুকু দিলাম। কি করব, নিয়ম। নানারকম লোক হাস-পাতালে কাজ করে কিনা। যে সিস্টার প্রথমে ঐ ব্যাগটা হাতে পায় সে অবশ্য খুবই খাঁটি মানুষ। টাকাকড়ি বার করে নেবে না, এ আমরা জানতাম। যা নিয়েছে তা মানল। কি যে তার কাজে লাগবে চিঠিখানা কে জানে! কিছুতেই দিলে না চিঠিখানা, মাথা খারাপ আর কাকে বলে। যাক, আপনি তো সব ফিরে পেয়েছেন বলে রসিদ দিয়েছেন, বাঁচা গেল। চিঠিখানার কথা যে উল্লেখ করেন নি এটা আপনার মহানুভবতা।"

শুনতে শুনতে কপাল কুঁচকে উঠল লোকনাথবাবুর। তারপর মনে পড়ে গেল তাঁর চিঠির কথা। বললেন—"ঠিক তো! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু চিঠিখানা যে আমার চাই।"

"কি করবেন সেই বাজে চিঠি নিয়ে"—বলতে বলতে চণ্ডী দরজার দিকে পা বাড়াল। তেড়ে এসে লোকনাথ পথ আগলালেন, যথেষ্ট নরম হোয়ে পড়েছেন তখন, প্রায় কাঁদোকাঁদো হোয়ে বললেন —"ওটা যে আমায় ফিরে পেতেই হবে সিস্টার, যে-কোনও উপায়ে চিঠিটা আমায় ফিরে পেতে হবে। তার জন্যে দু-একশ' যদি দিতে হয়—"

চোখ কপালে তুলে চণ্ডী বললে—"কি সর্বনাশ! কি এমন ছিল সেই চিঠিতে!"

দু'হাত কচলাতে কচলাতে লোকনাথ বললেন—"সর্বনাশ হোয়ে যাবে আমার, সত্যিই বিপদে পড়ে যাব। যেভাবে হোক, আরও না হয় দু-একশ' টাকা—"

বাধা দিয়ে চণ্ডী বলল—"টাকার লোভ দেখাচ্ছেন আমাকে লোকনাথবাবু? তা তো দেখাবেনই। আমি সামান্য মানুষ, হাসপাতালে চাকরি করি পেটের দায়ে। আপনি বড়লোক, আর বয়েসেও অনেক বড়—"

"না না না"—ব্যাকুল হোয়ে উঠলেন লোকনাথ। দু'হাত সজোরে নাড়তে নাড়তে বললেন—"না না, আমি আপনাকে অপমান করতে চাই নি সিস্টার, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। আপনি আমার মেয়ের বয়সী, আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। দয়া করে সেই চিঠিটা—"

চণ্ডী বলল—"চলুন, আবার বসিগে। একটা পরামর্শ করতে হবে। অস্থির হোচ্ছেন কেন, চিঠিটা তো নষ্ট হয়নি। সে হতভাগী রেখে দিয়েছে যত্ন করে। চেষ্টা করলে হয়তো ফিরিয়েও দিতে পারে।"

লোকনাথবাবু ফিরে এসে বসলেন চেয়ারে, চণ্ডীও বসল। তারপর আসল কথা শুরু হোল।

আসল কথাটা হোল—চণ্ডী জানতে চায়, মনিব্যাগটা কেমন করে পিনাকীর প্যাণ্টের পকেটে ঢুকে পড়েছিল। সেই কথাটাকে সে একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"এইবার আপনাকে আমি কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব লোকনাথবাবু। যেদিন আপনার ঐ মনিব্যাগটা খোয়া যায়, সে দিনের ঘটনা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। বলুন তো, ব্যাগটা কোন্‌খানে কিভাবে খোয়া গেল। আপনি কখন জানতে পারলেন যে ব্যাগটা আপনার পকেটে নেই? মনে করে

সব বলুন। এমন কি হোতে পারে না যে ঐ চিঠিখানা মনিব্যাগে ছিল বলেই ব্যাগটা চুরি গিয়েছিল? অমন মারাত্মক-চিঠি আপনি মনিব্যাগে পুরে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিলেনই বা কেন? সব ব্যাপারটা যদি আপনি খোলসা করে বলেন, তাহলে হয়তো বুঝতে পারব যে সেই চিঠিখানি কেন রেখে দিয়েছে আমাদের সিস্টারটি। তখন পাক দিয়ে চিঠিখানা হয়তো আদায় করেও আনতে পারি।"

লোকনাথ শুরু করলেন। দিন তারিখ সময় সমস্ত তাঁর মনে আছে। বেলা তখন চারটে সাড়ে চারটে হবে, বাসে প্রচণ্ড ভিড়। দোতলা বাস, সিঁড়ির সামনে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে ঠেসে লোক দাঁড়িয়েছে, কোনও দিকে আধ ইঞ্চি নড়ার উপায় নেই। একটা হাত উঁচু করে ধরে আছেন তিনি সিঁড়ির রেলিংটা। হঠাৎ তাঁর মনে হোল, বগলের পাশ দিয়ে কারও হাত ঢুকছে। ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল একটা, সেই ঝাঁকুনিটা সামলাবার পরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর পকেট মারা গেছে। চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি 'পকেট মারা গেছে' বলে। বিরাট হৈ-চৈ লেগে গেল। কে যেন সেই সময় ঝাঁপ দিলে চলন্ত বাস থেকে। 'গেল গেল, চাপা পড়ল চাপা পড়ল' বলে চেঁচিয়ে উঠল অনেকে। লোকনাথবাবুদের বাসখানা আর থামল না, প্রাণপণে ছুটতে লাগল। 'থামাও থামাও'—চেল্লাতে লাগল প্যাসেঞ্জাররা। কে আবার কণ্ডাক্টারের টুঁটি টিপে ধরলে। তারপর বোঝা গেল যে লোকনাথবাবুদের বাস কাউকে চাপা দেয় নি। যে লোকটা সেই বাস থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল তার ওপর পেছনের বাসখানা চড়ে গেছে। অনেকে বললে, সেই লোকটাই পকেটমার। তখন সবাই জানতে চাইল, কার পকেট মারা গেছে। লোকনাথ-বাবু ধরা দিলেন না। দরকার কি বাজে ঝামেলা বাড়াবার। যা গেছে তা আর ফিরবে না। বাস চাপা পড়ে মরেছে একটা মানুষ, মানে খুন হোয়েছে। পকেট মারা গেছে কবুল করলে হয়তো তাঁকেই খুনের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে হবে। অতএব চুপ, চুপচাপ

তিনি নেমে পড়লেন পরের স্টপেজে, চুপচাপ বাড়ি চলে এলেন। সেই থেকে চুপচাপই ছিলেন। কিন্তু—

আর কিন্তু তিনি চুপচাপ থাকতে পারবেন না। যে-কোনও উপায়ে হোক চিঠিখানি তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে। নয়তো মান ইজ্জত বলতে কিছুই আর তাঁর বজায় থাকবে না।

তা তো হবেই, মান ইজ্জত বাঁচাবার চেষ্টাটা করতেই হবে। চিঠিখানিও হয়তো উদ্ধার হোয়ে যাবে। কিন্তু যার চিঠি আর চিঠিতে যা আছে তা যে জানা হোয়ে রইল হাসপাতালের সেই সিস্টারটির। সে যদি বদমাশি করে সেই চিঠির নকল রেখে দেয় তাহলে কি হবে! বিপদের দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চণ্ডী। লোকনাথ একেবারে নাচার হোয়ে পড়লেন।

"আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখি কি করতে পারি।" বলে চণ্ডী উঠে পড়ল।

লোকনাথ মিউমিউ করে বললেন—"আপনার নাম-ঠিকানাটা যদি—"

"লিখে নিন। আলো ব্যানার্জি। হাসপাতালে গিয়ে আমার নাম করে ডেকে দিতে বলবেন। যদি অপারেশন থিয়েটারে থাকি আসতে দেরি হবে। বসবেন একটু। আচ্ছা এখন আসি তাহলে।"

মাথা হেঁট করে বসে রইলেন লোকনাথ, চণ্ডী বেরিয়ে পড়ল।

কি হোল তাহলে! ব্যাগটা যে কেমন করে আশ্রয় পেল পিনাকীবাবুর প্যান্টের পকেটে তা যে পরিষ্কার জানা গেল না। যাচ্ছেতাই একটা ব্যাপার ভাবা যায়, ভাবা যায় পিনাকীবাবুটি একটি পকেটমার! উনিই লোকনাথের ব্যাগটি হাতিয়ে চলন্ত বাস থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। ভাবা তো যায় অনেক কিছুই, কিন্তু মন যে সায় দেয় না। ভদ্রলোকের ছেলে পকেটমার! পকেটমারকে কি অমন দেখতে হয়! পকেটমার হয় কারা! ছোটলোক গুণ্ডা চোয়াড় বদমাশরা পকেট মেরে বেড়ায়, ভদ্রলোকের ছেলে পকেট মারতে যাবে কেন? বেদম প্রহার

খেতে হয় ধরা পড়লে, ভদ্রলোকে কখনও প্রহার খেতে পারে ! আর কিছুর জন্যে না হোক, পাইকারী প্রহার খাবার ভয়ে পিনাকীবাবুর মত মানুষ নিশ্চয়ই পকেট মারতে যাবেন না।

ভাবতে ভাবতে ফিরল চণ্ডী ওরফে সিস্টার আলো ব্যানার্জি হাসপাতালে। হাসপাতালের ভেতরেই নার্স কোয়ার্টার। কোয়ার্টারে পা দিয়েই জানতে পারল, একটি লোক তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সেই সকাল থেকে বসে আছে। বহুবার তাকে বলা হোয়েছে যে সিস্টার কখন ফিরবেন তার ঠিক নেই। কিন্তু লোকটি নাছোড়বান্দা, একভাবে বসে আছে বসবার ঘরে, দেখা সে করবেই। দরকার হোলে সারা রাত হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে বসে কাটাবে, কিন্তু সিস্টারের সঙ্গে দেখা না করে ফিরবে না।

এ আবার কে রে বাপু!

মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে নামজাদা হাসপাতালের নামজাদা মেট্রন্ সিস্টার ব্যানার্জি ছুটে গেলেন বসবার ঘরে। হ্যাঁ, ঐ তো কে যেন বসে রয়েছে পেছন ফিরে। বাবাঃ, ইনি যে আবার চুরুট টানছেন। কড়া চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরখানা বোঝাই হোয়ে গেছে। ভদ্রলোকের সামনে উপস্থিত হোয়ে সিস্টার বেশ ঘাবড়ে গেলেন। একজন পাকা সাহেব, দামী স্যুট পরে আছেন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি মোটা চুরুট অস্বাভাবিক মোটা ফ্রেমের চশমা মাথা জোড়া চকচকে টাক চারচৌকো মুখ ঘাড়ে গর্দানে দশাসই পুরুষ, অমন মানুষকে সমীহ না করে থাকা যায় না।

মিনমিন করে সিস্টার বললেন—"আমাকে খুঁজছেন আপনি ?"

সাহেবটি তুললেন তাঁর বপু চেয়ার থেকে ধীরে সুস্থে। মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বললেন—"আমি সিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

সিস্টার বললেন—"আমার নাম আলো ব্যানার্জি। বসুন।"

সাহেব আবার বসলেন। সামনের চেয়ারে চণ্ডীও বসে পড়ল।

সাহেব বললেন—"আমার নাম মিত্তির, পরশুরাম মিত্তির। একটা দরকারী কথা আছে আপনার সঙ্গে।"

"বলুন।"

"প্রাইভেট্‌লি বলতে চাই।"

"এখানে তো কেউ নেই। বলুন না, অন্য কেউ শুনবে না।"

"আমার স্ত্রীকে আপনি একখানা চিঠি লিখেছেন, সেই সম্বন্ধে কথা আছে।"

"আপনার স্ত্রীকে!" আকাশ থেকে পড়ল চণ্ডী, সে যে সিস্‌টার আলো ব্যানার্জি তা ভুলে গেল।

"হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে, মিনতি মিত্তির আমার স্ত্রী।" চিবিয়ে চিবিয়ে কথাকটি উচ্চারণ করে সাহেব পরশুরাম চুরুটটা মুখে লাগিয়ে খানিক ধোঁয়া ছেড়ে নিলেন। তারপর ভেতরের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা খাম বার করলেন। খামখানার ওপর নজর পড়তেই চণ্ডী চিনতে পারল। তার নিজের হাতের লেখা ঠিকানা, না চেনবার কারণ নেই।

পরশুরাম মিত্তির খামখানা দু'আঙুলে উঁচু করে দেখালেন চণ্ডীকে। দেখিয়ে আবার পকেটে পুরে বললেন—"ঐ আপনার চিঠি। ওর ভেতর কি আছে তা আপনি জানেন। ঐ লেখা যে আপনার হাতের তা আমি প্রমাণ করতে পারব। আপনি আপনার নাম-ঠিকানা দেন নি, তবু দেখুন আপনাকে ঠিক ধরে ফেলেছি। বেশী বেগ পেতে হয় নি আমাকে। তার কারণ আপনি ছেলেমানুষ, যথেষ্ট সাবধান হন নি। হাসপাতালের নাম ছাপা কাগজে চিঠি লিখেছেন। যারা হাতের লেখা সম্বন্ধে এক্সপার্ট, তারা সহজেই ধরে ফেলে লেখাটা মেয়ের হাতের না পুরুষের হাতের। ইংরেজীতে ঠিকানা লিখেছেন, হাসপাতালে রোজ আপনি ইংরেজীতে কিছু না কিছু লিখে থাকেন। তাই চট্‌ করে আপনাকে ধরে ফেলতে পারলাম।"

মিত্তির সাহেব আবার সিগার মুখে তুললেন। চণ্ডী বড় বড়

চোখ করে ওঁর পানে তাকিয়ে রইল। চুরুটটার মুখে ইঞ্চিখানেক সাদা ছাই আটকে রয়েছে, পড়ে বুঝি সাহেবের দামী স্যুটের ওপর। পড়ল না, সাহেব সেটা ঝেড়ে ফেললেন মেঝেয়। চণ্ডী দেখল, সাহেবের ডান পাশে বাঁ পাশে ছাই ছড়িয়ে রয়েছে। নার্সদের বসবার ঘরে ছাইদানি থাকে না। ছাই ঝেড়ে পুনরায় আরম্ভ করলেন পরশুরাম—"আপনি নিশ্চিন্ত হোতে পারেন, আপনার সঙ্গে আমি শত্রুতা করতে আসিনি। এই চিঠিখানা কেন আপনি লিখেছিলেন তাও আমি জানতে চাইব না। আপনাকে দিয়ে এই চিঠি লিখিয়েছে লোকনাথ। সেই স্কাউণ্ড্রেলটাকে আমি শায়েস্তা করতে চাই। আপনাকে সাহায্য করতে হবে। শুধু শুধু নয়, আপনাকে আমি ফী দোব। মানে, আপনি সন্তুষ্ট হোয়ে যাবেন যা আপনাকে দোব। সোজা কথা হোল, লোকনাথ এখন টাকা দেবে, আপনার মুখ বন্ধ করবার জন্যে টাকা দেবে, আমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে টাকা দেবে। নয়ত আমি তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাব। ব্যভিচারের মামলা, মান সম্মান খোয়াবার ভয়ে লোকনাথ এখন টাকা ঢালবে। বিলেত ফেরত ডাক্তার ছেলে, বিলেত ফেরত এঞ্জিনিয়ার জামাই, মস্ত বড় লোকের ঘরে বিয়ে দিয়েছে ছেলের, সেই বড়লোক কুটুমরা, আর ওর ব্যবসা, সমস্ত ঘুচে যাবার ভয়ে টাকা ঢালবে। খবরের কাগজে ওর নাম ছাপা হয়, সভাপতি হোয়ে মালা গলায় দেয়, ধর্ম সমাজ ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বড় বড় বক্তৃতা দেয়। নারীকল্যাণ সমিতিকে কয়েক হাজার দান করেছে। আশা করে আছে যে ম'লে ওকে বিরাট শোকযাত্রা করে নিয়ে যাবে, ওর নামে রাস্তার নাম হবে। এইবার আমি দেখে নেব, লোকনাথ রায় কত টাকা রোজগার করেছে। আপনি শুধু আমার সহায় হোন।"

চণ্ডীর মুখে রা নেই, স্তম্ভিত হোয়ে সে তাকিয়ে রইল মিত্তির সাহেবের অত্যধিক পুরু চশমার পানে। লোকটার চোখও দেখা যায় না। খুব ঘোলাটে দুটো বড় বড় ডেলা দেখা যায় পুরু কাঁচের

ভেতর দিয়ে। কে জানে শয়তানের চাউনি কেমন! শয়তানের চোখ দুটো কি ঐ রকম ঘোলাটে!

পরশুরাম আবার চুরুট মুখে তুললেন। সেটা তখন নিভে গেছে। মেঝেয় ফেলে জুতোর তলায় চাপতে লাগলেন চুরুটটাকে। চণ্ডীর মনে হোল, লোকটা তাকেও জুতোর তলায় ফেলে ঐ ভাবে পিষতে পারে।

হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন সাহেব—"কি ঠিক করলেন?"

একান্ত অসহায়ভাবে চণ্ডী জবাব দিল—"আমাকে কি করতে হবে বুঝতে পারছি না।"

"সেটা আমি পরে বুঝিয়ে দোব"—বলে সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—"আসুন, হাতে হাত মেলান। আমরা দুজনে যদি এক হই, মানে আমরা যদি মিলে মিশে চলতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।"

অত্যধিক লোমওয়ালা হাতখানার পানে তাকিয়ে চণ্ডী আরও ঘাবড়ে গেল। নিজের হাত তোলবার সাহস হোল না।

সাহেব হাত টেনে নিয়ে পকেটে পুরলেন। একখানা কার্ড বার করে ফেলে দিলেন চণ্ডীর কোলে। দিয়ে বললেন—"এখন আমি চলি। আপনি ভাবুন, আজ রাত্তিরটা ভাবুন, কাল সারাদিন ভাবুন, সন্ধ্যার পরে আমায় ফোন করবেন। ঐ ফোন নম্বর রইল। কাল রাত আটটা পর্যন্ত আপিসে থাকব। আপনার ফোন পেলে এখানে চলে আসব। কিংবা অন্য কোথাও আপনি মীট্ করতে পারেন, যেমন আপনার সুবিধে।" বলে হাঁটা শুরু করলেন পরশুরাম। দু'পা গিয়েই থামলেন, তেরছা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—"আর একটা কথাও ভেবে দেখবেন, এই চিঠিখানার জন্যে আপনার অনিষ্ট হোতে পারে। চাকরি তো যাবেই, তারপর বদনাম। যাক, মন খারাপ করবেন না। আমি আপনার শত্রু নই, এইটুকু মনে রাখবেন।"

অন্তর্ধান করলেন পরশুরাম। চণ্ডী মাথা হেঁট করে বসে রইল।

পরশুরাম মিত্তিরের স্ত্রী মিনতি মিত্তিরের বয়েসটা ঠিক কততে উঠে থেমে আছে তা তিনি নিজেই সঠিক জানেন না। যাঁরা মনে করেন একটা বিশেষ বয়েস পার হোলে যৌবন-নাটকের যবনিকা পতন হয়, তাঁরা জিভ কাটতে বাধ্য হবেন শ্রীমতী মিত্তিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হোলে। শ্রীমতী যেন সর্বশরীর দিয়ে কথা বলেন। ওঁর চলা দাঁড়ানো ওঠা বসা হাত নাড়া পা দোলানো দেহের প্রত্যেকটি আলোড়ন মুখর। মুখর অর্থে সাংঘাতিক রকম সাংকেতিক। মিনতি মিত্তিরের মুখের পানে বড় একটা কেউ তাকায় না। তাকাবার দরকার করে না। অনেকে হয়তো বলতেই পারবে না ওঁর চক্ষু দুটি কেমন, ওঁর কপাল নাক চিবুক গাল কি রঙে রঙানো থাকে, অনেকেই তা জানে না। লোকের দৃষ্টি পড়ে ওঁর চরণ থেকে গ্রীবা পর্যন্ত জায়গাটুকুতে, তার ওপর আর কারও দৃষ্টি পৌঁছয় না। এবং আশ্চর্য হোয়ে সবাই ভাবে যে মিনতি মিত্তিরের গ্রীবা থেকে চরণ অংশটুকু নাম-না-জানা কোনও স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে তৈরী, যার ভেতর দিয়ে আসল মিনতি মিত্তিরকে অস্পষ্ট দেখা যায়।

আসল মিনতি মিত্তির প্রসাধন সমাপ্ত করে দোতলা থেকে একতলায় নামছেন। নিচে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করছে কাজল গুপ্ত। প্রথমে সে দেখল চরণ দু'খানি, ঘোরতর সবুজ রঙের এমন দু'পাটি জুতো রয়েছে সেই চরণ দু'খানিতে আটকে যে দশ আঙুলের দশখানি নখ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত বিলকুল দেখা যাচ্ছে। কাজল গুপ্ত দেখতে লাগল একটি সাকার ছন্দ, ছন্দে ছন্দে আন্দোলিত হোয়ে চরণ দুখানি এক সিঁড়ি থেকে আর এক সিঁড়িতে আবির্ভূত হচ্ছে। সঠিক কথাটা হোল, কাজল গুপ্ত সঠিক কথাটা হঠাৎ খুঁজে পেল, ফুটে ফুটে উঠছে। হ্যাঁ, অদ্ভুত জাতের স্বপ্ন যেন, স্বপ্নের ফুল ফুটে উঠছে সিঁড়ির ওপর। সেই চরণের ওপর থেকে পায়ের গোছ পর্যন্ত নজর পৌঁছল কাজল গুপ্তের, এমন কাপড় পরে আছেন শ্রীমতী মিত্তির যে তাঁর হাঁটুর নিচে পর্যন্ত খুবই ভাল করে দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে গড়া দুটি পা, সাংকেতিক ভাষায় সাংঘাতিক রকম

মুখর। তারপর খানিকটা অংশ ঢাকা রয়েছে বেগুনী রঙের একটা ঘাগরা জাতীয় বস্তু দ্বারা। এরপর থেকে শুধু রেখা রেখা আর রেখা, আলো-আঁধারির খেলা। গ্রীবা পর্যন্ত নজর পৌঁছল যখন কাজল গুপ্তের তখন সে দু'চোখ বুজে গুনগুন করতে শুরু করেছে। ওর নাম এফেক্ট, অব্যর্থ এফেক্ট, শ্রীমতী মিত্তিরের গ্রীবা থেকে চরণ প্রকৃত কলারসিকের চিত্তে ঐ জাতের ভাবান্তর ঘটাতে পারে। চক্ষু বুজে ফেলতে হবে এবং গুনগুনিয়ে উঠতে হবে। অর্থাৎ সুর জন্মগ্রহণ করবে।

সম্পূর্ণ শ্রীমতী মিত্তির অবশেষে শেষ সিঁড়িতে পা দিলেন। আধ মিনিট চুপ করে তাকিয়ে রইলেন কাজল গুপ্তের পানে। তারপর হাত বাড়িয়ে কাজলের নাকের ডগাটা ধরে ফেললেন দু' আঙুলে। একটু নাড়া দিয়েই ছেড়ে দিলেন। গুপ্ত চোখ মেলে তাকাল শ্রীমতীর মুখপানে। শ্রীমতীর চোখ তখন কথা বলছে, তাই শব্দ হচ্ছে না।

তারপর শব্দ জন্মগ্রহণ করল। আগে সুর তারপর ছন্দ তারপর শব্দ।

শ্রীমতী বললেন—"কি গো, প্রিন্স যে! কি মনে করে!"

আবদেরে কচি খোকাটির মত কাজল গুপ্ত বলে উঠল—"এখনই চলে যাব কিন্তু।"

একখানি আস্ত বাহুলতা, উৎপত্তি স্থলের অনেকটা ওপর থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত যে লতাটিকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে, সেটি এসে জড়িয়ে ধরলে কাজল গুপ্তের গলা। শ্রীমতীর মুখখানি, যে মুখের ওপরে সহজে কারও নজর পড়ে না, সেই মুখটি আলতোভাবে ছুঁয়ে রইল কাজল গুপ্তের কাঁধটা। চোখ বুজে কাজল গুপ্ত কি যেন শুনলে। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হোয়ে উঠল। ব্যাস, তারপর আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়। একটা বিশেষ রকম কায়দায়, ঠিক যেন ধাক্কাধাক্কি করতে করতে, অথবা সহজ ভাষায় প্রায় ছুটতে ছুটতে, বেরিয়ে পড়ল দু'জনে। একখানি রূপালী রঙের স্পোর্টস্-কার্ দাঁড়িয়ে ছিল

দরজার সামনে। কয়েক মুহূর্ত পরে প্রচুর সাড়াশব্দ তুলে সেখানি উধাও হোল। শ্রীমতী মিত্তির তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর। সাগর হোলেও অপর পারের কালো রেখা দেখা যায়। দড়ি দিয়ে বানানো দোলনা, যার মধ্যে চিৎ হোয়ে শুয়ে দোলা যায়, তাই টাঙানো হোয়েছে পাশাপাশি দুটো গাছের ডালে। রূপালী রঙের স্পোর্ট্‌স্‌-কার্‌খানা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, একটা অদ্ভুত জাতের জলচর জীব যেন, জল থেকে উঠে এসে বালু-বেলায় বসে চাঁদের আলো গায়ে মাখছে। চাঁদ উঠেছে ভয়ানক রকম ভাবে। মানে, বেইজ্জতকারী চাঁদ, লুকোচুরি আড়াল আবডাল পছন্দ করে না। তাই দিনের বেলা সূর্যের আলোয় যেটুকু রহস্য রোমাঞ্চ বেঁচে থাকে, লজ্জার মাথা খেয়ে চাঁদ সেটুকুও ঘুচিয়ে দিয়েছে। দোলনাটা একটু একটু দুলছে। আঁধার দিয়ে গড়া কি যেন একটা শুয়ে রয়েছে সেই দোলনায়। অদ্ভুত জাতের একটা সুর ভেসে আসছে গাড়িখানার ভেতর থেকে। আর হাওয়া বইছে, ঝোড়ো হাওয়া।

আর একখানা বেশ শক্ত-সমর্থ গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে এসে স্পোর্ট্‌স্‌-কার্‌টার পাশে দাঁড়াল। গাড়িখানা এল চোখ বুজে, মানে, তার অঙ্গে এতটুকু আলো নেই। থামবার সঙ্গে সঙ্গে চার মূর্তি নামল সেই গাড়ি থেকে। চাঁদের আলোয় তাদের মুখ দেখা গেল না। লম্বা প্যাণ্ট পরে আছে তারা, কোমরে ঝুলছে রিভলভারের খাপ, মাথায় টুপি আছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নিঃশব্দে উপস্থিত হোল তারা সেই ঝোলার পাশে। একজন হাত তুলে কি যেন ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গিয়ে দাঁড়াল ঝোলাটার এ মাথায় ও মাথায়। তারপর তারা ঝোলার দড়িতে কি যেন ঘষতে লাগল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পড়ল ঝোলাটা আছড়ে। কিম্ভূত-কিমাকার আওয়াজ করে লাফিয়ে উঠল একজন ঝোলার ভেতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট একটি কথা উচ্চারিত হোল—"চুপ।"

তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল আর এক মূর্তি। এবং তৎক্ষণাৎ ঠাস্ করে এক চড় পড়ল তার গালে। তারপর আর সেখানে বিশেষ কিছুই ঘটল না। স্পোর্ট্‌স্-কার্‌খানা সেখানেই পড়ে রইল, যার গাড়ি সে পড়ে রইল গাড়ির মধ্যে। শুধু আণ্ডারওয়ারটি ছাড়া অঙ্গে তার কিছুই রইল না। আর রইল না হুঁশ, একটি দুটি তিনটি—পর পর তিনটি—চড়েই বেচারা হুঁশ হারিয়ে ফেলল।

চাঁদ ডুবল, সূর্য উদয় হোলেন। স্পোর্ট্‌স্-কার্‌টার চারিদিকে ভিড় জমতে লাগল। তারপর সমুপস্থিত হোলেন সরকারী উর্দিপরা আইনরক্ষকরা। গাড়ি দেখে এবং গাড়ির মালিককে দেখে তাঁরা সর্বপ্রথম আবরু বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বড় ঘরের ছেলে, দস্তুরমত বড় ব্যাপার। কিন্তু সর্বাগ্রে আবরু বাঁচানো চাই। আইন উচ্ছন্নে যাক। বড় ঘরের ব্যাপারে বিনা হুকুমে নাক গলাতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়বে কে! গাড়ি এবং গাড়ির বেহুঁশ মালিকটিকে চটপট সরিয়ে ফেললেন তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে। খবরের কাগজের শকুনরা সদাজাগ্রত, তাদের দৃষ্টি শুধু ভাগাড়ের ওপর। তাই আগে ভাগাড় সাফা হোয়ে গেল।

ওধারে মিস্টার পরশুরাম ঘুম থেকে উঠে খোঁজ নিয়ে জানলেন যে পত্নীটি রাত্রে বাড়ি ফিরে আসেন নি! এতটুকু উদ্বিগ্ন হোলেন না তিনি। দাড়ি কামিয়ে স্নান করে সাজ-পোশাক পরে নিজের কাজে বেরিয়ে পড়লেন। বেয়ারাটিকে হুকুম দিয়ে গেলেন, মেমসাহেব ফিরলে সে যেন তাঁর অফিসে ফোন করে।

মনে মনে বললেন—পুওর্ গার্ল, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্যে কোন দিন প্রাণটাই দেবে।

অ্যাড্‌ভেঞ্চার কে না ভালবাসে! আচমকা অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবৃত্তিটা জন্মায় নাকি রাশি লগ্নের দোষে। সদাশিববাবু বোঝাচ্ছিলেন পিনাকীকে গ্রহ নক্ষত্রের যোগ-সাঙ্গসের ব্যাপারটা। কোন্ গ্রহটি কোন্ স্থানের অধিপতি হোয়ে

কোন্ কোন্‌টিতে পূর্ণ দৃষ্টি দিলে আর সেই পূর্ণদৃষ্টির স্থানটিতে কোন্ স্থানের অধিপতি বসে থাকলে মানুষ অ্যাড্‌ভেঞ্চার-ক্ষেপা হয়, তাই বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর নাতনীটির ঐ জাতের যোগ নাকি খুবই প্রবল। ছোট বেলায় ওর ঠিকুজি বানাবার সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারেন সদাশিব। তাই তিনি নাতনীর নাম রেখেছিলেন চণ্ডী। চামুণ্ডা রাখলে খুবই ভাল হোত। ছোট বেলাতেই বোঝা গিয়েছিল, মেয়ে কি রকম জেদী হবে। যত জেদ তত সাহস। সদাশিববাবুর জামাই, মানে চণ্ডীর বাবা চাকরি করতেন ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে, জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ মেয়ে জন্মায় আসামের জঙ্গলে, সেখানেই বড় হয়। ছ'বছর বয়েস যখন তখন সদাশিব নাতনীকে নিজের কাছে এনে স্কুলে ভরতি করে দেন। সাত দিনের দিন স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয়। চণ্ডী নাকি এমন মারপিট শুরু করে দিয়েছিল যে ওকে না তাড়ালে স্কুলসুদ্ধ মেয়ে পালিয়ে যেত।

তাড়িয়ে দেবার দরুন চণ্ডী গেল ক্ষেপে। ক্ষেপে গিয়ে এমনভাবে পড়াশুনা করতে লাগল যে ওর ক্লাসের মেয়েরা যখন ক্লাস সেভেনে পড়ছে, তখন ও ম্যাট্রিক দিয়ে ফেললে। তারপর গেল কলেজে, সেখানেও মারপিট। এবার আর মেয়েদের সঙ্গে নয়, ছেলেদের সঙ্গে খুনোখুনি করতে লাগল। অগত্যা কলেজ থেকেও ছাড়িয়ে আনা হোল। হঠাৎ খেয়াল চাপল মাথায় যে নার্স হোতে হবে। ওর দাদা তখন ডাক্তারি পড়ছে, ও গেল নার্সিং শিখতে। দেখা গেল, ঐ একটি জায়গায় চণ্ডী শান্ত হোয়ে থাকে। রুগীদের প্রাণ দিয়ে সেবা-যত্ন করে, রুগীর মুখে হাসি ফুটে উঠলে ও যেন কৃতার্থ হোয়ে যায়। তাড়াতাড়ি খুব সুনাম হোয়ে গেল। নার্সিং পাস করবার পরে হাসপাতালেই চাকরি পেলে। বড় বড় সার্জনরা শক্ত অপারেশন করতে গেলে সর্বপ্রথম ওকে খোঁজেন। সিস্‌টার ব্যানার্জিকে চাই, সিস্‌টার ব্যানার্জি যদি অপারেশনের সময় থাকে তাহলে রুগীর জীবন রক্ষা হবেই। সিস্‌টার ব্যানার্জির ছোঁয়া রুগী কিছুতেই মরে না।

"সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হোল"—সদাশিব নাতনীগর্বে দস্তুরমত

উত্তেজিত হোয়ে বললেন—"সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার কি জান বাবাজী, সার্জন হয়তো বললেন অপারেশন করে লাভ নেই, রুগী বাঁচবে না। চণ্ডী জেদ ধরে বসল, অপারেশন করতেই হবে, রুগী বাঁচবেই। এই রকমের ব্যাপার বহু ঘটেছে। তাই নামজাদা ডাক্তাররা ওকে ভয়ানক খাতির করেন।"

"খাতির আছে, নাম আছে, সবই আছে। কিন্তু মাথা খেয়ে দিয়েছে ঐ ঝোঁকটা। অ্যাড্‌ভেঞ্চার পেল তো আর কথা নেই। একদম ভুলেই গেল যে ও কোন্ ঘরের মেয়ে, কোন্ কাজটা ওর করা উচিত, কোন্‌টার মধ্যে কিছুতেই জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সবচেয়ে বিপদের কথা হচ্ছে, ও যে একটা মেয়ে, এইটেই ও কিছুতে মনে রাখতে পারে না! মেয়ে হোয়ে না জন্মে ও যদি একটা পুরুষ হোয়ে জন্মাত! তারা তারা তারা—"

সদাশিব চোখ বুজে ফেললেন। চোখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উনি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে থাকতে পারেন। প্রথম রাতটা ঐ বাড়িতে কাটিয়ে বুঝতে পেরেছে পিনাকী যে সদাশিব খুব সাধারণ মানুষ নন। রাতে তার ঘুম হয়নি, হবার কথাও নয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর কিছুতেই সে তার হারানো পা'খানার কথা ভুলতে পারছে না। আশ্রয় একটা পেয়েছে বটে, কতক্ষণের জন্যে পেয়েছে সেইটেই হোল কথা। ধপধপে সাদা চাদর পাতা বিছানায় শুয়ে নিজের ভবিষ্যৎটাকেও ধপধপে সাদা বলে মনে হয়েছে। কোথাও এতটুকু রঙের আভাস নেই। একখানা পা নিয়ে সে কি করবে! একমাত্র ভিক্ষে করা ছাড়া আর কি করতে পারে। এও তো একরকম ভিক্ষে। হাসপাতালের নার্স তাকে দয়া করে ধরে এনে একটা ভদ্র স্থানে তুলেছে। ক'দিনের জন্যে! কটি রাত এই বিছানায় শুয়ে কাটাতে পারবে!

চোখ বুজে শুয়ে আকাশ পাতাল ভেবেছে পিনাকী, আর মাঝে মাঝে উঠে উঁকি মেরে দেখেছে। দেখেছে, সদাশিব শিরদাঁড়া খাড়া করে আসনে বসে আছেন, সামনে প্রদীপটা জ্বলছে। রাত তিনটের

পরে প্রদীপ নিভে গেল। তখন উঠলেন সদাশিব আসন ছেড়ে, ডাক দিলেন পিনাকীকে।

"সারাটা রাত জেগে কাটালে বাবা, চল এখন বাইরে গিয়ে বসা যাক।"

বাইরে অর্থে সেই মহাপুরুষদের ছবিওয়ালা ঘরখানায়। তাই তাই সই। শুধু শুধু ছোট ঘরখানার মধ্যে পড়ে থেকে কি লাভ! ঠ্যাং খোয়া গেছে বটে একখানা, কিন্তু সত্যিই তো সে মরে যায় নি। মরে না গেলে কি কেউ শুধু শুধু বিছানায় পড়ে থাকতে পারে।

বাইরের ঘরে বসে সদাশিব নাতনীর কথা তুললেন। খালি নাতনীর গল্পই করতে লাগলেন; ডানপিটে ছেলে অনেক আছে, ডানপিটে মেয়ে জন্মাল, সবই গ্রহ নক্ষত্রের ফের। এ ঘরের অধিপতি যদি ও স্থানের অধিপতির ওপর বক্র দৃষ্টি না হানতেন—

শুনতে শুনতে হঠাৎ পিনাকী জিজ্ঞাসা করল—"আমার ভবিষ্যৎটা একটু বলবেন দয়া করে। ভারী জানতে ইচ্ছে করছে, এর পর কি হবে। পা'খানা গেছে, তার জন্যে বিশেষ দুঃখিত নই। অনেক হাঙ্গামার হাত থেকে রেহাই পেলাম। এক পা নিয়ে চুরি ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি, এ কথা কেউ বলতে পারবে না। এখন হয়তো আমাকে শান্তিতে থাকতে দেবে। কিন্তু করব কি! সত্যি সত্যিই কি পথের পাশে বসে ভিক্ষে করে বেঁচে থাকতে হবে নাকি! এর চেয়ে মরে গেলে কী এমন খারাপ হোত! কেন যে উনি আমাকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্যে অত কাণ্ড করলেন! শত্রুতা করলেন আমার সঙ্গে, ডাহা শত্রুতা করলেন।"

শেষের দিকে গলার স্বরটা প্রায় মিলিয়ে গেল।

সদাশিব চোখ মেলে তাকালেন। আর একবার তারা তারা তারা বলে ডাক ছাড়লেন। তারপর পাশের হাতবাক্স খুলে এক মুঠো কি বার করলেন। কিছুক্ষণ সেগুলো মুঠোয় রেখে ছড়িয়ে দিলেন হাতবাক্সের ওপর। পিনাকী দেখল, কয়েকটা সিঁদুর-মাখানো কড়ি। কয়েকটা চিত হোয়ে পড়েছে, কয়েকটা উপুড় হোয়ে আছে। সদাশিব একদৃষ্টে

কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন কড়িগুলোর পানে। তারপর হুকুম করলেন —"উঠে এস, যে কটা ইচ্ছে হয় তুলে নাও।"

চেয়ার থেকে উঠে গেল পিনাকী, খট্ খট্ খট্ আওয়াজ উঠল তার বগলে লাগানো খোঁচা দুটো থেকে। একটু এগোতে হোলেই ঐ আওয়াজটা হয়। কি আপদ! বিনা আওয়াজে কি সে জীবনে আর নড়তে চড়তে পারবে না!

বিরক্তিটা হজম করে হাত বাড়িয়ে তুললে সে কয়েকটা কড়ি। হাত পাতলেন সদাশিব, বিনা বাক্যব্যয়ে কড়ি কটা তাঁর হাতের ওপর ছেড়ে দিল। সদাশিব বললেন—"বস গিয়ে।"

আবার সেই খট্ খট্ আর খট্। আগুন জ্বলে উঠল পিনাকীর মাথার মধ্যে। উপায় নেই, আওয়াজ হবেই। খট্ খট্ খট্ তার সঙ্গের সাথী হোয়ে পড়েছে।

সদাশিব বলতে শুরু করলেন—"না, আর লাঞ্ছনা ভোগ নেই। কিন্তু অতি সাংঘাতিক শত্রু, শত্রুধ্বংস, শ্রেষ্ঠ মিত্র প্রাপ্তি, আর—"

'আর' কথাটি উচ্চারণ করেই থেমে গেলেন। পিনাকী দেখল, বৃদ্ধের ঠোঁট দুখানি থর থর করে কাঁপছে। আস্তে আস্তে চোখ দুটির ওপর পাতা দুখানি নেমে এল নিচের পাতার ওপর, সদাশিব আত্মস্থ হোয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ স্থির হোয়ে বসে রইল পিনাকী, তাকিয়ে রইল জ্যান্ত শ্বেতপাথরে গড়া অপরূপ মূর্তিটির পানে। ভবিষ্যৎ জানার বাসনাটা তখন আর তার মনের কোণেও উঁকি দিল না।

দরজার বাইরে থেকে কে যেন উঁকি দিলে। রোদ এসে পড়েছিল দরজার ওপর, দেওয়ালের গায়ে ছায়া পড়ল। ছায়া দেখে পিনাকী মুখ ফেরাল। চণ্ডী সাত সকালেই উপস্থিত হোয়েছে। কিন্তু ও আবার কি!

অবাক হোয়ে গেল পিনাকী। ওভাবে ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে

উঠে যাবার জন্যে ইশারা করলে কেন তাকে! ঘরের ভেতর এল না কেন!

উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, খোঁচা দুটোকে চেপে ধরলে দুই বগলে, এবার এগোতে হবে। এবং এগোতে গেলেই আওয়াজ হবে খট্। আওয়াজ হোলেই সদাশিব চোখ মেলবেন। উঃ, কি আপদ! কি রকম জঘন্য প্যাঁচে পড়ে গেছে সে! বিনা আওয়াজে এক কদম বাড়াতে পারবে না।

ইচ্ছে হোল খোঁচা দুটোকে আছড়ে ভেঙে ফেলবার। যে দিকের পা'টা আছে সেদিকের খোঁচাটাকে বগল থেকে বার করে দেখতে লাগল তীব্র দৃষ্টিতে, মারে বুঝি আছাড় এবার।

নড়ে উঠল সদাশিবের ঠোঁট, চোখ না মেলে তিনি বলতে লাগলেন —"নারীবিদ্বেষী, কখনও নারীর পানে ফিরে তাকায় না, বহু কুকর্ম করলেও নারী স্পর্শ করে না কখনও কুপ্রবৃত্তি বশে। মহামায়া আগলে আছেন—"

অল্প একটু চুপ করে থেকে শেষ কথাটি উচ্চারণ করলেন— "যাও।"

খট্ খট্ আওয়াজ উঠল আবার, বেরিয়ে এল ঘর থেকে পিনাকী। ছোট একটু দালান পার হোলে রোয়াক, রোয়াকটা শেষ হোয়েছে সদাশিবের ঠাকুর ঘরের সামনে, চণ্ডী সেখানে ছোট্ট একটি টুলের ওপর বসে রয়েছে। বসে বসে দেখতে লাগল ওর চলন, সত্যি কষ্ট হচ্ছে। ওগুলো কি ক্রাচ্ নাকি! লাঠির মাথায় এক বিঘত লম্বা এক টুকরো কাঠ লাগানো রয়েছে শুধু। বিনা পয়সায় ওই পদার্থ দিয়েছে একজোড়া হাসপাতাল থেকে। ফরমাশ দিয়ে সত্যিকারের ক্রাচ্ এখন তৈরি করতে হবে।

পিনাকী ওর কাছে পৌঁছল। কপালটা কুঁচকে উঠেছে, পাজামা প্যাণ্টও খুবই কুঁচকে গেছে। চেষ্টা করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে বলল —"এলেন তাহলে! আমি ভাবছিলাম, দেরি হবে।"

টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চণ্ডী বলল—"সাত সকালে মিথ্যে কথা

বলবেন না, কিচ্ছু আপনি ভাবেন নি। ভাবনা চিন্তা ব্যাপারগুলো আপনার মত মানুষের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না।"

"তা বটে"—ছোট্ট কথাটির সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোতে যাচ্ছিল, জোর করে সেটাকে চেপে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পিনাকী; দাঁড়িয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। অপলক নেত্রে চণ্ডী তাকিয়ে রইল ওর পানে। তারপর আলতোভাবে ডাক দিল—"পিনাকীবাবু।"

মুখ তুলে তাকাল পিনাকী। চণ্ডী বলল—"কয়েকটা পাজামা আর শার্ট এনেছি। ওগুলো ছাড়ুন। চলুন, আমরা বেরিয়ে পড়ি। এখানে চা হোতে দেরি হবে। দিদিমা ঘুম থেকে উঠবে আরও এক ঘণ্টা পরে। ততক্ষণে কোথাও চা-টা খেয়ে আমরা ক্রাচের অর্ডার দিতে যাবো।"

"কিসের অর্ডার?" আশ্চর্য হোয়ে পিনাকী জিজ্ঞাসা করলে।

"ঐ ক্রাচের।" চণ্ডী বুঝিয়ে বললে—"বগলে দিয়ে হাঁটছেন যা, তার নাম ক্রাচ্। ঐ জিনিসই খুব হালকা পাওয়া যায়। হাত ঝুলিয়ে মুঠো করে ধরতে পারবেন এমন ব্যবস্থা আছে। বগলে দেবার জায়গায় নরম গদি লাগানো। চমৎকার জিনিস, মাপ মত বানিয়ে দিলে একটুও কষ্ট হবে না।"

"কিন্তু ঐ লক্ষ্মীছাড়া আওয়াজটা?" চাপা আক্রোশে কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বেরোতে লাগল পিনাকীর মুখ দিয়ে—"পাগল হোয়ে যাব, ঠিক আমি পাগল হোয়ে যাব। এক পা চলতে গেলেই ঐ শব্দ, খট্ খট্ খট্ ঐ আওয়াজ, অসহ্য—সত্যিই অসহ্য! ঐ আওয়াজটার জন্যেই আমি পাগল হোয়ে যাব।"

মুখখানি কেমন যেন শুকিয়ে উঠল চণ্ডীর, কি যে বলা যায় তা যেন খুঁজে পেল না। সত্ত সত্ত যার একখানা পা খোয়া গেছে তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে সে!

মিনিটখানেক পরে মুখ তুলে পিনাকী বলল—"দরকার নেই, কেন আপনি অনর্থক টাকাগুলো খরচা করছেন? কোনও কালে আমি আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না।"

"ঋণ শোধ!" চণ্ডী প্রায় চিৎকার করে উঠল—"এখনও আপনি টাকার কথা ভাবছেন! হায় ভগবান, তার চেয়ে এখন ভাবতে শুরু করুন, টাকাগুলো আপনি কিভাবে খরচা করবেন। কত টাকার মালিক হোয়ে বসেছেন এখন আপনি তা জানেন! এন্তার টাকা, টাকা বাড়ি গাড়ি যা চাই। ইচ্ছে করলে আপনি এখন আমার মত নার্সকে মাইনে করে রাখতে পারেন। বাবাঃ, বাঁচি তাহলে। কাটাকুটি দেখতে হবে না, কারও চোখ রাঙানির ধার ধারব না। একটি মাত্র খোঁড়া মানুষকে তোয়াজ করে জীবনটা কাটাতে পারব—আঃ—"

বলবার ঢঙ এমনই যে পিনাকী না হেসে থাকতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ রাঙিয়ে উঠল চণ্ডী—"হাসছেন যে বড়! কথাটা বিশ্বাস হোল না বুঝি!"

পিনাকী বলল—"না না, অবিশ্বাস হবে কেন। ভাবছিলাম অন্য কথা। একটু আগে আপনার দাদু বলছিলেন যে রাশি নক্ষত্রের দোষে আপনি ছোটবেলা থেকে মারপিট ভালবাসেন। মারপিটের জন্যে স্কুল থেকে আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কলেজে ঢুকেও ঐ দোষে সেখানে তিষ্ঠতে পারেন নি। ভাবছিলাম, আপনার মত মানুষকে মাইনে দিয়ে রাখতে যাবে কে? পান থেকে চুন খসলে ঠেঙানি খেয়ে মরতে হবে—বাপ্‌স্—"

আরও ভেরিয়া হোয়ে উঠল চণ্ডী, চোখ পাকিয়ে বলল—"ঐ সব কথা বলেছে বুঝি বুড়ো! আচ্ছা—বেশ, আমাকে দিতে হবে না চাকরি, আমি বেকার নই। এখন যাবেন কি না, বলুন। ভোরবেলা বেরিয়েছি চা না খেয়েই, না যান তো একলা গিয়ে একটা দোকানে বসে চা খেয়ে আসব।"

"চলুন"—বলে পিনাকী সোজা হোয়ে দাঁড়াল।

"চলব মানে?" আবার তেড়ে উঠল চণ্ডী। হুকুম করল—"আগে যান কলঘরে, মুখ ধুয়ে আসুন। জামা-টামাগুলো আপনার বিছানার ওপর রেখেছি। পালটে নিন। দস্তুরমত বড়লোক এখন আপনি, এখন ঐরকম যা তা পরে বেরোলে কি চলে!"

বেরোল আবার ওরা দু'জনে একসঙ্গে। এইবার মানিয়েছে। একখানা পা নেই বলেই যে লক্ষ্মীছাড়ার মত কাপড় জামা পরতে হবে তার কি মানে আছে। হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের আদ্দির পাঞ্জাবি, তার সঙ্গে মানানসই ভাল কাপড়ের পাজামা, দুইই খুব পরিষ্কার এবং ইস্ত্রি করা। কখন কিনল, কখন কাচাল, কখনই বা ইস্ত্রি করাল! ভাবতে ভাবতে সাজ-পোশাক বদলে ফেলল পিনাকী। কাটা পায়ের কাপড়টা অনর্থক দেওয়া হোয়েছে, সেটাকে ভাঁজ করে গুঁজতে হোল কোমরের কাছে। মনে মনে ঠিক করে ফেলল, নিজে যখন সে পাজামা বানাবে তখন একটা পা বানাতে মানা করে দেবে। প্রায় অর্ধেক কাপড় বেঁচে যাবে, কম লাভ!

সদাশিব স্নান করতে চলে গেছেন, দিদিমা ঘুমচ্ছেন। যে লোকটা রান্না করে তাকে বলে গেল চণ্ডী যে পিনাকীর জন্যে যেন রান্না করা না হয়। দুপুরে সে ফিরবে না। দিদিমা উঠলে যেন সে জানিয়ে দেয়।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একখানা ট্যাক্সি ধরে ফেলল চণ্ডী। সকালবেলা ট্যাক্সি মেলে সব জায়গায়। গাড়িতে উঠে পিনাকী বললে —"এ অঞ্চলে চায়ের দোকান নেই বুঝি?"

চণ্ডী বলল—"থাকবে না কেন, অনেক আছে। ক্রাচের অর্ডার দিতে আমাদের তো যেতেই হবে সেই চৌরঙ্গিতে। চলুন না, সেখানেই একটা ভাল জায়গায় বসে চা খাইগে।"

"তাই চলুন।"

গাড়িটা মোড় ঘুরতেই চণ্ডী ড্রাইভারকে বললে—"একটা দোকানে একটু দাঁড় করান প্লিজ, সিগারেট কিনতে হবে।"

পিনাকী বলে উঠল—"সিগারেট! কি হবে!"

"ধোঁয়া"—জবাব দিল চণ্ডী। ততক্ষণে গাড়ি ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দরজা খুলে টুপ করে নেমে পড়ল চণ্ডী, দোকানটা কয়েক হাত পেছনে, চলল আনতে সিগারেট। একটু তাজ্জব বনে

গেল পিনাকী, সিগারেটও খায় নাকি! হবেও বা, স্বাধীন জেনানা তো, নিজে রোজগার করছে, নিজের টাকায় সিগারেট মদ যা খুশি খেতে পারে।

হঠাৎ ড্রাইভারটি মুখ ফেরাল। এ-কান থেকে ও-কান দাঁত বেরিয়ে আছে তার। বলল—"সেলাম হুজুর, গরীবকে মনে রাখবেন মেহেরবানি করে।"

আর একটু হোলেই চমকে উঠত পিনাকী, ঠিক সেইসময় আর একখানা গাড়ি পেছন থেকে এসে ঠিক তাদের গাড়িখানার সামনে দাঁড়াল। গাড়িখানা ট্যাক্সি নয়, একজন মাত্র লোক আছে সেই গাড়িতে, তিনিই চালাচ্ছেন। গাড়ি থামিয়ে তিনি নেমে পড়লেন।

একটিবার মাত্র সেই লোকটির পানে তাকিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার পিনাকীকে বলল—"দুশমন সঙ্গে চলেছে হুজুর, হুকুম করেন তো ওটাকে খসিয়ে দি। লোকটাকে আপনিও বোধ হয় চেনেন হুজুর, পাকা বিচ্ছু।"

অন্যমনস্ক পিনাকী জবাব দিল—"হ্যাঁ চিনি, থাকতে দাও। তোমার নাম—"

"হিরু"—ড্রাইভার জবাব দিল। একটু পরে আর একটু কথা জুড়ে দিল—"হুজুর আমাকে শোভান বলে জানতেন।"

পিনাকী বলল—"সামলে চল। ঐ ফিরে আসছেন তিনি, সাবধান।"

ড্রাইভার বলল—"বেফিকির থাকুন হুজুর। কিন্তু ঐ দুশমনটা—"

চণ্ডী এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিলে। চণ্ডী উঠে বসতেই অল্প একটু পিছিয়ে গেল গাড়ি তারপর উলটো দিকে ঘুরল চক্ষের নিমেষে। চণ্ডী বলল—"ওকি! গাড়ি ঘুরল যে!"

পিনাকী জবাব দিল—"সামনে রাস্তা বন্ধ, একটু ঘুরে যেতে হবে!"

টপ করে ঢুকল ট্যাক্সি ডান পাশের একটা গলির মধ্যে। এঁকে-

বেঁকে গিয়ে গলিটা যেখানে খতম হোয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। দাঁড়িয়ে ঘর্‌র্‌ ঘর্‌র্‌ আওয়াজ করতে লাগল, কোথায় কি যেন বিগড়ে গেছে। পথ বন্ধ হোল, পাশ দিয়ে যে আর একখানা গাড়ি যাবে সে উপায় নেই।

এক মিনিটের মধ্যে প্রত্যাশিত ব্যাপারটা ঘটে গেল, পেছনে আর একখানি গাড়ি এসে দাঁড়াতে বাধ্য হোল। ট্যাক্সিখানি চলৎ-শক্তি ফিরে পেল সঙ্গে সঙ্গে, গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল।

পিনাকী বলল—"চলুন এখন তাড়াতাড়ি, আমাদের চা খাবার তাগিদ আছে।"

ড্রাইভারটি জবাব দিলে না, গাড়ি ঝড়ের বেগে উড়ে চলল।

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বাড়িয়ে ধরে চণ্ডী বললে—"নিন।"

"আমি!" হাঁ হোয়ে গেল পিনাকী।

চণ্ডী বলল—"নয়ত কি আমি? আমার জন্যে সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম?"

"কিন্তু আমি তো—" থতমত খেয়ে গেল পিনাকী।

"বলুন, বলে ফেলুন যে সিগারেট খান না।" ঘাড় বেঁকিয়ে তেরছা চোখে তাকিয়ে রইল চণ্ডী।

সিগারেট আর দেশলাই ওর হাত থেকে নিয়ে পিনাকী বলল—"তা নয়। এটা ছেড়ে দোব ভাবছিলাম।"

চণ্ডী বলল—"পরে ও সব ভাল ভাল কথা ভাববেন। এখন টানুন কয়েকটা, মেজাজটা ঠাণ্ডা হোক। অনেক পরামর্শ আছে। একে পায়ের শোক তার ওপর সিগারেটের শোক, কাঁহাতক আর সহ্য করতে পারে মানুষে।"

একটা সিগারেট বার করে প্যাকেটের ওপর ঠুকতে ঠুকতে পিনাকী বলল—"হ্যাঁ, পরামর্শ করে একটা কিছু ঠিক করতে হবে এখন। কোথায় চা খাবেন বলছিলেন যেন?"

চণ্ডী বলল—"এসে পড়েছি প্রায়। এ সব পাড়ায় সকালবেলা ভিড় নেই কোনও রেস্তরাঁয়। এই যে, এই সিনেমাটার পেছনে একটা কাফে আছে, বেশ চমৎকার ব্যবস্থা—"

পিনাকী ড্রাইভারকে বলল—"বাঁ ধারের রাস্তায় যেতে হবে। কাফেতে আমরা নেবে যাব।"

অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ড্রাইভার—"জী।"

আগে নামল চণ্ডী। তারপর ধীরে সুস্থে নানারকম কসরত করে পিনাকীকে নামতে হোল। নেমে দু'বগলে দুই ঠেঙা গুঁজে দাঁড়াল যখন তখন চারিদিকে তাকিয়ে দেখার ফুরসত হোল। চণ্ডী তখন ভাড়া গুনে দিচ্ছে ড্রাইভারকে। পিনাকী দেখল, সেই গাড়িখানিও আস্তে আস্তে ঢুকছে সেই রাস্তায়। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চণ্ডী বলল—

"চলুন, একদম ভিড় নেই। আরাম করে বসে চা-টা খাওয়া যাবে।"

সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য বেরিয়ে পড়ল পিনাকীর মুখ থেকে—"সেটা কপালে থাকা চাই।"

চণ্ডী কথাটা শুনেও শুনল না। সামনেই দুটো ধাপ, ধাপ দুটো পার করতে হবে পিনাকীকে। টপ করে সে পিনাকীর একটা কাঁধ খামচে ধরল। কাঁধটা খামচে ধরেছে বলেই যেন পিনাকীর আর পড়বার ভয় নেই।

ধাপ দুটো পার হোয়ে দরজায় পৌঁছে মুখ ফিরিয়ে তাকাল পিনাকী পেছন দিকে। দেখল, ট্যাক্সিখানা তখনও দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই গাড়িখানিও গড়িয়ে গড়িয়ে এসে উলটো দিকের ফুটপাথের ধারে থেমে পড়ল।

তারপর আর সেখানে অপেক্ষা করা চলে না। ভেতরে ঢুকে সামনেই যে চেয়ারটা পেল তার ওপর বসে পড়ল। চণ্ডীকে বসতে হোল সেখানে, একটা পছন্দসই জায়গায় বসবার ইচ্ছে ছিল তার

সেটা ঘটে উঠল না। খোঁড়া মানুষটিকে কষ্ট দিয়ে আর কি লাভ হবে।

মাখন রুটি ডিম এসে গেল। কোনও কথাবার্তা না বলে নিঃশব্দে খেতে লাগল দু'জনে। সেগুলো গলাধঃকরণ হোলে পর চা ঢালতে ঢালতে চণ্ডী শুরু করলে—"কাল কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে।"

পিনাকী বলল—"তা তো বুঝতেই পারছি।"

"কি বুঝতে পেরেছেন!" চোখ কুঁচকে তাকালো ওর মুখপানে চণ্ডী।

গলা আরও খাটো করে, প্রায় ফিসফিসিয়ে কয়েকটা কথা বললে পিনাকী। তারপর দরজার পানে তাকিয়ে বলল—"পিছনে লোক আছে আপনার। ভোরবেলা সে আপনার সঙ্গে আপনার দাদুর বাড়িতে গিয়েছিল, আপনার সঙ্গে এখান পর্যন্ত এসেছে। তাই ভাবছিলাম—"

চাপা উত্তেজনায় দুই চক্ষু ফেটে পড়বার উপক্রম হোল চণ্ডীর, অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করল—"সত্যি!"

পিনাকী বলল—"দয়া করে ছেলেমানুষি করবেন না। এটা একটা খুব মজার ব্যাপার নয়। লোকটা সহজ লোক নয়।"

"পুলিস নাকি?" চণ্ডী জিজ্ঞাসা করল।

পিনাকী মাথা নাড়ল।

"তা হলে!" আরও আশ্চর্য হোয়ে গেল চণ্ডী।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পিনাকী বলল—"জড়িয়ে পড়েছেন আপনি বিশ্রী হাঙ্গামায়। নয়ত ঐ লোকটা আপনার পেছনে লাগত না। মোটা ফি না পেলে ও কাজে হাত দেয় না। কে ওকে লাগাল তাই ভাবছি!"

চণ্ডী বলল—"এমনও তো হোতে পারে যে আপনার জন্যেই হয়তো—"

"আমার জন্যে!" একটু ভেবে নিয়ে পিনাকী মাথা নাড়ল।

বললে—"উঁহু, আমার জন্যে নয়। আমার জন্যে সরকারী কর্মচারীরা মাথা ঘামান। আমি সামান্য মানুষ, আমার জন্যে অত বড় মহাপুরুষকে কে কাজে লাগাবে। এক কাজ করুন তো—"

চণ্ডী বলল—"কি ?"

পিনাকী বলল—"চা খেয়ে বেরিয়ে যান আপনি এখান থেকে। দরজার সামনেই উলটো দিকের ফুটপাথে একখানা ঘি রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করে দেখবেন। সেই গাড়িতে একটা লোক আছে, লোকটা হয়তো এতক্ষণে নেমেও পড়তে পারে গাড়ি থেকে। পরে আছে সে তসরের প্যাণ্ট আর হাওয়াই শার্ট। বয়েস বেশী নয়, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে। লোকটা বেশ রোগা, কপালের বাঁ ধারে কালো দাগ আছে। লোকটাকে চিনতে পারবেন, এখন বেশী ভিড় নেই, বেশী গাড়িও দাঁড়ায়নি। সোজা গিয়ে ঢুকবেন আপনি মার্কেটের মধ্যে, একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র দেখতে শুরু করবেন। যদি সেই লোকটা আপনার পেছনে পেছনে যায়, তাহলে বুঝতে পারা যাবে সে আপনাকেই ফলো করছে। এইটুকু করে সামান্য কিছু কিনে নিয়ে ফিরে আসবেন এখানে। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।"

তৎক্ষণাৎ নিজের ছোট ব্যাগটা তুলে নিয়ে রওনা হোল চণ্ডী। দুপা গিয়েই আবার ফিরে এল। নিচু হোয়ে বললে—"অন্য কোনও মতলব নেই তো আপনার মনে ?"

পিনাকী শুধু এক অক্ষরের একটি শব্দ বার করল মুখ থেকে—"ছিঃ !"

বয় এসে দাঁড়াল ! পিনাকী কফি দিতে বললে।

চায়ের সরঞ্জাম তুলে নিয়ে গেল বয়, কফি এসে পৌঁছবার আগেই সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারটিকে কাফের দরজায় দেখা গেল। অভিজাত শ্রেণীর কাফে। দরজায় তকমা-আঁটা একজন পাহারা দিচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়েই ড্রাইভার তকমাধারীকে কি যেন বললে, বলে দেখিয়ে দিলে পিনাকীকে। সে তখন পিনাকীর কাছে গিয়ে বলল

—"আপনার ট্যাক্সি ড্রাইভার বলছে হুজুর যে ও আর দেরি করতে পারবে না।"

পিনাকী বলল—"ওকে একবার আসতে দাও।"

যেতে গেল ড্রাইভারটি পিনাকীর কাছে। টেবিলের কোণায় হাত দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল—"শয়তানটা আওরতটির পিছু নিয়েছে। তিনি মার্কেটে ঢুকলেন, সেও সঙ্গে গেল।"

পিনাকী বলল—"জানতাম। টাকা আছে তোমার কাছে শোভান? এদের টাকা দিয়ে দাও। আর আমাকে বার করে নিয়ে চল, আমি গাড়িতে বসে থাকব। তিনি এখনই ফিরে আসবেন। তারপর আমরা সরে পড়ব।"

তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা পাঁচ টাকার নোট বার করলে শোভান। ইশারা করে একটা বয়কে ডেকে নোটখানা তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে—"যা ফিরবে ট্যাক্সিতে নিয়ে এস। বাবু-সাহেবকে আমি নিয়ে চললাম।"

ড্রাইভারের কাঁধ ধরে পিনাকী খাড়া হোয়ে দাঁড়াল। ঠেঙা দু'টোকে দু'বগলে দিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। সাবধানে নামালে তাকে ড্রাইভার ফুটপাথে, যত্ন করে গাড়িতে তুলে বসালে। বসিয়ে দিতে দিতে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে—"ওই গাড়িখানায় কি হাত লাগাব হুজুর, যাতে ওটা আর আমাদের পেছনে না ছুটতে পারে।"

পিনাকী বলল—"যদি পার, কিন্তু চারিদিকে নজর রেখে—"

শোভান বলল—"দেখি তাহলে!"

পিনাকী সাবধানে তাকিয়ে রইল কাফের দরজায়। চণ্ডী যেন না উঠে পড়ে কাফের মধ্যে। একটু পরে বয়টি চেঞ্জ নিয়ে কাফে থেকে বেরিয়ে এল। একখানা এক টাকার নোট আর কিছু খুচরো ফিরেছে। নোটখানা তুলে নিলে তার হাত থেকে পিনাকী, সেলাম করে সে সরে দাঁড়াল। এ পাশের দরজা খুলে শোভান নিজের জায়গায় উঠে বসে বললে—"ঐ যে তিনি ফিরছেন, ডেকে নিন হুজুর, তাড়াতাড়ি পালাতে হবে।"

পিনাকী দেখল এক আঁটি ফুল হাতে নিয়ে চণ্ডী আসছে। দরজাটা খুলে সে তৈরী হোয়ে রইল। কাছাকাছি আসতেই ডাক দিল—"এই যে, এধারে।"

ফিরে তাকাল চণ্ডী। তারপর সোজা এসে গাড়িতে ঢুকে পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল। কিন্তু গড়িয়ে গড়িয়ে চলতে লাগল কেন ট্যাক্সি! চণ্ডী বলল—"জোরে, তাড়াতাড়ি চলুন।"

পিনাকী ওর হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে বলল—"চুপ।"

গড়াতে গড়াতে ট্যাক্সি বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়। একটু এগোবার পরেই পেছনে শব্দ হোল—ফটাশ্। টায়ার ফাঁসল কার, সঙ্গে সঙ্গে ওদের ট্যাক্সিখানা যেন লাফিয়ে উঠল। তারপর ছুটল ঝড়ের বেগে। আর পায় কে! পিনাকীর চোখেমুখে তখন রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল চণ্ডী—"ঐ যাঃ, ওদের টাকা দিয়ে আসা হোল না তো!"

পিনাকী বলল—"সেই চায়ের দাম তো, ও আর দিতে হবে না।"

"তার মানে!"

"মানে, ওরা দামটা ছেড়ে দিলে।"

"সে কি!"

"খোঁড়া হবার ঐটুকুই তো মজা। সকালবেলা একটা খোঁড়াকে কিছু দান করলে ওরা, পুণ্য হোল। আজ ওদের বেশী বিক্রি হবে।"

রেগে গেল চণ্ডী, চোখ পাকিয়ে বলল—"কেন জ্বালাচ্ছেন আমাকে? কি হোল বলুন না।"

পিনাকী বলল—"টাকাটা ধরুন আমিই দিয়ে দিয়েছি।"

"কি করে!" বোকা বনে গেল চণ্ডী।

"কেন, আমি কি চায়ের দামটাও দিতে পারি না?"

"কি মুশ্‌কিল। সেটা পেলেন কোথায় তাই বলুন না। আপনার কাছে তো এক পয়সাও নেই।"

"এ তো আচ্ছা হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখছি।" পিনাকী খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে লাগল—"এত জবাবদিহি করতে হোলে কি প্রাণ বাঁচে! উপার্জন করলাম কিছু, চায়ের দামটা দিয়ে দিলাম। কে জানত সে জন্যে এমন ফ্যাসাদে পড়তে হবে। এই দেখুন, এখনও একটা টাকা হাতে রয়েছে।" মুঠো খুলে টাকাটা দেখাল।

এক মুহূর্ত সেটার পানে তাকিয়ে থেকে চণ্ডী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—"সবই সম্ভব, কিছুই আর আমি অবিশ্বাস করি না। লোকনাথের সেই মনিব্যাগটাই বা প্যান্টের পকেটে ঢুকেছিল কেমন করে! সবই সম্ভব।"

সেই খিক্‌খিক্ হাসি, যা কানে গেলেই চণ্ডী জ্বলে ওঠে, সেই আকখুটে হাসি হাসতে লাগল পিনাকী, নিদারুণ ঘৃণায় মুখ চোখ কুঁচকে চণ্ডী বসে রইল। হাসিটা থামবার আগেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় যাব?"

পিনাকী জবাব দিল—"কুবের স্ট্রীট, পি কত বাই কত যেন। কুবের স্ট্রীটে পৌঁছলে বাড়িটা দেখিয়ে দেব।"

আঁতকে উঠল চণ্ডী—"আবার সেখানে কেন?"

পিনাকী বলল—"প্রমাণ করতে যে সেটা আমি লোকনাথ রায়ের পকেট থেকে চুরি করিনি। তিনি মানবেন যে তাঁর পকেট মারা যায় নি। কিভাবে খুইয়েছিলেন ব্যাগটা তাও মানবেন নিশ্চয়ই। না যদি মানেন, ফ্যাসাদে পড়ে যাবেন।"

"তাঁর পকেট মারা যায় নি!" হাঁ করে রইল চণ্ডী। একটু পরে বলল—"তিনি মানবেন ঐ কথা!"

"আলবত!"

ড্রাইভার হাঁকল—"কুবের স্ট্রীট।"

জানলায় মুখ ঠেকিয়ে রইল পিনাকী। বাড়িটা যেন ফসকে না যায়।

লোকনাথ বাড়িতেই ছিলেন। হর্ন শুনে আগে তাঁর চাকর এল।

তারপর তিনি এলেন। প্রায় শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে চণ্ডী, পিনাকী ওর দেওয়া একটি সিগারেট বার করে ধরিয়েছে। লোকনাথ এসে চণ্ডীকে দেখে বাঁধানো দাঁত বিকশিত করে ফেললেন—"এই যে, আসুন আসুন। নেমে আসুন গাড়ি থেকে।" তারপর তাঁর নজর পড়ল পিনাকীর ওপর। আরও উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলেন—"এই যে, আপনিও এসেছেন দেখছি। নমস্কার নমস্কার, নামুন দয়া করে গাড়ি থেকে। আমি ধরে নিয়ে যাব। একটুও কষ্ট হবে না।"

পিনাকী বলল—"তার চেয়ে একটা কাজ করুন না লোকনাথ-বাবু। আপনি উঠে পড়ুন এই গাড়িতে। একটু ঘুরে আসা যাক। দরকারী কয়েকটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—"

লোকনাথ কৃতার্থ হোয়ে পড়লেন—"বেশ তো, বেশ তো। সেই ভাল হবে, দরকারী কথা যখন। সিস্টার যদি মনে করেন আমাকে যেতে হবে তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব। তাহলে কিছু টাকাকড়িও সঙ্গে নি। আসছি, দু' মিনিটের মধ্যে আসছি জামাটা গায়ে দিয়ে।" বলতে বলতে লোকনাথ ছুটলেন।

সিগারেটে শেষ টানটা দিয়ে ফেলে দিলে পিনাকী। দিয়ে বলল—"লোকটার ভক্তি আছে, চণ্ডীভক্তি, আহা।" বলে ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বললে—"এইবার একটু সাবধান হোতে হবে শোভান। সোজা চলে যাবে সতর নম্বরে। বুঝেছ, সতর নম্বর। ওস্তাদের কাছে ঐ মালটিকে খাড়া করতে চাই।"

ড্রাইভার মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল—"হুজুর।"

মুখ টিপে রইল চণ্ডী। কি যে ঘটতে চলেছে, মাথামুণ্ডু কিছুই সে আন্দাজ করতে পারল না। হঠাৎ পিনাকী হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললে চণ্ডীর কাঁধটা। একটু ঝুঁকে পড়ে বললে—"আর কিছুটা সময় দয়া করে আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন। ভয় পাবেন না, সত্যিই আমি জানোয়ার নই। কোনও বিপদ ঘটবে না। আপনিই তো বলেছেন, আমি সঙ্গে আছি, বিপদ ঘটলে আমি উদ্ধার করব।"

জবাব দিতে পারল না চণ্ডী। মাথা হেঁট করে রইল।

ফিরে এলেন লোকনাথ সেজেগুজে। খুব দামী মটকার তৈরী হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের একটা কোট চাপিয়েছেন গায়ে, হাতে একগাছি রুপো বাঁধানো শৌখিন লাঠি নিয়েছেন। ট্যাক্সির কাছে এসে বললেন —"আমার গাড়ি নিয়ে বাড়ির এঁরা বেরিয়েছেন। নয়ত ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে গাড়িতেই যেতাম। ট্যাক্সিই ভাল, এই ট্যাক্সিতেই আমি ফিরে আসব। কি হে বাপু, ওয়েটিং চার্জ দিলে তুমি দাঁড়াবে তো?"

বলতে বলতে লোকনাথ উঠে পড়লেন ড্রাইভারের পাশে। ট্যাক্সি ছাড়ল।

মিনিট খানেকও কাটল না, লোকনাথ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে সিস্টার, সেই মেয়েটি চিঠিখানি ফেরত দিতে রাজী হোয়েছে? হবেই, আমি জানতাম হবেই। ভদ্রঘরের মেয়ে তো, মিছিমিছি কেন পরের চিঠি রাখতে যাবে। আমি একটা কিছু প্রেজেণ্ট করব তাকে! আর তার উন্নতির জন্যেও চেষ্টা করব। মেডিক্যাল্ ডিপার্টমেণ্টের অনেকের সঙ্গে আমার জানাশোনা রয়েছে, ও হোয়ে যাবে। আর আপনাকে আমি কি দিতে পারি সিস্টার! খোঁজ নিয়ে জেনেছি আমি, এইটুকু বয়েসে আপনার কত সুনাম। কর্নেল পতিতুণ্ডী বললেন, মেয়েটি হীরের টুকরো। সব শুনেছি আমি, রুগীর সেবা হোল আপনার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা। গুড, এই তো চাই। আমার অবশ্য টাকা নেই। কিন্তু আমি স্টার্ট দিতে পারি। একটু জমি কিনে ফেললাম, একখানি বাড়ি করে ফেললাম, আর দরকারী জিনিসপত্র কিছু কিনে ফেললাম। স্টার্ট হোয়ে গেল সেবাপ্রতিষ্ঠান। আপনি আপনার নিজের প্রতিষ্ঠান চালাবেন। আপনার নার্সিং হোমে আত্মীয়-স্বজনকে পাঠিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত হবে এইটুকু আমি করে যেতে চাই। ছোটখাট ব্যাপার, যা আপনি নিজে সামলাতে পারবেন। কত আর লাগবে। বড় জোর লাখ দুয়েকই লাগুক। গুরুর কৃপায় ওটুকু হয়তো পারব। মোট কথা, আপনাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করে যাব। মেয়েটি একটি হীরের টুকরো—কর্নেল সাহেব বললেন।'

বক বক করতে লাগলেন লোকনাথ এধারে মুখ ফিরিয়ে। ট্যাক্সি যে কোথা দিয়ে কোথায় চলল সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। হঠাৎ লম্বা লম্বা তিনবার হর্ন দিয়ে থামল ট্যাক্সি। চমকে উঠে লোকনাথ বাইরে নজর ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—"একি! কোথায় এলাম আমরা!"

চিবিয়ে চিবিয়ে পিনাকী বলল—'লোকনাথ রায় ন্যাকা সাজবেন না। গোলমাল করার চেষ্টা করবেন না। নামুন এবং সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরটিতে গিয়ে বসুন। শোভান, বাবুর পেছন পেছন যাও, আমরা যাচ্ছি।"

পেছন ফিরে তাকালেন একবার লোকনাথ, কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে ড্রাইভার নেমে গাড়ির এধারে এসে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। বললে—"আসুন বাবুসাহেব।"

"ও হ্যাঁ"—বলে নামলেন লোকনাথ রায়। মূল্যবান প্রিন্সকোটটা একটু ঠিক করে নিয়ে ছড়ি হাতে এগিয়ে গেলেন মহামুরুব্বী চালে। চলন দেখে কে বলবে যে ঐ মানুষের ভেতরে তখন কি হচ্ছে।

চণ্ডীর মুখে রা ফুটল। ব্যাকুল হোয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"ভদ্রলোককে মারপিট করা হবে না তো?"

পিনাকী বলল—"বিশ্বাস কি! স্বয়ং চণ্ডী যে সঙ্গে রয়েছেন। দাদু বলেছেন, চামুণ্ডা নাম রাখলেই ভাল হোত।"

"ফাজলামি করবেন না, সত্যি করে বলুন—"

"সত্যিই বলছি, চণ্ডী যদি সমস্ত শুনে মারপিট না করেন তাহলে লোকটা মার খাবে না। মারবে কে! উনি হোলেন, এঁদের মহাসম্মানীয় খদ্দের।" বলে অল্প একটু হাসল পিনাকী। সেই খিক্‌খিক্ শব্দওয়ালা হাড়জ্বালানো হাসি নয়, একান্ত নাচার একটি খোঁড়ার মুখের অতি অসহায় হাসি হেসে বলল—"এরপর হবে আমার ছুটি। পকেট যে মারিনি আমি এটা প্রমাণ হোলেই ছুটি পাব।"

"কে চেয়েছে প্রমাণ? আমি কি বলেছি যে আপনি পকেট মেরেছেন?"

পিনাকী অত্যন্ত করুণভাবে জবাব দিলে—"সব কথা কি মুখ ফুটে বলা যায়, না বলতে আছে।"

হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল এক ফিরিঙ্গী সাহেব। একদম আবলুস্ কাঠ। আর সেই চলন্ত আবলুসের গুঁড়িটির ওজন কম-সে-কম মণ পাঁচেক। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, যা সর্বপ্রথম মানুষের নজরে পড়ে, তা হোল দাঁত। প্রত্যেকটি দাঁত একজন সাধারণ মানুষের পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের মত চওড়া। সেই দাঁত আবার এমন ফরসা যে মনে হয় খাঁটি চাঁদি দিয়ে বানানো, সদ্য যেন পালিশ হোয়ে এসেছে সেকরাবাড়ি থেকে। সেই জাতের ডজন দুয়েক দাঁত মেলে যিনি এসে পৌঁছলেন গাড়ির পাশে, তিনি এক মুহূর্ত দেরি করার মানুষ নন। "ও মাই চাইল্ড, ও মাই পুয়োর বয়"—বলতে বলতে দিলেন দু'খানা হাত চালিয়ে পিনাকীর পেছন দিয়ে। আলতো করে তুলে বার করে ফেললেন ট্যাক্সির ভেতর থেকে। ঠিক যেন ছোট্ট একটি খোকা, ছোট খোকাকে বুকে তুলে নিয়েছেন তিনি। সেই অবস্থায় পিনাকী বলল—"আমার কাজিন গাড়িতে রয়েছে ওস্তাদ।"

ঘাড় ফিরিয়ে দাঁত দেখিয়ে ওস্তাদ বললেন—"ও ইয়েস্, প্লিজ নেমে আসুন। এটা আপনার বাড়ি, আপনার ঘর। বাচ্চু ইজ্ —ওয়েল্—"

হঠাৎ তিনি থেমে পড়লেন। পিনাকী বলল—"আসুন, বেশীক্ষণ দেরি হবে না। এখনই আমরা ফিরে আসব।"

চণ্ডী নামল। ঢুকল সেই বিষম মূর্তির পিছু পিছু একখানা ঘরে। খুব শৌখিন লেসের সব পর্দা ঝুলছে জানলায় দরজায়। ঘরের মেঝেতে কার্পেট। এধারে ওধারে অতি আধুনিক বসবার জায়গা-গুলো সাজানো রয়েছে। রহস্যময় আলো জ্বলছে দিনের বেলা ঘরে। টুং টিং করে কি যেন বেজে চলেছে খুব আস্তে আস্তে একটা রেডিওগ্রামে। ঘরখানা লম্বা, একেবারে শেষ দিকে কার্পেটে মোড়া

একটা আদুরে গোছের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেই সিঁড়ি দিয়ে পিনাকীকে বুকে নিয়ে অক্লেশে উঠতে লাগল সেই মৈনাক। চণ্ডী পিছু পিছু উঠতে লাগল। শুনতে শুনতে উঠল, অবিশ্রান্ত মৈনাক বক বক করছে—"ও মাই পুয়োর চাইল্ড, পাছে তোমার ক্ষতি হয় এই ভয়ে আমরা তোমাকে দেখতে যেতেও পারলাম না। হোলি মাদার তোমায় রক্ষা করেছেন। অ্যাণ্ড ইউ নেভার বদার ফর ইওর লেগ্ অ্যাণ্ড্—"

বলতে বলতে পৌঁছল দোতলায়। মেহগনি কাঠের একটা টেবিলের ওপর বসিয়ে দিলে পিনাকীকে। একখানা পিঠসোজা গদিআঁটা চেয়ার টেনে দিয়ে চণ্ডীকে বলল—"সিট্ ডাউন প্লিজ, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।"

বাঙলা কথা উচ্চারণ করার কায়দা দেখে চণ্ডীর হাসি পেয়ে গেল। পিনাকী বললে—"ওস্তাদ, আমাদের এখন খাতির করতে হবে না। ঐ যে লোকটি ও ঘরে বসে আছেন ওঁকে তুমি চেন নিশ্চয়ই।"

"ও ইয়েস্, কেন চিনব না?"

"কি নাম ওর?"

"লোকনাথ রয়।"

"এখানে কি উনি আসতেন মাঝে মাঝে?"

"সারটেন্লি, নিশ্চয় আসতেন।"

"কেন আসতেন, সেটা আমার কাজিনকে বুঝিয়ে বল। কোনও সংকোচের দরকার নেই। ইনি খুব বড় ডাক্তার। পরে তোমায় এঁর পরিচয় দোব। ওস্তাদ, সমস্ত কথা এঁকে খুলে যদি না বল তাহলে আমায় হয়তো আত্মহত্যা করতে হোতে পারে।"

ওস্তাদ তাঁর পাঁচ নম্বর ফুটবল সাইজের কদমছাঁটা মাথাটা বার বার দু'পাশে দোলাতে লাগলেন। মুখে বললেন—"আই সি, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড। আমি সব সাফ্ সাফ্ বলবে।"

আরম্ভ করলেন ওস্তাদ সাহেব। তাঁর ঐ বাড়িটা একটা সরাই-খানা গোছের ব্যাপার। কয়েকজন মান্যগণ্য মানুষ মাঝে মাঝে

আসেন। সাজানো ঘর আছে, রাত্রিবাস করে যান। অবশ্য সবই যথাসম্ভব আবরু বাঁচিয়ে চালাতে হয়। মানে খদ্দেরদের মানসম্মান যাতে বজায় থাকে, সেদিকে ওস্তাদ সাহেবের সতর্ক নজর থাকে।

মিস্টার লোকনাথ রয়ও আসেন। একলা আসেন না, বান্ধবী সঙ্গে নিয়ে আসেন। খুবই রেস্‌পেক্‌ট্যাব্‌ল্‌ পার্‌স্‌ন কিনা মিস্টার রয়, হোটেলে তো আর যেতে পারেন না।

বেশী এগোতে দিল না পিনাকী। বলল—"ওস্তাদ, এবার বল ওঁর এক আধজন গার্ল ফ্রেণ্ডের নাম। অন্ততঃ একজনের নাম বল। মিনতি মিত্তির কি ওঁর সঙ্গে এখানে আসতেন?"

"বহুবার, বহুবার, মিসেস্‌ মিটারই তো ওঁর—"

"দ্যাট্‌স অল্‌"—পিনাকী এবার চাঙ্গা হোয়ে উঠল। বলল—"এখন একটিবার মিস্টার রয়কে এখানে আসতে বল ওস্তাদ সাহেব, আমি তাঁকে একটি মাত্র প্রশ্ন করব।"

সাহেব বললেন—"সেটা কি ঠিক হবে বাচ্চু? আফ্‌টার অল্‌ হি ইজ এ ভেরি রেস্‌পেক্‌ট্যাব্‌ল্‌ পার্‌স্‌ন—"

পিনাকী বলল—"কিছু ভেব না। আমি তাঁর এতটুকু সম্মান-হানি হোতে দোব না। প্লিজ, একটু তাড়াতাড়ি কর। আমার কাজিনের আবার হস্‌পিট্যাল ডিউটি আছে।"

ওস্তাদ সাহেব লোকনাথকে পাশের ঘর থেকে ডেকে আনলেন। মুরুব্বী চালের চলনটা তখন আর নেই। কতকটা যেন বিভ্রান্ত গোছের হোয়ে পড়েছেন তিনি। হাঁ করলেন কি বলবার জন্যে। পিনাকী বলতে দিলে না। প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলতে লাগল—"লোকনাথবাবু, ব্যস্ত হবেন না। তিন মিনিটের মধ্যে আমরা এখান থেকে চলে যাব। আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম, এ জন্যে দুঃখিত। একটা কথার জবাব দিন, সেই মনিব্যাগটা কি আপনার পকেটমারা গিয়েছিল?"

লোকনাথ নিরুত্তর।

"জবাব দিন লোকনাথবাবু, কিভাবে ওটা আপনার হাতছাড়া

হয়, সেইটুকু শুধু বলুন। তারপর আমাদের ছুটি। আর একটি প্রশ্নও আপনাকে করব না।"

"আমি ওটা এই কাল্লো সাহেবকে দিয়ে গিয়েছিলাম।" মিনমিন করে উচ্চারণ করলেন লোকনাথ।

"ছাট্‌স্ অল্ !"—পিনাকী চিৎকার করে উঠল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না।"

পিনাকী বলল—"যাচ্ছেতাই, একদম যাকে বলে ন্যাস্টি। তোমায় যে মনিব্যাগটা দিয়েছিলেন মিস্টার রয় সেটা এখন কোথায় ওস্তাদ?"

সাহেব বললেন—"সেটা তো—ওয়েল্—সেটা তো তোমাকেই আমি প্রেজেন্ট করেছিলাম।"

"এবং সেইটে পকেটে নিয়ে আমি বাস চাপা পড়ি।" পিনাকী আবার চেঁচিয়ে উঠল। তারপর খুবই দুঃখের সঙ্গে বললে—"টাকাটা আমার ভোগে এল না ওস্তাদ; আমি সেটা মিস্টার রয়কে ফিরিয়ে দিয়েছি। জিজ্ঞাসা করে দেখ।"

"ওয়াট্!"—সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন। মুখের চেহারা পালটে গেল তাঁর, আসল কসাইয়ের মত একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠল মুখে। বললেন—"হোয়াই? সে টাকাটা কি মিস্টার রয় আমাকে দান করেছিলেন? ছাট্‌স্ মাই মনি—"

পিনাকী বলল—"আহা-হা, চটছ কেন ওস্তাদ? মিস্টার রয় তো সে টাকা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেন নি। আমি ইচ্ছে করে ব্যাগ-সুদ্ধ ওঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি।"

এতক্ষণ পরে চণ্ডী কথা বললে—"উনি রসিদ দিয়েছেন। সেই মনিব্যাগে যা ছিল সমস্ত ফেরত পেয়েছেন বলে আমাকে রসিদ দিয়েছেন।"

ওস্তাদ বললেন—"তাহলে! মিস্টার রয়, ঐ মনিটা আপনি ফেরত দেবেন কি না জানতে চাই।"

লোকনাথ তাঁর প্রিন্স কোটের ভেতরের পকেটে হাত পুরে এক গোছা নোট বার করলেন। মুখে বললেন—"কত আছে, গুনে নাও।"

সাহেব টাকাটা নিয়ে বলল—"যা আছে তা আছে। এই টাকা আমার বন্ধু আমার কাছ থেকে পাবেন।" বলতে বলতে নোটগুলো গুঁজে দিল পিনাকীর পকেটে। তারপর দু'হাত ঝেড়ে বলল—"নাউ, লেট্ আস্ ফরগেট্ অ্যাণ্ড ফরগিভ্।"

লোকনাথ বললেন—"এবার তাহলে আমি চলি।" বলে আর পেছন ফিরে তাকালেন না। ছড়িটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। আশ্চর্য হোয়ে তাকিয়ে রইল চণ্ডী। দেখল, মোস্ট রেস-পেক্ট্যাব্‌ল্ পার্‌স্‌ন্‌টি টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর রেস্‌পেক্-ট্যাবিলিটি পুনরুজ্জীবিত করে সেই মহাসম্ভ্রান্ত চালের চলনে ফিরে চলেছেন।

যথাসময়ে শ্রীমতী মিনতি মিত্তির বাড়ি ফিরে গেলেন ষোল আনা সম্ভ্রম বাঁচিয়ে। সবাই জানে, মাঝে মাঝে ও রকম দু-একটা রাত মিনতি মিত্তির ঘর সংসারের মায়া কাটিয়ে খোলা আকাশের তলায় কাটিয়ে দেন। ওটা ওঁর স্বভাব, স্বভাবটা গড়ে উঠেছে নিছক অ্যাড্‌ভেঞ্চার-প্রীতির দরুন। ওই রোগটির নামই হোল হবি, মানে ঝোঁক। এক এক জনের এক একটা ব্যাপারের ওপর ঝোঁক আছে। অদ্ভুত জাতের সব হবি। যে যেমন বিশিষ্ট লোক, তার তেমনি হবি। কেউ স্ট্যাম্প সংগ্রহ করেন, দুনিয়াসুদ্ধ পোস্ট অফিসের স্ট্যাম্প চাই, একশ বছর আগের স্ট্যাম্প চাই, অমুক দেশের অমুক রানীর মুখের ছাপ দেওয়া স্ট্যাম্প চাই-ই চাই। যত লাগুক, টাকার জন্যে আসে যায় না। যাঁরা কুকুর পোষেন তাঁরাও টাকার পরোয়া করেন না। একটা বিশেষ জাতের কুকুরের জন্যে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দেন। কেউ স্রেফ সাপের খোলস সংগ্রহ করছেন, কারও শখ চকোলেটের মোড়ক সংগ্রহ করা। সবই হবি,

এবং হবি ব্যাপারটা হচ্ছে নির্জলা নির্দোষ ব্যাপার। তা মিনতি মিত্তিরের হবি হোল, রাতের আকাশ। উনি রাতের আকাশ ভালবাসেন। কারণ উনি তারা গণনা করেন। আকাশের তারা গুনতে গুনতে প্রায় শেষ করে ফেলেছেন। দুনিয়ার আকাশখানায় যত তারা আছে সমস্ত গোনা সমাপ্ত হোলে কি করবেন উনি, তখন ওঁর মনে কোন্ জাতের হবি হামাগুড়ি দিতে থাকবে, তাই হোল ভাবনা। কারণ হবি ছাড়া কি কেউ বাঁচতে পারে।

হবির হুজ্জতে পড়ে অনেকের আবার প্রাণটাই যাবার দাখিল হয়।

শ্রীমতী মিনতি মিত্তিরের যেমন হোয়েছে!

তাই তিনি সেদিন প্রসাধন করেন নি, তাঁর স্বচ্ছ শরীরখানি কেমন যেন ঘোলাটে হোয়ে গেছে। তাতে অবশ্য বেশ একটা যোগিনী যোগিনী গোছের ভাব ফুটে উঠেছে। জাফরানী রঙের পাড়বিহীন একখানি বস্ত্র দিয়ে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদন করেছেন শ্রীমতী মিত্তির, ফোলানো ফাঁপানো রুক্ষ চুলগুলো বুক। পিঠ ঘাড় গলা ছেয়ে রয়েছে ঐ সাজে থাকার দরুন তাঁর মুখের ওপর নজর না পড়ে উপায় নেই। এবং একটু ভাল করে তাঁর মুখখানির ওপর নজর ফেললেই বোঝা যাবে যে ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস। ঝড় উঠবে, উত্তাপটা দম খেয়ে আছে, শ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়।

ঝড় উঠল। মিস্টার পরশুরাম মিত্তির গৃহে ফিরলেন। অসময়ে ফিরতে হোল তাঁকে জরুরী কাজকর্ম ফেলে রেখে। বেয়ারা ফোন করে জানাল কি না, জানাল যে মেমসাহেব ফিরে এসেছেন, তবিয়ত ঠিক নেই, সাহেবকে এখনই বাড়ি আসতে বলছেন। সুতরাং মিত্তির সাহেবকে ফিরে আসতে হোল। গৃহে পদার্পণ করেই বুঝলেন যে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এবং ধোঁয়া যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে আগুন আছেই, এটা মিস্টার মিত্তির জানতেন।

সর্বপ্রথম কথা যা বেরোল শ্রীমতীর মুখ থেকে তা হোল একটি জিজ্ঞাসা—"আর কতকাল আমাকে এভাবে চালাতে হবে?"

মিত্তির আকাশ থেকে পড়লেন, যেন ভূতের মুখে রামনাম শুনছেন। একটানে চশনাটা চোখ থেকে খুলে দুই চোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে রইলেন। ধর্মপত্নীটি বলেন কি!

শুয়ে ছিলেন শ্রীমতী, উঠে বসলেন। গা থেকে কাপড় খসে পড়ল। পত্নীর আসল রূপের অনেকটা মিস্টার মিত্তিরের চোখে ধরা পড়ল। মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কবে কতদিন আগে জামা কাপড় বাদ দেওয়া পত্নীটিকে তিনি দেখেছিলেন। ভুলেই গেছেন, কাজের চাপে ঘরোয়া ব্যাপারগুলোর ওপর তিনি নজর রাখতে পারেন না। এবং সেটা হোল অমার্জনীয় অমানুষিক অপরাধ। আফ্‌টার অল্‌ ওয়াইফ্‌ ইজ ওয়াইফ্‌ এবং ওয়াইফ্‌ হচ্ছে একটা লিভিং সামথিং। কাপড় ধোয়ার কল, ঘর ঠাণ্ডা রাখার যন্ত্র, ঝাড়াই পেষাই করার এঞ্জিন, নানা জাতের কলকব্জা বিক্রি করেন তিনি। মস্ত বড় এঞ্জিনওয়ালা বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়াময়। সেই যন্ত্রপাতি কলকব্জাগুলোকেও তিনি লিভিং সামথিং বলে মনে করেন। তবে প্রভেদ আছে, একটা মেশিনের সঙ্গে কি ধর্মসাক্ষী রেখে বিয়ে করা পরিবারের তুলনা করা চলে।

একটা ইমোশান গোছের ব্যাপারে আচ্ছন্ন হোয়ে গেল তাঁর চিত্ত। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—"তোমার কি শরীর খারাপ হোল ডল্‌! তাহলে আমি বলি কি, কয়েক দিন না হয় উটিতে ঘুরে এস। লাভ্‌লি প্লেস, সেনগুপ্তরা যাচ্ছে। আমিই বাড়ি ঠিক করে দিলাম। তুমি যদি যাও ওরা খুবই—"

শ্রীমতী উঠে দাঁড়ালেন, এক ঝাপটায় উড়িয়ে দিলেন স্বামীর ইমোশানটুকু। সোজা হাত পেতে বললেন, "দাও, কি দেবে দাও। আমার যা ন্যায্য পাওনা সেইটুকু দাও, আমি বিদেয় হচ্ছি।"

বিড় বিড় করতে লাগলেন মিত্তির—"ন্যায্য পাওনা! বিদেয় হচ্ছি! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!"

"একটুও নয়।" শ্রীমতী এক পা এগিয়ে এলেন সামনে। আঁচলে কোমর জড়িয়ে ফেললেন নিজে কয়েকটা পাক খেয়ে। তারপর

একটি একটি করে বাক্য বেরুতে লাগল তাঁর অতুলনীয় ঠোঁট দু'খানির ফাঁক থেকে—"মাথা খারাপ হোয়েছে বলে তুমি আমায় পাগলা গারদেও পাঠাতে পার, তোমায় বিশ্বাস নেই। সতর বছর ধরে তুমি আমাকে ভাড়া খাটাচ্ছ, বহু বড় লোকের ছেলের মাথা চিবিয়েছ তুমি আমাকে ভাড়া খাটিয়ে। তোমার খিদে কিছুতেই মিটল না। টাকা টাকা আর টাকা, তোমার ঐ রাক্ষুসে খিদের জন্যে দুনিয়ার সব জাতের সব রকমের পুরুষকে আমি ঐ দেহ দিয়েছি। আর নয়, আমার প্রাপ্য আমাকে মিটিয়ে দাও, এবার আমি ছুটি চাই।"

মিত্তিরের মুখ থেকে শুধু বের হোল—"গুড গড্!"

দম নিয়ে শ্রীমতী বললেন—"হ্যাঁ, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন যদি সে ক্ষমতা তাঁর থাকে। তোমাকে শায়েস্তা করার শক্তি ভগবানের নেই, তা আমি জানি। পারলে যেন তিনি তোমায় ক্ষমা করেন। যাক, যখন সময় আসবে তখন ভগবানের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া কোরো। আপাতত আমার হিসেবটা বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে বিদেয় কর। নয়ত—"

এতক্ষণ পরে মিত্তির ধাতস্থ হোয়ে উঠলেন। বললেন—"ডিস্‌-গাস্টিং, টাকা খরচা করবে তার জন্যে আমার কাছে তোমাকে হাত পাততে হবে নাকি! তার মানে তোমার অ্যাকাউণ্টে কিছুই নেই আর। উঃ, এই সব নাটক-ফাটক না করে একটা চেক্ কাটলেই পারতে। দেখতে, তোমার চেক্ ব্যাঙ্ক থেকে ডিস্‌অনার হয় কি না। পরশুরাম মিত্তিরের স্ত্রীর চেক্ ডিস্‌অনার করবে ব্যাঙ্ক! এত বড় স্পর্ধা আছে ব্যাঙ্কের! বড় জোর এইটুকুই করত, আমাকে ফোনে জানাত তোমার অ্যাকাউণ্টে কিছু টাকা ট্রান্সফার করার জন্যে। সহজ পথটা মাথায় এল না তোমার?"

"সহজ পথ—সহজ পথ"—শ্রীমতী স্থির হোয়ে দাঁড়ালেন। ওপর দিকে চোখ তুলে বলতে লাগলেন—"সহজ পথ, সবই তোমার কাছে সহজ। টাকা রোজগারের সহজ পথ বার করলে, শত্রুকে পায়ের

তলায় ফেলে থেঁতলাবার সহজ পথ বার করলে, সবই তোমার কাছে সহজ। সহজভাবে আমাকে বুঝিয়েছ যে ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে স্ত্রীর সাহায্য চাই। তোমার ব্যবসায় উন্নতি হয়েছে সহজ পথে। কিন্তু আর নয়, আমায় বিদেয় কর। তোমার ঐ ব্যবসার অংশীদার আমি, আমার ন্যায্য পাওনা দিয়ে দাও। আমি ছুটি চাচ্ছি।"

"ন্যায্য পাওনা! ব্যবসার অংশীদার!" কথা দুটি আস্তে আস্তে উচ্চারণ করে মিত্তির ধীরে সুস্থে বসলেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। কি যেন চিন্তা করতে করতে চুরুট বার করে ধরিয়ে ফেললেন। কয়েকবার চুরুটে টান দিয়ে বললেন—"ব্যবসার অংশীদার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু শুধু ব্যবসার কেন, স্ত্রী হোল জন্ম জন্মান্তরের সাথী। ধর্মপত্নী হোচ্ছে ইহকালের পরকালের সব ব্যাপারের অংশীদার। হুঁঃ—"

আধ মিনিট চুপ করে থেকে বললেন—"একটা কাজ করা যাক, এবার আমরা দীক্ষা নিয়ে নি। কি বল ডল্? দীক্ষা নেবার বয়স হয়নি আমাদের? অনেক তো করা গেল। এখন শান্তি চাই। একটি বেশ নামকরা স্বামীজি মহারাজ নজরে পড়েছে আমার। বড় বড় অফিসাররা সস্ত্রীক তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। কাল যেন শুনলাম, মাড়োয়ারীরাও তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে শুরু করেছে। স্বামীজির নাকি অসম্ভব ইনফ্লুয়েন্স আছে দিল্লীতে। চল, আমরাও দীক্ষা নিয়ে ফেলি। আফ্‌টার অল্ শান্তি চাই। টাকাকড়ি ব্যবসা যেমন চাই তেমনি শান্তিও চাই। দাঁড়াও খোঁজ নিয়ে দেখি, মহারাজ এখন কোথায় আছেন। পরিব্রাজক কি না, আজ এখানে কাল সেখানে করে বেড়ান। আর গ্রীষ্মকালে তো এ ধারে থাকতেই পারেন না। ভাল জাতের কুকুর পুষলে গরমের সময় যেমন তাকে পাহাড়ে পাঠাতে হয়, নামকরা গুরু করলেও তেমনি। মানে গুরু কুকুর এ সমস্ত হোল শখের জিনিস। পেটের ধান্দায় আমরা এই গরমে পচে মরছি বলে তো গুরুকেও পচানো যায় না। সেবার নিউজিল্যাণ্ড থেকে একটা ল্যাপডগ আনালে মেহ্‌তা, এয়ার কণ্ডিশণ্ড ঘরে রাখলে,

তবু বাঁচল না। সেম্ কেস্ ঘটতে যাচ্ছিল চৌধুরীদের ভাগ্যে। মিসেস্ চৌধুরী এক গুরু পাকড়ে আনলেন ইন্দোর থেকে। আরে তুমি তো তাঁকে দেখেছ। কি যেন নাম তাঁর! মনে পড়েছে, মহাতুরিয়ানন্দ পরমহংস স্বামী। বেদম হৈ হুজ্জত লেগে গেল তাঁকে নিয়ে। সবাই তাঁকে গুরু করবে। মিসেস্ স্যানিয়েল, মিসেস্ গুপ্তা, ভেনকটারমনের স্ত্রী সবাই পাগল হোয়ে উঠল। মিসেস্ চৌধুরী গুরুটিকে আটকে ফেললেন। চৌধুরী সেই গুরুর জন্যে সমস্ত বাড়িটা এয়ারকণ্ডিশণ্ড করে ফেললে। কি হোল! গুরুর টি-বি হয়ে গেল। তারপর মিসেস্ চৌধুরী গুরুকে নিয়ে চলে গেলেন ভিয়েনা। শোনা যাচ্ছে, তিনিও নাকি সন্ন্যাসিনী হোয়ে গেছেন। এনিওয়ে—"

হাতে বাঁধা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন মিত্তির সাহেব। বললেন—"চলি আমি, আধ ঘণ্টার মধ্যে ডিরেকটার বোর্ডের মিটিং আছে। একটা জাহাজ বানাবার ডক্ আমরা খুলব কি না ভাবছি। যাই হোক, মন খারাপ কোর না প্লিজ, তোমার দিকে নজর দিতে পারি না, আই অ্যাম অফুলি আনফরচুনেট্। আজ রাতে আমরা ডিনার খাচ্ছি কোথায়? তুমি ঠিক কর। সন্ধ্যে হবার আগেই চলে আসছি। তারপর আজ রাত্রিটা আমাদের রাত। আসল কথা শান্তি, শান্তি ইজ্ এসেনশ্যাল্—" বলতে বলতে মিত্তির বেরিয়ে গেলেন।

দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন শয্যায় শ্রীমতী। আগুনটা তাঁর ভেতর থেকে উবে গেছে।

আগুনের বদলে জল, অঝোরে অশ্রু ঝরতে লাগল শ্রীমতী মিনতি মিত্তিরের দুই কপোল বেয়ে। এই অশ্রু কার জন্যে! মিনতি মিত্তির হাসি ঝরান, তাঁর ঝ'রে পড়া হাসি কুড়িয়ে নেবার জন্যে লোকনাথের মতো প্রায় বৃদ্ধ থেকে শুরু করে কাজল গুপ্তের মত প্রায় তরুণ পর্যন্ত ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু আজ তিনি একলা শোবার ঘরে বসে অশ্রু ঝরাচ্ছেন। সে অশ্রুর ভাগ নেবে এমন কেউ সেখানে উপস্থিত্ নেই। হায় অশ্রু!

অনেকক্ষণ পরে শ্রীমতী উঠে দাঁড়ালেন। আঁচল লোটাতে লাগল মেঝেয়। কি করে যে কোমরে পাকানো আঁচলখানি খুলে গেল তা আঁচলই জানে। মস্ত বড় আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন শ্রীমতী, আয়নার শ্রীমতীকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর চলে গেলেন ঘরের আর এক কোণে। ছোট একটি দেরাজ বসানো আছে সেখানে. নিচের ড্রয়ারটা টেনে খুলে একটি ছোট্ট বোতল বার করলেন। তারের জাল জড়ানো বোতলটির গায়ে, সেটিকে হাতে করে ফিরে গেলেন দরজার পাশে। সেখানে সুদৃশ্য কাঁচের পাত্রে জল রয়েছে, গেলাস রয়েছে। গেলাসটি নিয়ে ঢাললেন তাতে খানিকটা রক্তবর্ণ পদার্থ বোতল থেকে। বোতলটি সেখানে রেখে গেলাস হাতে নিয়ে ফিরে এলেন নিজের শয্যায়। এক চুমুক খেয়ে গেলাসটি নামিয়ে রাখলেন টুলের ওপর, তারপর মুখখানি বিকৃত করে আবার উঠে গেলেন বিছানা ছেড়ে। আয়নার ড্রয়ার খুলে কলম কাগজ বার করে আনলেন। বিছানার ওপর বসে কোলের ওপর সেই কাগজ রেখে লিখলেন সামান্য দু-চারটি কথা। লিখে কাগজখানি ভাঁজ করে মাথার বালিশের তলায় রেখে দিলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে টুলের ওপর থেকে গেলাসটি তুলে নিলেন, একটি ছোট্ট শিশিও তুলে নিলেন। শিশিটির মুখ খুলে উপুড় করে ধরলেন সেই গেলাসের উপর। অনেকগুলো ছোট ছোট লাল্‌চে রঙের বড়ি পড়ল গেলাসে। আবার আয়নায় সামনে। আয়নার শ্রীমতীর পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসলেন। হাসলেন মিনতি মিত্তিরের হাসি। হাসি ঝরে পড়তে লাগল মেঝেয়। সেই অদ্ভুত হাসির মাঝখানেই গেলাসটা মুখে তুলে ঢক ঢক করে সমস্ত পদার্থটা গিলে ফেললেন।

খালি গেলাসটা হাত থেকে খসে পড়ল।

তারপর শুরু হোল আবার হাসি, শ্রীমতী মিনতি মিত্তির দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধরে আয়নার মিনতি মিত্তিরের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন, আসল মিনতি মিত্তিরের হাসি।

সেই হাসির মাঝখানেই আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক হোতে

লাগল। একটা মানুষ গলতে পারে এইটুকু ফাঁক হোল মাত্র। সেই ফাঁক দিয়ে গলে একজন ঘরে ঢুকে দরজায় পিঠ দিয়ে চেপে দাঁড়াল।

আয়নায় তার ছায়া দেখতে পেলেন শ্রীমতী মিত্তির। ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন—"এলে কাজল? কাজল, দুষ্টু ছেলে, ঠিক সময় এসে পড়েছ। আর একটু দেরি হোলে—" শ্রীমতীর হিক্কা শুরু হোল।

হিক্কা সামলে টলতে টলতে দু'হাত মেলে এগিয়ে আসতে লাগলেন তিনি। কথা তখন তাঁর জড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তিম চেষ্টায় চিৎকার করে উঠলেন—"ও কি! দূরে কেন! এস, আমাকে ছুঁয়ে থাক। আমার যে বড্ড ভয় করছে।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে এলেন। মাথাটা তখন নুয়ে পড়েছে সামনে, চোখও বুজে গেছে বোধ হয়। নয়তো তিনি এগোতেন না, মুখ সোজা থাকলে চোখ খোলা থাকলে অত কষ্ট করে এগিয়ে আসতেন কি!

দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো মানুষটিও একদৃষ্টে তাঁর পানে তাকিয়ে আছে। তার ডান হাতটা ঢোকানো আছে তার প্যাণ্টের পকেটে। হঠাৎ সেই হাতটা পকেট থেকে ছিটকে বেরোল। পিট-পিট করে সামান্য দু'বার আওয়াজ হোল। সামান্য একটু আর্তনাদ করে শ্রীমতী মিত্তির মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

আর এক মুহূর্তও সেই লোকটি সেখানে তিষ্ঠলো না। হাতের অস্ত্রটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে মিনতি মিত্তিরের বিছানায়, দিয়ে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে নিঃশব্দে গলে গেল।

নিঃশব্দে হাঁটা যাবে! আঃ কি মজা!

সদ্য-কেনা মূল্যবান দুটো ক্রাচ দুই বগলে দিয়ে দুলতে দুলতে চলেছে পিনাকী, নিঃশব্দে চলেছে। চণ্ডী চলেছে পেছন পেছন। রাস্তায় লোকজন কম, দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে পা বাড়িয়েছে

এগিয়ে চলেছে ওরা ফুটপাথের ওপর দিয়ে। মোড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে নিশ্চয়ই একখানা খালি ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

শোভানের গাড়ি ছেড়ে দিতে হোল। চণ্ডী আর একবার সে গাড়িতে চড়তে কিছুতেই রাজী হোল না। ওস্তাদের ওখান থেকে অন্য ট্যাক্সিতে করে এসেছে ওরা ক্রাচের দোকানে। ক্রাচ কেনা হোয়ে গেছে, এখন ফিরতে হবে।

ফেরবার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। চণ্ডীর মনে পড়ে গেল, আসবার সময় সে বলে এসেছে পিনাকীর জন্যে রান্না করতে হবে না। তাহলে কিছু-খাইয়ে নেওয়া দরকার।

পেছন পেছন চলতে চলতে চণ্ডী প্রশ্ন করল—"খিদে পায়নি? বেলা যে অনেক হোয়ে গেল।"

থামল পিনাকী। মুখ ফিরিয়ে বললে—"পেয়েছে কি জানেন—চলা। ইচ্ছে করছে সমস্ত শহরটা এইরকম নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াই। কে জানত যে খোঁড়াদের জন্যে এমন জিনিসও মেলে।"

চণ্ডী দেখল, কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। বলল—"আমার কিন্তু ইচ্ছে করছে কোথাও বসে ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে। খালি পেটে কার কতক্ষণ ঘুরতে ভাল লাগে।"

পিনাকী বললে—"চলুন, কিন্তু—" বলেই থেমে গেল।

"কিন্তু কি?" চণ্ডী চটে উঠল—"অতগুলো টাকা আমার জন্যেই উদ্ধার হোল, এখন আমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া উচিত। এতে আবার কিন্তুটা কোথায় শুনি?"

পিনাকীর মুখে খুব করুণ গোছের একটু হাসি ফুটে উঠল। বললে—"কিন্তু কোথায় বসে খাওয়া যায়! এখন সর্বত্র লোক গিসৃগিস্ করছে। ঠ্যাংটা নেই কিনা সবাই তাকিয়ে দেখবে। আপনারও অস্বস্তি লাগবে। তাই বলছিলাম—"

"তা হলে একটা কাজ করা যাক"—বলে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে চণ্ডী কি যেন ভাবতে লাগল।

পিনাকী বলল—"এখানে দাঁড়িয়ে বেশী ভাবা উচিত নয়। আগে একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলুন, তারপর যা হয় ভেবে ঠিক করা যাবে!"

"না, আর ভাবাভাবি নেই, আসুন"—বলে চণ্ডী সামনে এগিয়ে গেল!

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞাসা করল—"কি খাবেন বলুন। মাছ-মাংস খাবেন, না খাবার-টাবার মিষ্টি-টিষ্টি খাবেন? যা খাবেন কিনে নেব। তাড়াতাড়ি বলুন, মাছ-মাংস খেতে হোলে একটা ভাল রেস্তরাঁয় গাড়ি দাঁড় করাই।"

পিনাকী বলল—"যা আপনার খুশি হয় কিনে নিন। লোহা আর আগুন বাদ দিয়ে সব আমি খেতে পারি।"

"তা হলে মাছ-মাংস থাকুক, ও সমস্ত জিনিস টেবিলে বসে না খেলে জুতসই খাওয়া হয় না।" বলে চণ্ডী ড্রাইভারকে বিখ্যাত একটা মিষ্টির দোকানে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। কাগজের বাক্সে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিলে তারা খাবার-দাবার। কচুরি শিঙ্গাড়া দু-তিন রকমের সন্দেশ কয়েকটা বাক্সে সাজিয়ে দিলে। সেগুলো নিয়ে ফিরে এসে দক্ষিণেশ্বরের নাম করলে চণ্ডী। দক্ষিণেশ্বর জায়গাটা এখন ফাঁকা পাওয়া যাবে। গঙ্গার ধারে বসে শান্তিতে খাওয়াটা তো হোক। তারপর অন্য কথা চিন্তা করা যাবে।

ট্যাক্সি দক্ষিণেশ্বরের পথে ছুটল।

দক্ষিণেশ্বর জায়গাটির সত্যিকারের মাহাত্ম্য—ওখানে অনেকের মনের কপাট খুলে যায়। অন্যত্র যে কথা কিছুতেই মুখ ফুটে বলা যায় না, বললেও বেখাপ্পা শোনায়, দক্ষিণেশ্বরে সেই কথাই সহজভাবে সুস্থ চিত্তে আওড়ানো যেতে পারে। তাই বোধ হয়, সব বয়েসের মানুষ ওখানে যায়। গিয়ে একটা বিশেষ বয়েসের মধ্যে আটকে পড়ে। সেই বিশেষ বয়েসটার দোষ যতই থাক, বিশেষ একটি গুণও আছে। গুণটি হোল রেখে ঢেকে সাজিয়ে গুছিয়ে মনের কথাকে মুখের কথায় দাঁড় করাতে হয় না। তাই ওরা যা তা আওড়াতে লাগল।

গঙ্গার ধারে সিঁড়িতে বসে খাওয়া হোয়ে গেল। একপাল ভিখিরী এসে ছেঁকে ধরল যথাবিধি, চণ্ডী তাদের সঙ্গে রফা করে ফেললে। মাত্র দুটি টাকা খরচা হোল, দুটি টাকা তারা ভাগ করে নেবে এবং কাউকে সিঁড়ির দিকে এগোতে দেবে না। একটি টাকা তখনই দিয়ে দিলে। আর এক টাকা যাবার সময় দিয়ে যাবে অঙ্গীকার করলে। হাঙ্গামা চুকে গেল। ভিখিরীদের দুই সর্দার দূর থেকে লোক তাড়াতে লাগল।

পিনাকী বললে—"চমৎকার মতলব। এ ব্যাপারেও যে ঘুষ দেওয়া যায় তা আমার জানা ছিল না।"

"ঘুষ সর্বত্র চলে"—বলে চণ্ডী পান বার করলে। সাজা পান কয়েকটা কিনে নিয়েছিল গাড়ি থেকে নেমেই। একসঙ্গে কয়েকটা পান মুখে পুরে কচমচ করে চিবুতে লাগল। পানের মোড়কটা পিনাকীর দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—"নিন, চিবুতে থাকুন।"

একটি সিগারেট বার করে ধরালে পিনাকী, পানের দিকে হাত বাড়ালে না। সিগারেটে টান দিয়েই বললে—"কত সহজেই না আমরা শান্তিতে বেঁচে থাকতে পারি। যেটুকু না হোলেই নয়, সেইটুকু রোজগার কর, খাবার কিনে নিয়ে এসে গঙ্গার ধারে বসে খাও, তারপর আঁজলা আঁজলা জল গিলে গঙ্গার ধারেই পড়ে থাক। এতখানি আকাশ এতটা বাতাস আর ঐ অফুরন্ত জল বয়ে চলেছে। আর কি চাই! এত থাকতেও তবু কেন মানুষে হাহাকার করে মরছে! খেয়োখেয়ি কামড়াকামড়ি করছে হন্যে কুকুরের মত সবাই,— উঃ! মানুষ হোয়ে না জন্মালে বোধ হয় এত অশান্তি ভুগতে হোত না।"

পেট ভরে খাওয়ার দরুন আর পান চিবুনোর গুণে চণ্ডীর স্বর বেশ এলিয়ে পড়েছে তখন। এলিয়ে পড়া স্বরে দুটি এলিয়ে-পড়া কথা উচ্চারণ করল—"যা বলেছেন!"

ওর মন্তব্যটা বোধ হয় শুনতেই পেল না পিনাকী, গঙ্গার পানে তাকিয়ে আপন মনে বলতে লাগল—"টাকা রোজগার করেছি, টাকা

উড়িয়ে দিয়েছি। মদ খাই না, জুয়া খেলি না, আর ঐ হ্যাকাপনা-গুলো, ঐ প্রেম-ফ্রেম করা ছু' চক্ষের বিষ। কেউ বলতে পারবে না, কি করে আমার টাকাগুলো খরচ হয়। অথচ সব ফুরিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায় বলে টাকার জন্যে ক্ষেপে উঠি। কিন্তু প্রয়োজন কি! টাকার দরকারটা কোথায়! নির্জনে গঙ্গার ধারে খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকলে কোন্ ভূতে আমাকে টাকার জন্যে কিলোবে?"

আবার একটি ছোট্ট টিপ্পনী কাটল চণ্ডী—"না, ভূত-টুতের ভয় নেই গঙ্গার ধারে। মা গঙ্গার হাওয়া যেখানে পৌঁছয় সেখানে নাকি ভূত পেত্নী থাকতে পারে না।"

"ঠিকই বলেছেন"—বলে একটা লম্বা টান দিল সিগারেটে পিনাকী। দিয়ে বলল—"আপনিই বা কেন চাকরি করে মরছেন তাই বা কে বলবে। ভূতের বেগার খাটছেন শুধু শুধু। যেটুকু শুনেছি আপনার দাদুর কাছে তাতে ধরে নিতে পারি যে ঐ চাকরিটা আপনার না করলেও চলে। ভাই ডাক্তার, আপনার মা রয়েছেন। নিজেদের বাড়িও আছে বোধ হয়। তবে কেন খামকা মানুষের পুঁজ রক্ত ঘাঁটছেন? আপনার দাদু বলবেন, গ্রহ নক্ষত্রের ফের। আমি বলব, আদর দিয়ে মেয়েটির মাথা খাওয়া হোয়েছে। ছোট বেলায় বেশ করে শাসন করলে আজ আপনার এই দশা হোত না।"

চণ্ডী বলল—"আমিও তাই ভাবি এক এক সময়। চাকরিটা ছেড়েই দোব এইবার। আর লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করা পোষায় না।"

"ঝগড়াঝাঁটি করেন কেন? ওটা আপনার স্বভাব।" বলে মুখ ফিরিয়ে চণ্ডীর দিকে তাকাল পিনাকী।

"স্বভাবই তো!" তৎক্ষণাৎ মানল চণ্ডী যে তার স্বভাব হোল ঝগড়াটে। তারপর আর একটা পান মুখে পুরে দিয়ে খুব জোরে চর্বণ করতে করতে বলল—"সইতে পারি নে যে লোকের বদমাশি। মাইনে নিচ্ছে গুনে গুনে, কাজ করবে না, ফাঁকি দেবে। তাও সহ্য হয়, মরুক গে যাক, যতটা পারি নিজে দেখেশুনে সামলে নি। কিন্তু

ঐ চুরি আর ছ্যাঁচড়ামিটা বরদাস্ত করতে পারি নে। হাসপাতাল-গুলো সব চোরের আড্ডা। আগাপাস্তলা সবাই চোর। যে যা পাচ্ছে সরাচ্ছে, কাজে লাগুক চাই না লাগুক। ওষুধপত্র-ব্যাণ্ডেজ-তুলো-কাপড়-কম্বল যা সুবিধে পাবে সরিয়ে ফেলবে। তারপর ঐ ঘুষ, বড় ডাক্তার থেকে শুরু করে হাসপাতালের নেংটি ইঁদুরটা পর্যন্ত ঘুষ নেবার জন্যে হাঁ করে আছে। ঘুষের নানান নাম, ডাক্তার যখন নেন তখন সেটার নাম ফি, ডোম মুর্দাফরাশরা নেয় বকৃশিশ। ঠাণ্ডা ঘর থেকে মড়াটা বার করে আত্মীয়স্বজনের হাতে দিয়ে বকৃশিশের জন্যে হাত পাতে। যেন কত বড় একটা আনন্দের কাজ করলে। তারপর আছে গাফিলতি, গাফিলতির জন্যে মানুষ মরে হাসপাতালে এইটুকু শুধু জেনে রাখুন। হাসপাতালে যারা চাকরি করতে ঢুকল তাদের কাছে মানুষের মরণটা আর মরণ নয়। শুনবেন তাহলে একটা সত্যিকারের কাহিনী?”

স্তম্ভিত হোয়ে পড়েছিল পিনাকী, সিগারেটে টান দিতেও ভুলে গিয়েছিল। বেশ ভয় পেয়ে গেছে যেন, ভয় পাওয়া মানুষের মত বলল—“খুব সাংঘাতিক কিছু নয় তো!”

“সাংঘাতিক!” চণ্ডী এবার টান টান হোয়ে বসল। চোখ দিয়ে তার আগুন বেরুচ্ছে। আর একবার যেন নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করল—“শুধু সাংঘাতিক!” তারপর খানিকটা ঝুঁকে পড়ে বলল—“পিশাচেও বোধ হয় পারবে না এ রকম কাজ করতে। শুনুন তাহলে। রাত ন'টার সময় একটি বউ অপারেশন টেবিলে মারা গেল। ভোরবেলা তার আত্মীয়রা এল সংবাদ নিতে। ডাক্তার-বাবু অম্লানবদনে বললেন তাদের, এই ইন্জেকৃশন আর এই সমস্ত ওষুধ এখনই কিনে দিতে হবে। অবস্থা ভাল নয়। ছুটল তারা ওষুধপত্র আনতে। এনে দিল ডাক্তারবাবুকে। সেগুলোকে তিনি হজম করে ফেললেন। ওধারে তারা বসে আছে। ডাক্তারবাবু ব্যস্ত মানুষ, তাঁর তো একটা রুগী নয়। দৌড়দৌড়ি করছেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ডাক্তার তাদের জানিয়ে দিলেন, সর্বরকম চেষ্টা

করেও বউটি মারা গেল। আরও এক ঘণ্টা পরে খাটিয়া নতুন কাপড় এনে মুর্দাফরাশকে বক্‌শিশ দিয়ে ঠাণ্ডা ঘর থেকে তারা লাশ পেলে।"

তারপর চুপ, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও মুখে রা ফুটল না।

অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিনাকী বললে—"এই আপদ-গুলোকে একেবারে কেটে সাফ না করতে পারলে এ দেশের ভবিষ্যৎ নেই।"

"ঐ কথাটাই বলেন আমাদের প্রিন্সিপ্যাল।" প্রিন্সিপ্যালের কথা বলতে লাগল চণ্ডী, বলতে বলতে তার কথার ঝাঁজ অনেক কমে গেল। প্রিন্সিপ্যাল বলেন, আগে বিনাশ তারপর অন্য কথা। ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। কেন বলেছিলেন ভগবান ঐ কথাটা—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ কেন বলেছিলেন? এ কথা কেন বলেননি যে দুষ্কৃতকারীদের ভাল মানুষ করে দিয়ে আমি ধর্ম-সংস্থাপন করব? আগে বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ বলে তারপর ধর্মসংস্থাপ-নার্থায় বললেন কেন? একমাত্র জবাব, ভগবান ভাল করে জানতেন যে ওদের বিনাশ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে ওদের শয়তানির হাত থেকে দুনিয়াটাকে রক্ষা করা যাবে না। স্বয়ং ভগবান শয়তানদের কবল থেকে সৃষ্টিটাকে রক্ষা করবার জন্যে ঐ একমাত্র প্রেসৃক্রিপশন্ দিয়ে গেছেন—বিনাশ। ঝাড়ে মূলে সবংশে বিনাশ, একেবারে ধ্বংস। নির্বিচারে ধ্বংস, সেই ধ্বংসযজ্ঞে বিস্তর নিরীহ গোবেচারাও বলি হবে। হোক, হোতে দাও। চণ্ডীর সেই প্রিন্সিপ্যাল বলেন—ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যাগ করতে হবে। সোজা কথায় আর একটি কুরুক্ষেত্র চাই। আর একটি ধর্মযুদ্ধ চাই। প্রচুর রক্ত পান করবেন জননী ধরিত্রী তবে মায়ের অঙ্গ থেকে ঐ পাপ মুছে যাবে। ঘুষ ভেজাল আর ধরাধরি, এই এখন ধর্ম হোয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের ব্রহ্মার নাম ঘুষ, ঘুষ দিলে সমস্ত করতলগত হয়। আজকের বিষ্ণু ধরাধরি, ধরাধরি করতে পারলে সর্বরকম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া

যায়। এখনকার মহেশ্বরের নাম ভেজাল, বিষে পর্যন্ত ভেজাল। এক ভেজাল মহেশ্বরই তুনিয়াটাকে নাশ করে ছাড়ছেন। একমাত্র পরিত্রাণ পাবার উপায় ঐ বিনাশ। বিনাশ ছাড়া গতি নেই।

অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলি গুছিয়ে বললে চণ্ডী। এতটুকু উত্তেজিত না হোয়ে ওজন করে করে বললে। বলা শেষ হোলে শেষ পানটি মুখে পুরে মুখ টিপে রইল।

খুব সাবধানে পিনাকী জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় থাকেন তিনি? খুব ইচ্ছে করছে আপনার সেই প্রিন্সিপ্যাল মশায়কে একবার দেখে আসতে।"

চণ্ডী লাফিয়ে উঠল। সত্যিই উঠে দাঁড়াল একেবারে। বললে —"যাবেন! খুব কাছেই থাকেন। হেঁটেও যেতে পারেন। গঙ্গার ধার দিয়েই রাস্তা। চলুন না, আস্তে আস্তে আমরা যাই।"

উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ তুটোকে বগলে পুরে পিনাকী বলল—"চলুন।"

কোথায় নিয়ে চলল তাকে!

অজ পাড়াগাঁ, শহর কলকাতার বুকে এমন অজ পাড়াগাঁ লুকিয়ে বসে আছে! শহরটাকে খুব ভাল করে চেনে বলে একটা গর্ব ছিল মনে, সেটা ঘুচল। দক্ষিণেশ্বর স্থানটি কলকাতার অঙ্গ, বরানগর এমন জাতের নগর যেখানে প্রকাশ্যে দিনের বেলা বরাহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি শেয়াল ডান ধারের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলে দেখল, ক্রাচে দোল খেতে খেতে একটা মানুষ আসছে। গ্রাহ্যও করলে না, ধীরে সুস্থে রাস্তা পার হোয়ে বাঁ ধারের জঙ্গলে ঢুকে গেল। সন্ধ্যা হোতে তখনও বেশ দেরি আছে, ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। সরু পথটি পিচ দিয়ে বাঁধানো, পথের তু'পাশে বাড়ি, বাড়িগুলো সব গাছপালার অন্তরালে। মাঝে মাঝে বাঁ ধারে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। নির্জন যাকে বলে, হঠাৎ যদি কেউ গলা টিপে মারতে আসে তখন চেঁচিয়ে আকাশ ফাটালেও বোধ হয় একটা প্রাণী এগিয়ে আসবে না।

চণ্ডী যাচ্ছে সামনে, মুখ ফিরিয়ে বলল—"যাত্রাটা আমাদের শুভ, শেয়ালটা ডাইনে থেকে বাঁয়ে চলে গেল।"

পিনাকী বলল—"আরও একটু শুভ হোতেও পারে। হয়তো এবার একটা বাঘ বাঁয়ে থেকে ডাইনে চলে যাবে।"

"বাঘ আসবে এখানে কোথা থেকে! ধ্যেৎ—" চণ্ডী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"এগিয়ে চলুন, দাঁড়াবেন না।" পিনাকী তাড়া দিলে। বাঁ দিকে তাকিয়ে বলল—"ঐ তো গঙ্গা, গঙ্গা থেকে এক-আধটা হাঙ্গর কুমীর উঠে এলেই বা রুখছে কে। আপনার প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আচ্ছা জায়গায় বাস করেছন বটে, সত্যিকারের বনবাস।"

"হি হি হি হি"—হাসি জুড়ে দিল চণ্ডী। হাঁটাটা থামাল না, হাসি আর হাঁটা দুই একসঙ্গে চলতে লাগল।

"ভাগ্যে আশেপাশে কেউ নেই, থাকলে বিপদ ঘটত নিশ্চয়ই," খুবই ভালমানুষী সুরে বললে পিনাকী।

"বিপদ ঘটত!" মুখ ফেরাল চণ্ডী, হাসি উবে গেছে। চোখ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল—"বিপদ কি রকম?"

পিনাকী গুরুগম্ভীর চালে জবাব দিলে—"এই সন্ধ্যেবেলা এই নির্জন পথে একটা আধ-পাগলী চলেছে, লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারত।"

"আধ-পাগলী! তার মানে!" ঘুরে দাঁড়াল চণ্ডী!

"মানে শুধু শুধু ঐ হি হি শব্দে হাসি।"

"শুধু শুধু মানে। হাসব না! প্রিন্সিপ্যাল সাহেব, হি হি হি হি—"

"তবে কি প্রিন্সিপ্যালবাবু বলব!"

"কি বিপদ! সাহেব বাবু এ সমস্ত আসছে কোথা থেকে। মেয়েমানুষকে কেউ বাবু সাহেব বলে।"

"অ্যাঁ!" পিনাকীর দু'টো ক্রাচই থেমে গেল।

চণ্ডী পেছন ফিরে আবার পা চালালে। কয়েক পা এগিয়ে বলে উঠল—"সেরেছে—এখন উপায়!"

"কি হোল আবার ?" পিনাকী জিজ্ঞাসা করল

"হয়েছে আমার মাথা।" চণ্ডী রেগে উঠল। বাঁ পাশে একটা জঙ্গল দেখিয়ে বলল—"ঐ হোল বাড়ি। কিন্তু পার করব কেমন করে আপনাকে। শুধু-দু'টো বাঁশ ফেলা রয়েছে যে নালার ওপর।"

পিনাকী তখন দেখল ব্যবস্থাটা। রাস্তার বাঁ পাশে নালা, নালাটা অন্তত হাত তিনেক চওড়া, গভীর কতটা বোঝা গেল না। জোয়ারের সময় সেই নালায় মা গঙ্গা প্রবেশ করেন। নালার অপর পারে বাগান-ঘেরা বাড়ি, ছোট বাড়িটার একটু কোণও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নাগালের বাইরে, তিন হাত চওড়া নালাটা পার হবার জন্যে মাত্র দু'খানা বাঁশ ফেলা আছে; পিনাকীর কাছে নালাটা অগাধ সমুদ্রতুল্য ব্যাপার।

ম্লান হেসে পিনাকী বলল—"যাক্ গে, আপনি ঘুরে আসুন, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকছি। দেখছেন তো, খোঁড়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরলে কি রকম বিপদ ঘটতে পারে।"

আরও ক্ষেপে উঠল চণ্ডী। বললে—"আমি কি জানতাম এখানে আজকাল শুধু দু'টো বাঁশ ফেলা থাকে। দস্তুরমত একটা পোল ছিল, একটা আস্ত টিন পাতা ছিল এখানে। হঠাৎ সেগুলো উধাও হোল কেন ?"

নালার ওপার থেকে জবাব এল—"টিনখানা লোকে তুলে নিয়ে গেছে চণ্ডী, নিচের মাচাটাও নিয়ে গেছে। আর একটু এগিয়ে যাও। বাঁকটা ঘুরলেই দেখতে পাবে সিমেণ্ট বাঁধানো সাঁকো। সাঁকোটা ঐখানেই করতে হোল, এখানে সুবিধে হোল না।"

—"আসছি মাসীমা"—চেঁচিয়ে জবাব দিলে চণ্ডী। ফিসফিস করে পিনাকীকে বললে—"উনিই হোলেন প্রিন্সিপ্যাল, আসুন তাড়াতাড়ি।"

এই সেই মানুষ, যিনি বিনাশ এবং ধ্বংস ছাড়া অন্য জাতের প্রতিবিধান নিয়ে মাথা ঘামান না। এই সেই মানুষ যিনি

প্রিন্সিপ্যাল হোয়েও মশাই বা সাহেব নন, অর্থাৎ প্রিন্সিপ্যাল হোয়েও অপ্রিন্সিপ্যাল, আগাগোড়া একটি মেয়েমানুষ, মায়ের জাত। নতুন রকমের একটা ভাব মনের মধ্যে ভেসে উঠল পিনাকীর। নারী জাতটা তার কাছে দু'ভাগে ভাগ করা রয়েছে চিরকাল। এক ভাগ মহিলা, আর এক ভাগ মহিলা নয়, স্রেফ মেয়েমানুষ। সাদা কথায়—মাগী, যদিও ঐ সাদা কথাটা কিছুতেই যত্রতত্র বলা যায় না। কিন্তু মহিলা আর মেয়েমানুষ বাদে আর এক জাতের নারী আছেন, যাঁর বা যাঁদের পানে তাকালে নিজে থেকে মন বুদ্ধি জুড়িয়ে শীতল হয়। মনে হয়, ইনি পরম আপন জন, এঁর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতে হবে না, হিংস্র দুনিয়ায় খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য জাতেরও সম্বন্ধ আছে। সেটা কি সম্বন্ধ? পিনাকী মাথা হেঁট করে বসে ভাবতে লাগল, ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে যাবার মত অবস্থা হোল তার। ব্যাপারটা ধরি-ধরি ছুঁই-ছুঁই করেও ঠিক ধরতে পারল না।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন কানে গেল—"তোমার মা আছেন বাবা?"

মুখ তুলে দেখল, প্রিন্সিপ্যাল তার পানে তাকিয়ে আছেন।

মা! আরও বিভ্রান্ত হোয়ে পড়ল পিনাকী। মা নিশ্চয়ই একজন ছিলেন তার, গাছ থেকে নিশ্চয়ই সে পড়ে নি বা মাটি ফুঁড়েও ওঠে নি। কিন্তু মা সম্বন্ধে তো সে কখনও মাথা ঘামায় নি।

তাড়া লাগাল চণ্ডী—"বলুন না, আপনার মা আছেন কি না?"

হদ্দ বোকার মত পিনাকী শুধু মাথা নাড়ল, মুখ দিয়ে একটুও আওয়াজ বেরোল না।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন—"মা নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।"

"কি করে?" চণ্ডী জানতে চাইলে।

"সে কি তুমি বুঝতে পারবে চণ্ডী, সে বয়েস এখনও তোমার হয়নি"—বলে অল্প একটু হাসলেন প্রিন্সিপ্যাল। তারপর মিনিট-খানেক প্রায় নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইলেন পিনাকীর দিকে। শেষে চণ্ডীর দিকে ফিরে বলতে লাগলেন—"যে ছেলে মায়ের

কোলে বড় হোয়েছে বা মায়ের মত কারও আদর-যত্ন পেয়েছে, সে কখনও এতটা সাবধানী হোতে পারে না। সর্বদা হুঁশিয়ার, একটা অদৃশ্য খোলসের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে যেন নিজেকে। বিশ্বসংসারে এ কাউকে বিশ্বাস করে না, কখনও কেউ এর আপন-জন হোতে পারবে না।"

"ঠিক আমার দাদুর মত বলতে শুরু করলেন। আপনিও জ্যোতিষ শিখছেন বুঝি?" চণ্ডী ফোড়ন না দিয়ে পারলে না। গায়েও মাখলেন না প্রিন্সিপ্যাল, নিজের মনে বলে চললেন—"এই জাতের সব সন্তানই এখন প্রয়োজন। এরা কাঁপবে না, থতমত খাবে না, ভবিষ্যৎটা কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এদের ভাল করবার গরজ নেই, মন্দ করবারও গরজ নেই। এরা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। কাজ করবার জন্যে এরা জন্মেছে, কাজ শেষ হোলে—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি—এই খোলসটা বদলে আর এক খোলসের মধ্যে আশ্রয় নেবে। ঠিক এই জাতের মানুষ এখন দরকার। সাংখ্য পড়ে ভাষ্য বুঝে এদের জানতে হয় নি যে—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। সহজ কথায় বলা যায়, বেঁচে যে আছে তাই যেন এরা জানে না। এদের দেখলেই চেনা যায়, এদের চেনবার জন্যে জ্যোতিষ শিখতে হয় না।"

"যাক বাবা, বাঁচা গেল—" বলে সশব্দে একটি শ্বাস ফেলল চণ্ডী।

প্রিন্সিপ্যাল ওর পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তার মানে?"

"মানে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে ঘুরছি, এটা বুঝতে পারি নি। মহাপুরুষের সেবা করছি, নিশ্চয়ই ওধারে পুণ্য সঞ্চয় হচ্ছে। এটা কি কম লাভ নাকি?" বলে চণ্ডী চক্ষু বুঁজে ফেললে।

হা হা শব্দে প্রিন্সিপ্যাল হেসে উঠলেন। চমকে উঠল পিনাকী, কারণ হাসিটাকে একেবারেই মেয়েলী হাসি বলে মনে হোল না।

হঠাৎ চোখ মেলে লাফিয়ে উঠল চণ্ডী, তৎক্ষণাৎ ফেরবার জন্যে একেবারে তৈরী। তাড়া লাগাল পিনাকীকে—"উঠুন উঠুন, চলুন তাড়াতাড়ি। আপনাকে দাদুর কাছে পৌঁছে দিয়ে এখনই আমাকে ছুটতে হবে। সন্ধ্যের পরেই তিনি ফোন করতে বলেছেন।"

"ফোন তো এখান থেকেও করতে পার চণ্ডী, ঐ তো ফোন রয়েছে"—বললেন প্রিন্সিপ্যাল।

"বটেই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম"—ছুটল চণ্ডী ফোনের কাছে। ব্যাগ থেকে কার্ডখানা বার করে ডায়েল করতে করতে বলল—"বলে দি এখনও মনস্থির করতে পারিনি। একটু পরামর্শ যে করব সে সুযোগও পেলাম না। হ্যালো—হাঁ—আমি—আমি মিস্টার মিটারকে চাই। কি বললেন! বলুন তাঁকে যে সিসটার ব্যানার্জি কথা বলবেন। কি! কি! দুর্ঘটনা! আত্মহত্যা করেছেন! মানে মিনতি মিত্র আত্মহত্যা—!" কানে ফোন চেপে কাঠ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল চণ্ডী। পেছন ফিরে রইল বলে মুখটা দেখা গেল না। প্রায় মিনিটখানেক ধরে শুনল, কি শুনল তা সেই জানে। জবাব দিল সর্বশেষে—"হাঁ, হসপিটাল থেকেই আমি ফোন করছি। না, এখন আর আমাকে পাবেন না। এখনই আমি একবার বেরুব। মিস্টার মিটারকে জানিয়ে দেবেন দয়া করে, অবশ্য যদি সম্ভব হয়, যে ঠিক সময় আমি ফোন করেছিলাম। আচ্ছা—নমস্কার।" ফোন নামিয়ে রাখল।

খুব আস্তে আস্তে ফিরল এধারে। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় যেটুকু দেখা গেল তার মুখ, তারপর আর কোন প্রশ্ন করতে এঁদের প্রবৃত্তিই হোল না।

একে একে সব ব্যাপারটাই শোনাল চণ্ডী তারপর। দাদুর কাছে পিনাকীকে জমা করে দিয়ে চলে গিয়েছিল সে কুবের স্ট্রীটে। লোকনাথ রায় সমস্ত ফিরে পেলাম লিখে রসিদ দিয়ে দিলেন। তারপর মিনতির চিঠিখানা ফেরত পাবার জন্যে তাঁর সেই

আকুলিবিকুলি আর মোটা ঘুষ দিতে চাওয়া। সর্বশেষে হাসপাতালে ফিরেই স্বয়ং পরশুরামের দর্শনলাভ। পরশুরাম তাকে কি বলেছিলেন তাও বলল। সমস্ত বলা সমাপ্ত করে বড় গোছের একটা নিঃশ্বাস ছাড়লে। তারপর চুপ। এমনভাবে বসে রইল নিস্তব্ধ হোয়ে যেন একদম ফুরিয়ে গেছে। মিনতি মিত্তিরের শোকেই বোধ হয়। পিনাকী একটি ছড়া কাটার লোভ সামলাতে পারল না। বেশ সুর করে বলতে লাগল—"মাছ মরেছে বেরাল কাঁদে শান্ত করলে বকে, ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি বহে সাপের চোখে।"

"কি হোল! কি হোল ওটা!" বলে উঠলেন প্রিন্সিপ্যাল।

পিনাকী বলল—"কিছু মনে করবেন না, এই এমনিই বলে ফেললাম। মুখে এসে গেল কি না।"

প্রিন্সিপ্যাল অতি কষ্টে হাসি চেপে বললেন—"কি বললে আর একবার বল ত। ওটা আমায় শিখে রাখতে হবে।"

পিনাকী ব্যাখ্যা শুরু করলে—"একটা মাছ বেঘোরে মারা গেছে। তা সেই জন্যে শোক করছে কে? না বেরাল। বেরাল কাঁদছে মাছটা মরেছে বলে। আর তাকে শান্ত করছে বক। এধারে একটা ব্যাঙ মরেছে। সে জন্যে শোক হোয়েছে সাপের। এমন শোকই হোয়েছে যে সাপের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। এত জল গড়াচ্ছে যে তাতে সাঁতার দেওয়াও চলে।"

আবার সেই হাসি, সেই অ-মেয়েলী হাসি, হাসির ঝাপটায় চণ্ডীর শোকের মুখোশ উড়ে গেল। হাসল না সে, তার সেই মার্কামারা তেরিয়া মূর্তি ধারণ করলে। বললে—"ভেঙ্‌চানো হচ্ছে আমাকে, বেশ। মনে করেছিলাম, কপাল এবার ফিরল বুঝি। সকালবেলা তাই বলেছিলাম, টাকার জন্যে আর না ভাবতে। রাশি রাশি টাকা দিত লোকনাথ রায় মিনতি মিত্তির বেঁচে থাকলে। পরশুরাম সেই টাকার ভাগ দিতেন আমাদের। একখানা ঠ্যাং গেছে তা হোয়েছে কি। দুখানা ঠ্যাং গেলেও ক্ষতি ছিল না।

লোকনাথ আর পরশুরামের কৃপায় পায়ের ওপর পা তুলে দিব্যি সুখে জীবনটা কেটে যেত।"

"পায়ের ওপর পা তুলে!" এটুকুই মাত্র বললে পিনাকী।

অপ্রতিভ হবার পাত্রী নয় চণ্ডী। তৎক্ষণাৎই জবাব দিলে—"ঠিকই বলেছি। মনে করলেই হোত, পা দু'খানা তোলা থাক। খেটে যখন খেতে হবে না তখন খামকা পা দু'খানাকে খাটিয়েই বা কি হবে। তা সে গুড়ে এখন বালি। চলুন, এবার ওঠা যাক।"

মুখ ফিরিয়ে তাকাল পিনাকী প্রিন্সিপ্যালের পানে। বিনীত-ভাবে বললে, "দয়া করে আমাকে একবার ফোন করতে দেবেন?"

প্রিন্সিপ্যাল বললেন—"তা আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে? কিন্তু ওটাকে তো এখানে আনা যাবে না। এতদূর পর্যন্ত তারে কুলবে না।"

"আমি যাচ্ছি।"

উঠে গেল পিনাকী ফোনের কাছে। বিড়বিড় করে উঠল চণ্ডী—"আবার ফোন করার দরকার হোল কোথায়?" পিনাকী ডায়েল করে ফোনটা কানে ধরল। তারপর এই কথাগুলো শুনলে চণ্ডী, প্রিন্সিপ্যালও শুনলেন।

"হ্যালো—এম্‌ব্লেম্‌ তুফান—কাঙালীকে চাই—কাঙালী—এম্‌ব্লেম্‌ বল—আচ্ছা—ধানী লঙ্কা পাওয়া যাবে? দুটি চাই। হাঁ—হীরু ছাতু খাবে—হাঁ হীরু সেখ—তুমিই বল—আমি এখন ঠাণ্ডার দিকে আছি—কি বললে? মাছ ভাজা আর ভাত—হবে?—কতক্ষণ লাগবে?—আচ্ছা—বহুত আচ্ছা—কাইজার কথা বলতে চায়—দাও। হ্যালো কাইজার—তুফান—সকালে ক্যাঙ্গারু পেছনে লেগে-ছিল—খোদায় মালুম কেন লাগল—হাঁ বহুকষ্টে হীরু খসিয়েছে—বলেছে তোমাকে সব?—না না, আমার তো মানা দেওয়া ছিল না—তুমি আসবে?—কেন খামকা—না না চটতে হবে না—আসতে পার—হাঁ—চারে মাছ আছে—এস সব জানতে পারবে—ছেড়ে দিচ্ছি।"

ফোন নামিয়ে রেখে ঘুরল। মাথা হেঁট করে কি যেন চিন্তা করতে করতে এগিয়ে এল। এঁরা দুজন চুপ, পাথর হোয়ে গেছেন বললেও অন্যায় বলা হয় না। নিজের চেয়ারে বসে পিনাকী মুখ তুলে তাকাল। ওঁদের মুখের অবস্থা দেখে দয়া হোল যেন তার। সেই ভয়ঙ্কর আবহাওয়াটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় আমড়াগাছি জুড়ে দিলে—"আপনার সঙ্গে কথাবার্তাই হোল না। আশা করে এসেছিলাম, আপনার কাছ থেকে ভাল ভাল কথা শুনব। আবার আসব আপনার কাছে, আপনার কাছে বসলে মন জুড়িয়ে যায়। আর ওই যে জিজ্ঞাসা করলেন আমার মায়ের কথা, এখন আমি ভাবব আমার মা কেমন ছিল। কোনও দিন ভাবি নি। আমারও যে মা ছিল একজন, এই কথাটাই এতদিন খেয়ালে আসে নি। মাঝে মাঝে আসব আপনার কাছে, আপনার কাছে বসে থাকলেই মনে হবে নিজের মায়ের কাছে বসে আছি। এবার যখন আসব—"

কথার মাঝখানে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় যাওয়া হচ্ছে এখন শুনি?"

একটু যেন চমকে উঠল পিনাকী, একটু যেন থতমত খেলে। তারপর খুবই অস্বাভাবিকভাবে বলতে শুরু করলে গল্প করার ঢঙে—"ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার মিনতি মিত্তির আত্মহত্যা করেন নি, ওঁকে খুন করা হোয়েছে। তাই—"

"কে বললে!" চণ্ডী প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—"স্বকর্ণে শুনলাম আত্মহত্যা—"

প্রিন্সিপ্যাল মুখ খুললেন এতক্ষণ পরে। ধীরে সুস্থে বললেন—"স্বকর্ণে শুনেছ বলেই যে ব্যাপারটা তাই ঘটেছে এটা মনে কোর না চণ্ডী। স্বচক্ষে তো আর তুমি তাকে আত্মহত্যা করতে দেখ নি। তোমার-চেয়ে এই সব ব্যাপার অনেক বেশি বোঝেন তোমার বন্ধুটি। উনি হয়তো ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু তুমি বাবা এর ভেতর জড়াচ্ছ কেন নিজেকে? এই ক'দিন আগে একটা অঙ্গহানি হোয়েছে, আবার—"

চণ্ডী হুঁশ হারিয়ে ফেলল, কি বলছে না বলছে খেয়াল নেই। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে হাত পা ছুঁড়ে বলতে লাগল—"জড়াবে বইকি। এক ঠ্যাং নিয়ে চলল এখন নোংরামির মধ্যে। যাক তো দেখি কি করে যাবে। কোনও কথা আমি শুনব না। জানেন, কি হোয়েছিল? সার্জন সাহেব মোটে অপারেশন্ করতেই চান নি। বললেন, প্রায় মরেই গেছে, শুধু শুধু কাটাকুটি করে লাভ কি। আমি সার্জনের পায়ে মাথা খুঁড়তে গিয়েছিলাম। তখন অপারেশন্ হোল। ছ'দিনের বেশি বেহুঁশ অবস্থায় ছিল। এক মিনিট আমি ওর পাশ থেকে নড়ি নি। বিপদ কেটে যেতে আড়ালে সরে গেলাম। অন্য নার্সরা তখন দেখাশুনা করেছে। লোকে আমাকে যা তা বলেছে, আমি কান দিই নি। এখন চলল বীরপুরুষ এক ঠ্যাং নিয়ে লড়াই করতে। যাক দেখি কি করে যাবে। আমাকে মেরে না ফেলে কি করে যায় তাই দেখতে চাই।"

দম আটকে এল শেষ দিকে, রণং দেহি মূর্তিতে পিনাকীর এক হাত সামনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

আবরণ খসে গেল একেবারে, প্রিন্সিপ্যাল স্তব্ধ হোয়ে তাকিয়ে রইলেন চণ্ডীর মুখপানে। পিনাকীর মুখ হুয়ে পড়ল বুকের ওপর। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ঘাড় সোজা করতে পারল না।

গঙ্গার বুকে একটা স্টীমার কান-ফাটানো আর্তনাদ করতে করতে চলে গেল। সেই শব্দ কানে যাওয়ার দরুনই বোধহয় হুঁশ ফিরে পেল চণ্ডী। কি বলছে না বলছে সমস্ত মনে পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। চোখের চাউনি গেল পালটে, কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখল পিনাকীকে, তারপর পিছু হেঁটে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ চেপে রইল। কোনও রকমে তখন নিজেকে লুকাতে পারলে যেন বাঁচে।

উঠে পড়লেন প্রিন্সিপ্যাল। এগিয়ে গিয়ে ওর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ওর পিঠের ওপর হাত বুলোতে লাগলেন। বলবেন কি তিনি! এ যে বিনাশও নয় ধ্বংসও নয়, এ অন্য ব্যাপার। এ ব্যাপারটা

নিয়ে একটি বাক্য উচ্চারণ করলেই সুর কেটে যাবে। চণ্ডীকে তিনি চেনেন, বেশ ভাল করেই চেনেন। চণ্ডী ঝগড়া করেছে, মারামারি করেছে, বা কাউকে কামড়ে দিয়েছে, এই ধরনের একটা সংবাদ শুনলে মোটেই তিনি বিস্মিত হোতেন না। কিন্তু এ কি ব্যাপার। স্বচক্ষে যা দেখলেন তিনি, স্বকর্ণে যা শুনলেন, তার ফলে বোবা হোয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু কি করে এটা সম্ভব হোল! প্রিন্সিপ্যাল জানেন, ওর মা দাদা দাদামশাই বহু চেষ্টা করেছেন ওর বিয়ে দেবার। এও জানেন, অতি দুঃসাহসী কেউ কেউ ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে কি ফল পেয়েছে। হাসপাতালে ও একটা বিভীষিকা, একমাত্র রুগী-রুগিনীরা ছাড়া সবাই ওকে ভয় করে। ওর ধারেকাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করা দূরে থাক, পাছে ও জানতে পারে কিছু, এই ভয়ে ডাক্তাররা নার্সরা প্রাণপণে ওকে এড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আমোদ আহ্লাদ যা করার করেন। সেই চণ্ডী, বিশ্বের প্রত্যেকটি পুরুষ যার কাছে কাঁচ খোকার সামিল, সেও সামলাতে পারলে না। সামলাতে পারলে না নিজেকে সেটাও খুব বড় কথা নয়। বড় কথা হোল, কি এমন দেখলে চণ্ডী ঐ একপেয়ে মানুষটির মধ্যে যে এভাবে একেবারে তলিয়ে গেল! প্রিন্সিপ্যাল সত্যিই বোকা বনে গেলেন। গীতা-ভাগবত-অষ্টাদশ পুরাণ, ইংরেজী-বাঙলা-সংস্কৃত বহু দামা দামী কিতাব তিনি গুলে খেয়েছেন, কিন্তু এ হেন আজগুবী কাণ্ডটার যে কি ব্যাখ্যা করা যাবে তা মোটে ভেবেই পেলেন না।

অকস্মাৎ সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ওপর ছেদ পড়ে গেল। মুখ তুলে পিনাকী বলল—"যাক, এতদিনে একটা মেয়ে শাগরেদ জুটল। দাদুকে গিয়ে বলব, সেই চামুণ্ডা নামটাই রাখুন তিনি নাতনীর, চণ্ডীটা খুবই হালকা হোয়ে যাচ্ছে। তা ভালই হোল, একখানা ঠ্যাং খুইয়ে তিনখানা ঠ্যাঙের মালিক হোয়ে পড়লাম। তাহলে এবার ওঠা যাক। তিন ঠ্যাং নিয়ে সেই বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যেতে হবে। ট্যাক্সি না পেলে বাসেই উঠতে হবে। আর দেরি করা উচিত নয়। ওরা এসে বসে থাকবে।"

মুখ তুলল চণ্ডী, তুই চক্ষুতে জল। জিজ্ঞাসা করল—"আমিও সঙ্গে যাব তো তাহলে?"

"আলবত!"

"এতক্ষণ সে কথাটা বলা হয় নি কেন শুনি?" আবার সেই আগের রূপ, চণ্ডী আবার জেগে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলের খুঁট কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলল—"শুধু শুধু ক্ষেপিয়ে দেওয়া হোল আমায়। আমি ভেবেছিলাম—"

পিনাকীও উঠে পড়ল। ক্রাচ তু'খানা দেওয়ালের গা থেকে টেনে নিয়ে বললে—"ভাববার স্বাধীনতা সকলেরই আছে। যা খুশি মনে মনে ভাবলে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু মুখ সামলে সেই ভাবনা চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করতে হয়।"

কি যেন বলতে যাচ্ছিল চণ্ডী, প্রিন্সিপ্যাল বাধা দিলেন। বললেন—"আর কথা নয়। কি জন্যে যাচ্ছ জানি না, কিন্তু তু'জনে একসঙ্গে যাচ্ছ যখন তখন আর আমার ভয় নেই। জেগে বসে থাকব আমি তোমাদের জন্যে; যত রাত্রিই হোক, এখানে ফেরা চাই। তোমরা না ফেরা পর্যন্ত আমি ঐ চেয়ার ছেড়ে উঠব না।"

হাঁটু গেড়ে বসে চণ্ডী তাঁর পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করল। পিনাকী এক হাতে ক্রাচ হুটোকে ধরে অপর হাতখানা বাড়িয়ে তাঁর চরণ তুখানি স্পর্শ করলে। চোখ বুজে স্থির হোয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাঁকো পার হোয়ে পথে উঠে পাশাপাশি তু'জনে চলতে লাগল। বিজলী বাতি জ্বলছে। একটা বাতির কাছে পৌঁছে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল পিনাকী সহযাত্রিণীর মুখখানি। তারপর আরও খানিক এগিয়ে বলল—"জানতাম না শেয়াল অমন পয়মন্ত।"

অন্যমনস্ক হোয়ে পড়েছিল চণ্ডী, ঠিক ধরতে পারল না কথাটা। জিজ্ঞাসা করল—"পয়মন্ত কি?"

"ঐ শেয়াল, ভাবছি এবার শেয়াল পুষব। শেয়াল পুষতে কেমন

খরচা পড়বে কে জানে!” খুবই গুরুতর একটা আলোচনা হচ্ছে যেন, এই ভাবে কথাটা বললে পিনাকী।

আকাশ থেকে পড়ল চণ্ডী—“শেয়াল!”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, শেয়াল”—ঢুলতে ঢুলতে চলল পিনাকী আর বলতে লাগল—“শেয়াল সাংঘাতিক পয়মন্ত। যাবার সময় একটা শেয়াল দেখেছিলাম আমরা। সেই শেয়ালটা যদি—”

“ও, এবার মনে পড়েছে। শেয়াল যদি ডাইনে থেকে বাঁয়ে যায় তো যাত্রা খুব ভাল হয়।”

“তাই তো হোল, তাই ভাবছি গোটা কতক শেয়াল পুষে তাদের শেখাব ডাইনে থেকে বাঁয়ে যেতে—”

“কিন্তু পয়মন্ত ব্যাপারটা কি ঘটল শুনি?”

“একটা ঠ্যাং হারিয়ে দু'খানা নতুন ঠ্যাং পেয়ে তিন ঠেঙে হলাম। আর কি চাই।”

“ধ্যেৎ”—বলে চণ্ডী পিনাকীর কাঁধটা খামচে ধরল। খোঁড়া কি না হঠাৎ হোঁচট খেতে পারে।

দক্ষিণেশ্বর টার্মিনাসে গাড়ি বাসে উঠল দু'জনে, ট্যাক্সি মিলল না। দরজার কাছে মহিলাদের আসন, একে খোঁড়া তারপর সঙ্গে মহিলা রয়েছেন। কণ্ডাক্টার দরজার পাশের আসনেই বসতে বললে। যথাবিধি রাস্তায় প্রচুর লোক উঠল, দরজার সামনেটা মানুষের হাড়-মাংসে নিরেট হোয়ে উঠল, অবস্থা দেখে চণ্ডী বলল—“কি করে নামা হবে তাই ভাবছি। নামতে গিয়ে না আবার একটা কেলেঙ্কারি হয়।”

পিনাকী বলল—“মোটেই হবে না। খোঁড়া আর অন্ধ মানুষকে সবাই সাহায্য করে। আর খানিকটা এগিয়ে আমরা নামব। উঠে দাঁড়ালেই সবাই পথ ছেড়ে দেবে। খোঁড়া হবার সুবিধেও আছে বিস্তর।”

ঠিক তাই হোল। একপায়ে উঠে দাঁড়াল পিনাকী, দাঁড়াবার

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার উঠল—“রোখ্‌কে একদম রোখ্‌কে।” অনেকটা সামনে টিকিট দিচ্ছিল কণ্ডাক্‌টার, মুখ নিচু করে ড্রাইভারকে কি যেন বললে সে। তারপর আবার চিৎকার—“নেমে দাঁড়ান, সামনে থেকে নেমে দাঁড়ান, দেখছেন না খোঁড়া মানুষ নামছে।”

অনেকে নেমে দাঁড়াল। সুশৃঙ্খলে অবতরণ কর্মটি সুসম্পন্ন হোল। ফুটপাথে উঠে পিনাকী বলল—“ব্যাস, এ জীবনে আর কখনও বাসে চড়ছি না। অদ্যই এই বিরাট দৃশ্যের প্রথম এবং শেষ রজনী—উঃ!”

চণ্ডী বলল—“কেন, কষ্ট তো একটুও হোল না। দু' ঠ্যাং থাকলেই বরং বিপদ ঘটত। টেনে হিঁচড়ে দেহটাকে বাস থেকে ছাড়িয়ে আনতে হোত। আজকাল আমাদেরও কেউ পথ ছেড়ে দেয় না।”

পিনাকী বলল—“অসহ্য, একেবারে অসহ্য। সব কটা মানুষ দয়া করলে, অত দয়া সহ্য করার শক্তি পুরুষ মানুষের নেই। সব ক' জোড়া চোখ তাকিয়ে দেখলে খোঁড়াটাকে। পুরুষ মানুষ কখনও ঐ কাণ্ড সহ্য করতে পারে! মেয়েদের ভগবান সৃষ্টি করেছেন কয়েকটা—ঐ যাকে বলে-ইস্পিশাল শক্তি দিয়ে। তার মধ্যে একটা হোল মানুষের চাউনি আকর্ষণ করে আনন্দ পাওয়া। লক্ষ লক্ষ জোড়া চোখ যে মেয়ের পানে নজর না দিয়ে পারে না, সেই মেয়ে সবচেয়ে সুখী। গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। এক-চোখো ঈশ্বর পুরুষকে ঐ শক্তি দেয় নি।”

অত্যন্ত নিরীহভাবে চণ্ডী বলল—“একটা টুল কিংবা খালি প্যাকিং বাক্স গোছের কিছু পেলে বেশ হোত।”

“ও সব কি হবে এখানে?” বেশ আশ্চর্য হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে পিনাকী।

“বক্তৃতাটা জমত ভাল, একটু উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়ালে আরও পাঁচটা লোক শুনত।”

“অ”—শব্দটি উচ্চারণ করে তৎক্ষণাৎ চলতে শুরু করলে

পিনাকী। এমন ভাবে চলতে লাগল যে চণ্ডীর পক্ষে তাল রাখা দায়। অনেকটা গিয়ে পিনাকী থামল, চণ্ডী কাছাকাছি পৌঁছতে বলল—"এই সেই মাছ-ভাজা আর ভাতের দোকান, কিন্তু এখানে তো—"

"আমার ঢোকা উচিত হবে না"—সায় দিল চণ্ডী। তারপর ও পাশের ফুটপাথে তাকিয়ে বলল—"আমি না হয় ঐ ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়াই, এখানকার কাজ সারতে কি খুব বেশি সময় নেবে?"

পিনাকী যেন কি বললে বিড়বিড় করে, চণ্ডী ভাল করে শুনতে পেল না। মানে শোনবার ফুরসত হোল না। ঠিক ওদের পেছন থেকে কে বললে—"বন্দেগী খোদাবন্দ, বান্দা হাজির। কিন্তু একি!"

ক্রাচসুদ্ধ ফিরল পিনাকী, বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ওর পানে। তারপর চেষ্টা করে খুবই স্বাভাবিকভাবে বলল—"কাইজার, আমি খোঁড়া হোয়ে গেছি ভাই।"

সেই মাছ-ভাজা আর ভাতের দোকান নয়, ভাল পাড়ায় ভাল বাড়িতে দোতলার একখানি ছোট ঘরে ওদের দুজনকে নিয়ে তুললে কাইজার। হীরু ওরফে শোভান তৈরি ছিল গাড়ি নিয়ে, তাই ঐ জুতসই স্থান-টিতে পৌঁছতে বিশেষ বিলম্ব হোল না বাড়িটার গেটের মধ্যে মোটরগাড়ি রঙ করার কারখানা, ভেতরে প্রেস। সন্ধ্যার আগেই বোধ হয় প্রেস বন্ধ হোয়ে গেছে। লোকজন বিশেষ নেই। যারা আছে তারা কাজে ব্যস্ত, মাথা তুলে ওদের পানে তাকালও না। বিস্তর কাগজপত্র চারিদিকে ডাঁই হোয়ে রয়েছে, তার ভেতর দিয়ে ক্রাচসুদ্ধ চলাই মুশকিল। কোনও রকমে হলটা পেরিয়ে ওরা সিঁড়ির কাছে পৌঁছল। সিঁড়ি দেখে চণ্ডার চক্ষুস্থির, ঐ সিঁড়ি দিয়ে খোঁড়া মানুষ উঠবে কেমন করে!

আধ মিনিটও ভাবতে হোল না। টপ করে তুলে নিলে কাইজার পিনাকীকে দুহাতের ওপর, ক্রাচ দুখানা চণ্ডী নিলে। দুহাতের চেয়ে

কম চওড়া কাঠের মই, পা দেবার জায়গাগুলো বড়জোর ইঞ্চি তিনেক করে চওড়া হবে। মইটা প্রায় খাড়া হোয়ে রয়েছে। টপাটপ উঠে গেল কাইজার সেই মই বেয়ে দু'হাতে পিনাকীকে নিয়ে। তারপর এক একটা ধাপ এক হাত দিয়ে ধরে চণ্ডী উঠল। তাও কি সোজা, আর এক হাতে ক্রাচ দু'খানা রয়েছে।

ওপরের ঘরখানি অফিস, ছোট একটি টেবিল, একটি আলমারি আর খানকয়েক চেয়ার রয়েছে। একটা চেয়ারে পিনাকীকে বসিয়ে দিয়ে কাইজার বলল—"ফিনিশ, এখন নিশ্চিন্ত। আমার এই ডেরাটার ধারেকাছে কেউ নাক গলাতে সাহস করে না।"

পিনাকী জিজ্ঞাসা করল—"দু'টো ধানী লঙ্কা আনতে বলেছিলাম শোভানকে, শোভানকে ডাক, সে দু'টো আনলে কি না—"

কাইজার বলল—"শোভান আনবে কোথা থেকে। দিচ্ছি বার করে—"

পিনাকী বুঝতে পারল, কাইজার ইতস্তত: করছে চণ্ডীর জন্যে। বলল—"ওহো, তোমাদের তো পরিচয় হয় নি। এই হোল কাইজার, আগে জারমান জাতটাকে শাসন করত, তাদের বজ্জাতির গুঁতোয় অস্থির হোয়ে এখন এই শহরটাকে শাসন করছে। আর কাইজার—ইনি হচ্ছেন ঐ যে কি বলে—"

কাইজার বলল—"বুঝেছি, বসুন বৌদি বসুন। কিন্তু এত সব খবর তো আমি পাই নি। আমি জানতাম যে বোম্বাই না কোথায় যেন গেছ তুমি। শোভান যখন বললে যে তোমার পা কাটা গেছে তখন—। আচ্ছা, অ্যাক্সিডেণ্টটা হোল কোথায়?"

"এই শহরেই, এত বড় শয়তানের আড্ডা আর কোথায় আছে।"

"এখানেই! অথচ আমাদের তুমি খবর দাও নি!"

"তার কারণ বেহুঁশ হোয়ে হাসপাতালে পড়েছিলাম। হুঁশ যখন ফিরল তখন দেখলাম একটা পা গেছে। ভাবলাম, বেশ হোল, এইবার কোনও একটা ভাল জায়গায়—মানে তীর্থস্থানে গিয়ে ভিক্ষে করে খেয়ে জীবনটা কাটিয়ে দোব। খোঁড়া মানুষকে সবাই দয়া

করবে। হায় কপাল! কে জানত যে—” হঠাৎ থেমে গেল পিনাকী। আড়চোখে চণ্ডীর পানে একটিবার তাকিয়ে চক্ষু বুজে বললে—“আরও ছ'খানা ঠ্যাং গজিয়েছে ইতিমধ্যে। সাপের পাঁচ পা কখনও দেখেছ কি না জানি না, এখন আমার তিন পা দেখ।”

ব্যস্ত হোয়ে উঠল কাইজার, এতক্ষণ পরে তার খেয়াল হোল যে চণ্ডী দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বললে—“বসুন, বসুন বৌদি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে!”

পিনাকী বলল—“খাতিরটাতির ব্যাপারগুলো এখন মুলতবী থাকুক কাইজার। ধানী লঙ্কা দুটো দাও, কিছু বিচি যেন থাকে।”

“এই যে দিচ্ছি”—বলে এগিয়ে গিয়ে আলমারি খুলে দু'টি রিভলভার নিয়ে এল কাইজার। দেখে চণ্ডীর চক্ষু ছানাবড়া, না ছানাবড়া না, এই চার পয়সা দামের ছোট পান্তুয়ার মত হোয়ে গেল। কি সর্বনাশ! ওর নাম ধানী লঙ্কা!

সেই দু'টিকে পিনাকীর সামনে রেখে কাইজার বলল—“কখনও আমরা তোমার কোনও হুকুম অমান্য করি না, কিন্তু—”

হাত বাড়িয়ে পিনাকী কাইজারের একখানা হাত ধরে ফেলে বললে—“কিন্তু কি? যা মনে আসছে বল।”

কাইজার মাথা নুইয়ে বলল—“মানে, আর কেন। এই সব বে-আইনী জিনিস এখন—”

“আমার পক্ষে না ছোঁয়াই উচিত।” কথাটা শেষ করে দিয়ে পিনাকী সিগারেট বার করলে।

কাইজার চণ্ডীর পানে তাকিয়ে বললে—“ওঁর কথাটাও বিবেচনা করা দরকার।”

পিনাকী বলল—“সেইজন্যেই তো ও দু'টো নিয়ে যাচ্ছি।”

“তার মানে!” কয়েক মুহূর্ত চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল কাইজার পিনাকীর মুখপানে। তারপর একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে বলল—“সংসার করতে গেলে ওই জিনিস দরকার হয় জানতাম না।”

“আমিও কি ছাই জানতাম”—নির্বিকার পিনাকী টেবিলের ওপর

ঠ্যাংখানা তুলে দিয়ে পরম আরামে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল—
"জানব কেমন করে বল, এর আগে তো আর সংসার করি নি।"

কথা না বলে আর থাকতে পারল না চণ্ডী। যতদূর সম্ভব রাগটা চেপে বলল—"কি হবে ওই দু'টো দিয়ে? উনুনে আগুন দেবার কাজে লাগবে বুঝি?"

"ঠিক বলেছ।" ঠ্যাং নামিয়ে পিনাকী সোজা হোয়ে বসল। টেবিলের ওপর নুয়ে পড়ে কাইজারের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল —"উনুন ধরিয়ে যিনি ভাত রেঁধে দেবেন তাঁকে রক্ষা করতে হোলে ও দু'টো চাই। কাজেই উনুন ধরাবার গরজেই ঐ জিনিস কাছে রাখতে হবে।"

"কে আসছে তাকে ছিনিয়ে নিতে, যত আদিখ্যেতা"—কথাটা বলে এক ঝাপটায় চণ্ডী মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সিগারেটের শেষটুকু আছড়ে ফেলে দিয়ে পিনাকী বলল—"তাহলে ভাই কাইজার, এখন একটা গল্প বলি শোন। গল্পটা শুনলে তোমারও মাথা ঠাণ্ডা হবে। বুঝতে পারবে যে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।"

গল্প শুরু হোল।

"কিছু টাকা পাওনা হোয়েছিল আমার এই নরুকে-শহরের এক নামজাদা সরাইখানার মালিকের কাছে। মান্যগণ্য মানুষরা সেই সরাইখানায় নিরিবিলিতে রাত কাটান। তাঁদের মানসম্মান রক্ষা করার দায় সরাইখানাওয়ালার। কয়েকটা লোকের ওপর নজর রাখবার জন্যে সে আমায় লাগিয়েছিল। লোকটি আমার মুরুব্বী, মাঝে মধ্যে তার কাছে হাত পাতলে ফেরায় না। আমাদের বন্ধু ক্যাঙ্গারু তালে ছিল আমার মুরুব্বীকে ফাঁদে ফেলার। ক্যাঙ্গারুকে ট্যারা করে দিলাম। সন্তুষ্ট হোয়ে মুরুব্বী আমায় বকশিশ্ করলেন। একটা মনিব্যাগ হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তার মধ্যে যা আছে সমস্ত আমার, মায় মনিব্যাগটা পর্যন্ত আমার, ওটাকে আর ফেরত দিতে হবে না। মনিব্যাগটা পকেটে ফেলে বাসে উঠতে গেলাম। হাত স্লিপ করল। তারপর হাসপাতাল এবং তারপর যেখানে

যাওয়া উচিত ছিল সেখানে পৌঁছতে পারলাম না। একজন বাদ সাধলেন। সার্জেন সাহেবের শ্রীচরণে মাথা খুঁড়ে পাখানা অপারেশন্ করালেন। সবই বেশ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হোল। কিন্তু সেই লক্ষ্মী-ছাড়া মনিব্যাগটার হাত থেকে নিস্তার পেলাম না। পিষে-যাওয়া ঠ্যাংখানায় প্যাণ্টের যে পাটা লেপটে ছিল সেটা কাঁচি দিয়ে কেটে ছাড়াবার সময় রক্ত-মাংসের ভেতর থেকে সেই মনিব্যাগটা পাওয়া যায়। কারণ সেটাকে আমি প্যাণ্টের পকেটেই ফেলেছিলাম। যিনি আমার জন্যে সার্জেনের চরণে মাথা ঠুকেছিলেন তিনিই ঠ্যাং থেকে প্যাণ্টের কাপড় ছাড়ান, তিনি সেই মনিব্যাগটা পেলেন। পেয়ে বিলকুল জট পাকিয়ে ফেললেন। মনিব্যাগটার মধ্যে ছিল সেটার আসল মালিকের নাম-ঠিকানা, আর ছিল একখানি চিঠি। সেই মালিকটিকে তাঁর প্রেয়সী যে চিঠিখানি লিখেছিলেন সেটাও ছিল ঐ মনিব্যাগের মধ্যে। ঐ চিঠিখানি করলে সর্বনাশ। যিনি আমাকে বাঁচালেন, তিনি মনে করলেন ওখানি আমারই প্রেয়সীর চিঠি। অতএব ঊর্ধ্বশ্বাসে, মানে আগুপিছু বিবেচনা না করে সেই প্রেয়সীকে চিঠি লিখে দিলেন যে অমুক ভাল আছে, কয়েকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা করে তার বুকের জ্বালা জুড়িয়ে দেবে। তারপরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সেই প্রেয়সীর স্বামীর কাছে সেই চিঠি আছে। এবং প্রেয়সীটি আজ খুন হোয়েছেন। তাঁর স্বামীটিকে আমি খুব ভাল করে চিনি। সেই শয়তান ক্যাঙ্গারুকে ইতিমধ্যেই লাগিয়েছেন আমার জীবনরক্ষাকারিণীর পেছনে। আজ সকালে শোভানের চেষ্টায় ক্যাঙ্গারুর নজর এড়াতে পেরেছি। খুব সম্ভব, এতক্ষণে সেই চিঠি পুলিসের হাতে চলে গেছে। মানে আমার জীবনরক্ষাকারিণীটিকে এখন পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। এবং যাঁর ব্যাগটি আমার প্যাণ্টের পকেটে ছিল অর্থাৎ প্রেয়সীর প্রেয়স ভদ্রলোকটি এতক্ষণে বোধ হয় পুলিসের রক্ষণাবেক্ষণে অবস্থান করছেন। খুনের ব্যাপার কি না, এমন ব্যাপারে যত লোককে জড়ানো যায় ততই মজা।"

এতদূর পর্যন্ত বলে পিনাকী থামল। কাইজারের পানে তাকিয়ে বলল, "গলা শুকিয়ে গেল যে, এইবার কিছু গিলতে দাও ভাই, আর পারি নে।"

কথাটা শুনে অদ্ভুতভাবে তাকাতে লাগল কাইজার চণ্ডীর পানে। তাই দেখে পিনাকী বলল—"না না, সমীহ করতে হবে না ওঁকে। বার কর তুমি, দু-এক ঢোক যদি আমি গিলি ওঁর সাক্ষাতে তাহলে উনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবেন না।"

কাইজার বলল—"আপনি তাহলে একটা আইসক্রীম খান বৌদি। এক বোতল ঠাণ্ডা আইসক্রীম আনাই।"

মাথা নুইয়ে বুকের সঙ্গে থুত্‌নি ঠেকিয়ে বসে রইল চণ্ডী, কাইজারের কথাটা যেন সে শুনতেই পেল না। আলমারি খুলে বোতল গেলাস বার করে পিনাকীর সামনে রেখে কাইজার ছুটল। বলতে বলতে গেল—"নিয়ে আসি সোডা আর আইসক্রীম, যাব আর আসব, দেরী হবে না।"

কাইজারের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পরে মুখে তুলে চণ্ডী জিজ্ঞাসা করল—"আমাকে কি তাহলে ধরবে পুলিসে?"

পিনাকী দেখল, তার ঠোঁট দু'খানি কাঁপছে! নুয়ে পড়ল টেবিলের ওপর, হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললে চণ্ডীর হাতখানা, খুবই শক্ত করে ধরল। ফিসফিস করে বলল—"অত সস্তা নয়। ক্যাঙ্গারু আর সেই পরশুরাম মিত্তির জানে না যে কার দিকে হাত বাড়াচ্ছে। আমার সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ানো অত সহজ নয়।"

হাতখানা ছেড়ে দিয়ে সোজা হোয়ে বসে বলল—"কিন্তু আর দেরি করা যায় না। এখন যেতে হবে দক্ষিণেশ্বরে আবার। তোমার প্রিন্সিপ্যাল ঠাকরুনের কাছে তোমাকে জমা করে দিয়ে আমি ফিরে আসব। তাড়াতাড়ি করতে হবে, সত্যিই কে খুন করলে মিনতি মিত্তিরকে সেটা তাড়াতাড়ি বার করা চাই। চিরকাল তো তোমায় লুকিয়ে রাখতে পারব না।"

"আর আমি সঙ্গে থাকতে পাব না!" আকুল হোয়ে উঠল চণ্ডী।

সেই ছোট্ট জবাবটি, সেই সংক্ষিপ্ততম জবাবটি বেরল শুধু পিনাকীর মুখ থেকে—"ছিঃ।"

শোভান গাড়ি চালাচ্ছে, শোভানের পাশে বসেছে কাইজার। কাইজার জোর করে সঙ্গে এল। বললে—"দাসুদা, তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি না, আমি বৌদির সঙ্গে যাচ্ছি। বৌদি যদি বলেন আমাকে সঙ্গে যেতে হবে না, তাহলে আমি যাব না। বলুন বৌদি, কি হুকুম বলুন।"

পিনাকী বলল—"আহা—একেবারে দেবর লক্ষ্মণ। থাক, সঙ্গেই চল। কিন্তু ভাই, ব্যাপারটা খুবই নোংরা হোয়ে দাঁড়াবে বলে আমার মনে হচ্ছে। তাই তোমাদের কাউকে এর মধ্যে টানব না ভেবেছিলাম।"

কাইজার জবাব দিল—"কে চাচ্ছে তোমার ঐ নোংরামির মধ্যে মাথা গলাতে। আমার নিজের গরজ আছে, ক্যাঙ্গারুর সঙ্গে একটা মোকাবিলা হওয়া চাই আমার। অন্য একটা হিসেব আছে। তার সঙ্গে আমি হিসেবটা মিটিয়ে ফেলতে চাই।"

"হ্যাঁ, তা ফেলা উচিত।" পিনাকী টেনে টেনে বলতে লাগল—"আমার কাজ হোল সেই ক্যাঙ্গারুকে খুঁজে বার করা। বন্ধুলোক আমার, বহুদিন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া কি?" বলে উঠল চণ্ডী।

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হোয়ে থেকে পিনাকী জিজ্ঞাসা করল—"আচ্ছা, মনে করে দেখ তো, আমার দেহটাকে তুমি যখন প্রথম দেখ তখন আমার ডান হাতের আঙুলে কি কিছু দেখেছিলে?"

"দেখেছিলাম বৈকি"—চণ্ডী জবাব দিল, "নিশ্চয়ই দেখেছিলাম। হাতের তিনটে আঙুলের পেছন ফালা ফালা কাটা। আমিই ব্যাণ্ডেজ করেছিলাম। এখনও হয়তো দাগ আছে।"

পিনাকী বলল—"তা আছে। ঐ দাগগুলোই আমাকে মনে করিয়ে দেয় সব। দরজার ঠিক পাশে যে জানলাটা থাকে সেইটে

ধরে এক পা মাত্র পাদানির কোণে ঠেকিয়ে ঝুলেছিলাম আমি। আমার মুঠোর ওপর চাকু চালানো হোয়েছিল, তাই মুঠোটা আলগা হোয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে দেখেছিলাম আমি তার মুখের পাশটা জানলার ভেতর দিয়ে। তারপর পড়ে গেলাম, আর পেছনের চাকার তলায় একখানা পা চলে গেল। সেই মুখ আমি—"

সামনে থেকে কাইজার বলল—"আমি ঠিক চিনে বার করব। সে মুখ শয়তানের, শয়তানটা আমাকে হরদম এড়িয়ে যাচ্ছে। ঐ কাজ একমাত্র একটা শয়তানেই পারে। তাকে এখন ধরতে পারলে হয়। নিমকহারাম আমাকে প্রায় ফাঁসিতে লটকে ফেলেছিল, উঃ—"

"ঐ হোল তার কাজ"—একদম উত্তাপহীন কণ্ঠে পিনাকী বলতে লাগল, "আমরা সবাই বে-আইনী জীবনযাপন করি। যতদিন দেশে বড়লোক আছে, এ বড়লোক আর এক বড়লোকের পেছনে আমাদের লেলিয়ে দেয়। বড়লোকরা আইন বাঁচিয়ে আমোদ ফুর্তি করেন। আমরা গুণ্ডা, আমরা ওঁদের হোয়ে বে-আইনী কাজগুলো করে দি। মানে আমরা হোলাম ঠিকাদার। ঠিকাদারী পেশাটা সম্মানজনক পেশা, যতক্ষণ আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে করা যায়। যে সব ঠিকাদার রাস্তাঘাট বানান, ড্যাম তৈরি করেন, আমরা তাঁদের সগোত্র। অত বড় বড় কাজ আমরা করি না, তার কারণ রাতারাতি বড়মানুষ হবার শখ নেই আমাদের। বড়মানুষ হবার ঝকমারিও তো কম নয়। এক বড়মানুষ আর এক বড়মানুষের গলায় চাকু চালাবার জন্যে চাকু শানায়। আমরাই সেই চাকু, বড়মানুষদের হাতের চাকু, তাই আমরা ভাল করে জানি বড়মানুষ হওয়া কি ঝকমারি। তাই আমরা বড়মানুষ হোতে চাই না, ওঁদের হাতের চাকু হোয়ে থাকতে চাই। তাই যখন দেখি, যে আমাদের মধ্যেও বেইমান ঢুকেছে, আমাদের মধ্যে ঐ বড়মানুষী রেওয়াজ চালু হোয়ে গেছে, আমাদের একজন আমাদেরই কারও পিঠে ছুরি মারতে চায়, তখন এই লাইনটার ওপরেও ঘেন্না ধরে যায়। আমরা গুণ্ডা,

আমরা সবচেয়ে নীচ, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ গুণ্ডা নাম শুনলেই নাক সিটকায়! সেই গুণ্ডাখাতায় নাম লেখাবার পরেও বেইমানি —ইস্! মানুষ আর কত নিচে নামতে পারে!"

কাইজার ছোট্ট একটু টিপ্পনী কাটল—"অনেক নিচে, একেবারে রসাতলে। কখন পারে জান দাসুদা, যখন মানুষ ধর্মের ধাপ্পায় পড়ে যায়। ধর্মের ধাপ্পায় পড়ে গেলে এমন কাজ নেই যা মানুষ পারে না।"

শুনছিল এতক্ষণ মুখ টিপে চণ্ডী, মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল— "ধর্মের ধাপ্পা! সে আবার কি?"

পিনাকী হাসি জুড়ে দিল, সেই খিক্‌খিক্ শব্দে হাড়-জ্বালানো হাসি।

কাইজার ধর্মের ধাপ্পাটা অল্প কথায় বুঝিয়ে দিলে—"ধর্মের ধাপ্পা মানে অনুশোচনা, অনুতাপ এই সব ব্যাপারগুলো। আমাদের বন্ধুটি এখন সেই ধাপ্পায় পড়ে গেছেন। কোন এক বড়লোকের কন্যাকে বিয়ে করবেন বলে ঠিক করেছেন। হবু শ্বশুর নাকি বলেছেন যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে গুণ্ডা ছিলে বলে। প্রায়শ্চিত্তটা আবার কেমন, না গুণ্ডাদের সর্বনাশ করা। নামকরা কয়েকটি গুণ্ডাকে জাহান্নমে পাঠাতে যদি পারেন তিনি তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করা হোল। এবং তারপর সেই কন্যাটিকে ধর্মপত্নী করে ঘরে আনবেন।"

আবার আর একটি টিপ্পনী কাটল পিনাকী—"আহা বেচারা! আমি আশীর্বাদ করছি, ধর্মপথে থাকতে থাকতেই যেন বেচারার স্বর্গলাভ হয়।"

"তার বোধ হয় বেশী বিলম্ব নেই"—কাইজার সায় দিলে। মুখ ফিরিয়ে বলল—"দোহাই বৌদি, দাসুদাকে ধর্মপথে চালাবার চেষ্টাটা দয়া করে করবেন না। দাসুদার মত দু-একটা লোক অধর্ম পথে আছে বলেই এখনও এই দুনিয়াটায় মানুষ টিকে থাকতে পারছে। নয়ত কবে সবাই লোটা-কম্বল ঘাড়ে করে তপস্যা করার জন্যে

হিমালয়ে চলে যেত! ধার্মিকদের ধর্ম—ঐ গরু মেরে জুতো দান বা জুতো মেরে গরু দান—ঐ দানের ঠেলা আমরা গুণ্ডারাই বুক পেতে সামলাই কি না—”

কাইজারের ধর্ম ব্যাখ্যা আর এগোল না, ট্যাক্সি বি. টি. রোড ছেড়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল। পিনাকী বলল—“বেশ রাত হোয়ে গেল দেখছি, এখনও কি তিনি জেগে বসে আছেন!”

চণ্ডী বলল—“নিশ্চয়ই আছেন। প্রিন্সিপ্যালের কথার নড়চড় হয় না।”

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে সারা রাতই কিছু মানুষ পড়ে থাকে। কেউ জপ করছেন, কেউ চিত হোয়ে শুয়ে আছেন খোলা আকাশের তলায়, কেউ বা নিজের দোকান পাহারা দিচ্ছেন। ভিখিরীরা তো থাকেই, সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেশা শুরু হবে। রাতে ঐখানে পড়ে না থাকলে কি চলে তাদের। ভোরে উঠে দূর থেকে আসতে হোলে যে দেরি হোয়ে যাবে।

ঘুমন্ত মানুষজনের গায়ে হোঁচট না খেয়ে সাবধানে ওরা বাগানটা পার হোয়ে গঙ্গার ধারে পৌঁছল। তারপর সেই পথ, দিনেরাতে সমান নির্জন। দিনে তবু একটা শেয়াল দেখা গিয়েছিল, রাতে তাও মিলল না। বাঁধানো সাঁকোটা পার হবার সময় চণ্ডী জিজ্ঞাসা করল—“এখুনি কি ফিরবে নাকি তুমি?”

পিনাকী বলল—“উঁহু, সেই নিশা অবসানে। ঘণ্টা চার পাঁচ থাকব তোমার আশ্রয়ে। আজ হচ্ছে, ঐ যে কি বলে যেন—হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে—মধু-যামিনী। একটা কবিতা বলতে পারলে বেশ হোত। ইস্, কেন যে একটা কবিতা মুখস্থ করে রাখি নি!”

চণ্ডী যেন শুনলেই না কিছু। তার তাড়াতাড়ি আছে, অনেক কথা জানতে হবে। জিজ্ঞাসা করল—“আমি কি তাহলে এখানেই থাকব? হাসপাতালে যাব না?”

“না।” সংক্ষিপ্ত জবাব দিল পিনাকী।

"কিন্তু খবর পাব কেমন করে ?" প্রাণপণ চেষ্টায় চণ্ডী গলাটাকে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করলে।

পিনাকী ঘুরে দাঁড়াল সাঁকোটা পার হোয়ে। একটু চিন্তা করে বলল—"একটা সময় ঠিক করতে হবে। ধর, কাল ঠিক এই সময় পর্যন্ত। এর মধ্যেই আমি ফিরে আসব। ফোনও করতে পারি। ওঁর ফোন নম্বরটা জেনে যেতে হবে। আচ্ছা, আগে একটা এম্‌ব্লেম্ ঠিক হোক। বল, কি এম্‌ব্লেম্ তোমার পছন্দ।"

"এম্‌ব্লেম্ !" কথাটা চণ্ডী ঠিক বুঝতে পারলে না।

পিনাকী বুঝিয়ে দিল—"ঐ যাকে বলে নিদর্শন। মানে যতক্ষণ না সেই কথাটা বলছ তুমি ফোনে ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করব না যে তুমি কথা বলছ। আমি যতক্ষণ না আমার এম্‌ব্লেম্ বলছি, ততক্ষণ তুমিও বিশ্বাস করবে না যে আমি কথা বলছি। এখন সাবধান হওয়া চাই। কারণ এখন তুমি শহরের সবচেয়ে নামজাদা গুণ্ডার পরিবার, একটি আদর্শ গুণ্ডানী। বল কি এম্‌ব্লেম্ চাও ?"

"তুমিই ঠিক করে দাও না।"

"আমি ঠিক করে দোব ! আচ্ছা, মনে করে রাখ—প্রতিধ্বনি। বলবে—আমি প্রতিধ্বনি কথা বলছি। সাবধান, অন্য কেউ যেন এম্‌ব্লেম্‌টি জানতে না পারে। এখন তুমি একটা ঠিক করে দাও, আমার এম্‌ব্লেম্ কি হবে তুমি বলে দাও।"

একটুও চিন্তা না করে চণ্ডী বলল—"প্রতিশ্রুতি। তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ কাল ঠিক এই সময়ের মধ্যে ফিরে আসবে বা ফোন্ করবে।"

পিনাকী আবার কি যেন বলতে গেল, বলা হোল না। মস্ত বড় মাধবী ঝোপটার পেছন থেকে প্রিন্সিপ্যাল ডাক দিলেন—"ফিরলে তোমরা। এস এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন। আমি ঠিক জেগে বসে আছি।"

"যাই মা !" সাড়া দিয়ে পিনাকী ক্রাচ চালালে।

সেই রাত্রে পিনাকী জানতে পারল, মানুষ কত অসহায়, মানুষের দুঃখের বোঝা কতরকমভাবে বাড়ে। সমাজে যারা বাস করে, যারা সমাজবিরোধী নয়, তারা কি সুখে বেঁচে আছে, তা পিনাকী মর্মে মর্মে বুঝতে পারল। প্রিন্সিপ্যাল ওদের দুধ-মুড়ি-বাতাসা খেতে দিলেন। খাবার প্রয়োজন ছিল না, দুপুরের খাবারগুলো তখনও পেটের মধ্যে জানান দিচ্ছিল, তবু ওরা খেল, অতি সামান্যই খেল। তারপর গঙ্গার দিকের দালানে মাদুর পেতে ওদের নিয়ে বসলেন প্রিন্সিপ্যাল। তখন সেই কাহিনী শুরু হোল। সর্বপ্রথম যা জানতে পারল পিনাকী তা হচ্ছে—প্রিন্সিপ্যাল কোনও কলেজে কখনও প্রিন্সিপ্যালগিরি করেন নি। কথাটা হোল প্রিন্সিপ্‌ল্, ওঁর প্রিন্সিপ্‌ল্ ঠিক আছে তাই উনি প্রিন্সিপ্যাল্। প্রিন্সিপ্যাল নামটা দিয়েছে ওঁকে ওঁর ভক্তরা, চণ্ডীর মত কয়েকটি ছেলেমেয়ে। তারা ওঁর কাছে আসে, ওঁর মতের সঙ্গে তাদের মত মেলে। তারা পথ খুঁজছে। যে পথে চললে এই প্রিন্সিপ্‌ল্‌বিহীন সমাজ ব্যবস্থাটাকে পুড়িয়ে ভস্ম করা যায়। প্রিন্সিপ্যালের প্রিন্সিপ্‌ল্ হচ্ছে ঐ ভস্ম। সেই ভস্ম থেকে জন্মগ্রহণ করবে মুক্তি। সেটা কি জাতের মুক্তি, তাই প্রিন্সিপ্যাল বলতে লাগলেন।

সর্বাগ্রে তিনি অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলে নিলেন একটি কথা। বললেন—"আগে বলব একটা কাহিনী। আমার কাহিনী। কাঁদুনি গাইছি বলে মনে হবে, হওয়াই উচিত, কিন্তু সত্যি আমি কাঁদুনি গাইছি না। কি থেকে কেমন করে এই অবস্থায় এসে পৌঁছলাম আমি সেটা আগে বুঝিয়ে বলতে চাই। নয়ত—"

পিনাকী তাড়াতাড়ি চাপা দিল। বলল—"বলুন মা, বলুন। সমস্ত শোনবার জন্য আমি ফিরে এলাম। আমার পরিচয় আপনি জানতে চান নি। এই মাত্র চণ্ডী জেনে এল। ওর কাছ থেকে শুনে নেবেন। আমি একটা কীটস্য কীট, আপনার বাড়িতে ঢুকে আপনার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য যে আমার হবে, এটাই আমি কখনও কল্পনা করতে পারতাম না। আমার নাম শুনলে লোকে

দরজা বন্ধ করে। আমার ছায়া মাড়ালে গঙ্গাস্নান করতে ছোটে। বাড়িয়ে বলছি না, চণ্ডী এখন সমস্ত জানে। এই যে আপনার কাছে বসে কাটিয়ে যাচ্ছি রাতটা, এটা যদি রাষ্ট্র হোয়ে পড়ে, সমাজ আর আইনের যাঁরা মালিক, তাঁরা যদি টের পান যে কে এসেছিল আপনার বাড়িতে, কার সঙ্গে গল্প করে আপনি রাতটা কাটালেন, তাহলে হয়তো এই বাড়িখানা সুদ্ধ আপনাকে পুড়িয়ে মারবে।"

"আগেই মেরেছে বাবা"—প্রিন্সিপ্যাল খেই ধরে ফেললেন। তারপর শুরু হোল সেই পোড়ার কাহিনী। একদা ওঁর স্বামী ছিল, ওঁর এক ছেলে ছিল, ওঁর সংসার ছিল। ওঁর স্বামী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আয় ছিল অল্প, ছেলেটিকে ম্যাট্রিক পাস করিয়ে তাড়াতাড়ি কাজে লাগিয়ে দিলেন ছেলের বাপ। নামকরা একটা মিলে অ্যাপ্রেন্টিস্ হোয়ে ঢুকল। ছেলের বাবা বললেন, কি হবে এম-এ বি-এ পাস করে, হয় স্কুলমাস্টার নয় কেরানী। তার চেয়ে হাতের কাজ শিখুক। যতদিনে বি-এ এম-এ পাস করে চাকরির জন্যে উমেদারি শুরু করবে, ততদিনে মিলের ফোরম্যান হোয়ে যাবে যদি মন দিয়ে কাজ করে। তাই হোল, ছেলে কাজে লেগে গেল। দেখতে দেখতে তার চেহারা ফিরে গেল। বুকের ছাতি হাতের কব্জি মুখের রঙ সবই পালটে গেল। তাকে দেখে কে তখন বলবে যে সে একটা গোবেচারা স্কুলমাস্টারের সন্তান। ছেলে দানবের মত খাটে মিলে, ওর খাটবার শক্তি দেখে বিদেশী সাহেবরাও স্তম্ভিত হোয়ে যান। সেই খাটুনির পর বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। কারও সঙ্গে মেশে না, আড্ডা দেয় না, দল পাকায় না। কারণ শক্তিতে কুলায় না। ফল হোল বিপরীত, পাড়ার লোকে বুঝল ডাঁট হোয়েছে। অতএব ডাঁট ভাঙতে হবে।

ডাঁট ভাঙবার সুযোগটা যেন মুখিয়ে ছিল। সে সময় পাড়ায় এক হুজুর এসে বাড়ি ভাড়া করে বাস করতে লাগলেন। জেলা শহর। আদালত আছে, পঞ্চাশটা সরকারী অফিস আছে, হরদম পুরনো হুজুর বদলী হচ্ছেন, নতুন হুজুর আসছেন। কে যে কখন

আসছেন, কে যে কোথায় যাচ্ছেন, তা সাধারণ মানুষ জানবে কেমন করে। তা সেই হুজুব এসে দু-দিনেই পাড়াসুদ্ধ মানুষকে বশ করে ফেললেন। দিবারাত্র তাঁর বৈঠকখানা খোলা রইল। চা-বিস্কুট পান-সিগারেট দাবা-পাশা-তাস কোনও কিছুরই অভাব নেই। বেকার ছেলেরা না চাইতে স্বর্গ হাতে পেলে। প্রায় প্রত্যেককেই তিনি কথা দিলেন যে চাকরি করে দেবেন। কারণ অমুক মন্ত্রী তাঁর দাদা আর অমুক উপমন্ত্রী তাঁর শালা। দু-একটা নিতান্ত বেয়াড়া ছেলেকে করেও দিলেন চাকরি। সে চাকরি করে দেবার জন্যে অবশ্য মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর সাহায্য লাগে না। এমনই হয়, বিশেষতঃ জেলা আদালতের হোমরা চোমরা হুজুর যদি একটু অনুরোধ করেন তা হলে তো হবেই। জলে বাস করতে গিয়ে কে আর কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে। আজ-কালকার দিনে মিল ফ্যাক্টরি খুলে কারবার করতে হোলে যেখানে মিল চলছে সেখানকার সব কটি সরকারী হুজুরকে ঠাণ্ডা রাখতে হয়।

প্রিন্সিপ্যালের ছেলের আগেই চাকরি হয়ে গিয়েছিল। এমন চাকরি করত সে যে বাড়ি ফিরে বিছানার শুয়ে ঘুমানো ছাড়া অন্য কিছু করার সামর্থ্য থাকত না। এমন সময় পাড়ায় তৈরী হোল আর-জি পার্টি। চোর ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছিল, পাড়ার ছেলেরা রাত্রে পাহারা দিতে শুরু করলে পালা করে। সবাইকে পালা করে পাহারা দিতে হবে, প্রিন্সিপ্যালের ছেলেও সবায়ের মধ্যে পড়ে গেল। দু-চারটে পালা করলেও সে, তারপর আর পারলে না। আর-জি পার্টির মাথা হোলেন সেই হুজুর, ছেলের বাপ তাঁর কাছে গিয়ে ধন্না দিলেন। হুজুর বললেন, তা কি হয়, পাঁচজনের কাজ যে। অতঃপর ওঁরা একঘরে হোয়ে পড়লেন।

এতক্ষণ পরে পিনাকী প্রশ্ন করল একটি—"কোন্ শহরে তখন ছিলেন আপনারা?"

প্রিন্সিপ্যাল একটি জেলা-শহরের নাম করলেন। সেখানে তাঁর শ্বশুরের ভিটে ছিল। সেখানকার স্কুলেই তাঁর স্বামী শিক্ষকতা করতেন। সেই ভিটে বেচে দিয়ে তিনি চলে এসেছেন।

চটে গেল পিনাকী—"ভিটে বেচে দিলেন পাড়ার লোকে একঘরে করল বলে! আজকাল কেউ ওসব পরোয়া করে? চুল ছাঁটবার সেলুন ছিল না সেই শহরে, কাপড় কাচাবার লণ্ড্রি ছিল না? একঘরে মানে তো ধোপা-নাপিত বন্ধ, আর নেমন্তন্ন বন্ধ। বিষাক্ত ঘিয়ে ভাজা লুচি খাবার জন্যে কে মরে যাচ্ছে?"

প্রিন্সিপ্যাল বললেন—"ধোপা নাপিত বা নেমন্তন্ন খাওয়া আজ-কাল বন্ধ হয় না একঘরে হোলে। যা হয় তাই শোন।"

তখন শুনল পিনাকী সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী! কিছুদিন পরেই থানার খাতায় প্রিন্সিপ্যালের ছেলের নামে অভিযোগ লেখানো শুরু হল। ওঁরা জানতেও পারলেন না যে কে কবে কি অভিযোগ লেখালে। থানার হুজুররা এসে তদন্ত করে গেলেন পাড়ার হুজুরের বৈঠকখানায় বসে, কবে এলেন কি তদন্ত করলেন, তা ওঁরা জানতে পারলেন না। হঠাৎ একদিন সেই ছেলে গ্রেফতার হোল। কারণ সে হচ্ছে পহেলা নম্বরের সমাজবিরোধী। ছেলের বাপ শয্যা নিলেন। উকিল মোক্তার লাগিয়ে প্রিন্সিপ্যাল ছেলেকে জামিনে খালাস করলেন। ছেলের বাপ আর উঠলেন না। মরবার সময় ছেলের মাথায় হাত রেখে বলে গেলেন—"যদি পারিস বাবা, প্রতিশোধ নিস।" দিনের পর দিন পড়তে লাগল। বছরে বারটা করে দিন, মাসে একটা করে। দু' বছরেও একটা দিন বিচার হোল না। মকদ্দমার দিন ছেলে আদালতে যায়, উকিল মোক্তার টাকা খায়, সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে। শুনে আসে যে, সামনের মাসে আবার দিন পড়েছে। অবশেষে ছেলে বাবার শেষ আদেশটি পালন করলে। একদিন ভোরবেলা পাড়ার মুরুব্বীমশায়ের সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলে—আর কতদিন তাকে ভুগতে হবে। চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন তিনি, যতদিন না তেল মরবে।

সেই তাঁর শেষ কথা বলা এই ধরাধামে। ঝাঁপিয়ে পড়ল ছেলে তাঁর ওপর। উলটে পড়লেন তিনি চেয়ার নিয়ে। টুঁ শব্দ করতে পেলেন না। সেইসময় সেখানে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা কেউ ছিল না। একটু পরে

তারা চা-পান-সিগারেট খাবার জন্য জুটল। কপাল আবার ভাঙল তাদের, পান-বিড়ি-সিগারেট-চা মাথায় উঠল। দেখল, মুরুব্বী পড়ে আছেন মেঝেয়, তাঁর গলা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে, নাক নেই, চোখ নেই, এক কথায় মুখখানাকে আর চেনাই যাচ্ছে না। কামড়ে কামড়ে, শুধু কামড়ে প্রিন্সিপ্যালের ছেলে সেই হুজুরকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

কাহিনীটার শেষদিকে পিনাকী হাত বাড়িয়ে ক্রাচ দু'টোকে টেনে নিয়েছিল। শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একটিমাত্র প্রশ্ন করল—"সেই ছেলে তারপর উধাও হোয়ে গেল, তাই না?"

প্রিন্সিপ্যাল মাথা নুইয়ে রইলেন। পিনাকী উঠে দাঁড়িয়েছে তখন। উত্তেজনায় সে কাঁপছে। ওকে উঠতে দেখে চণ্ডীও উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করল—"চললে নাকি?"

পিনাকী বলল—"না, আমি যাব না। দৌড়ও, শিগ্‌গির যাও। ট্যাক্সিতে কাইজার আছে। শিগ্‌গির গিয়ে ধরে আন। লক্ষ্মণ দেবর তোমার, তুমি গেলে ছুটে আসবে।"

হক্‌চকিয়ে গেছেন তখন প্রিন্সিপ্যাল, তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। পিনাকী তাঁর হাতখানা ধরে ফেলে বলল, "বসুন মা—বসুন, চণ্ডী আপনার সেই হারানো ছেলেকে এখনই এনে দিচ্ছে।"

এরোপ্লেন একখানা উড়ে চলেছে উত্তরমুখো। মা গঙ্গার ছাতের তলায় লাল-সবুজ-গোলাপী অনেকগুলো ফুটকি ফুটকি আলো ফুটে উঠল। উঠে দাঁড়াল পিনাকী। এবার যেতে হবে। ঠিক চারটে, ভোর চারটেয় প্রথম প্লেন দমদম থেকে ছাড়ে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল কাইজার,—কাইজার নয় নিখিলেশ—নিখিল। বিন্দুবাসিনী দেবীর ছেলে নিখিল, প্রিন্সিপ্যালের ছেলে কাইজার নয়। সমাজবিরোধী গুণ্ডা কাইজার,—বিন্দুবাসিনীর সন্তান সমাজবিরোধী নয়, গুণ্ডাও নয়। মা বিন্দুবাসিনীও উঠলেন। উঠল

না শুধু চণ্ডী, সদাশিবের নাতনী। ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী মাছরের একধারে শুয়ে। ঘুম এখনও ওর স্নায়ুগুলোকে জুড়িয়ে দিতে পারে। তার কারণ সমাজের বিষ এখনও ওর রক্তের সঙ্গে মিশে যায় নি। চণ্ডী কি না, সাক্ষাৎ চামুণ্ডা। চামুণ্ডা কেন সমাজকে পরোয়া করতে যাবে। চামুণ্ডা যে রক্তবীজকেও গিলে খেতে পারে।

ওঁরা মাতাপুত্র তাকিয়ে দেখলেন ঘুমন্ত চামুণ্ডাকে, তারপর দুজনে নিঃশব্দে চলে গেলেন দালান ছেড়ে। নিচু হোয়ে কানের উপর মুখ ঠেকিয়ে পিনাকী ডাকল—"প্রতিধ্বনি!"

চোখ বুজে থেকেই চণ্ডী জবাব দিল—"উঁ।"

পিনাকী বলল—"সময় হোল যে"—

"উঁহু, এখনও অনেক দেরি"—বলতে বলতে চণ্ডী উঠে বসল। দু'হাতে দু'চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল—"সেই রাত দশটা। এখনও আঠার ঘণ্টা পরে সময় হবে। এই আঠার ঘণ্টা আমি চুপ করে শুয়ে থাকব।"

পিনাকার ক্রাচ দু'খানা নড়ে উঠল।

পেছন থেকে খুবই চাপা গলায় চণ্ডী উচ্চারণ করল—"প্রতিশ্রুতি"।

ভারী আশ্চর্য ব্যাপার! পিনাকীর মনে হোল, অত চাপা আওয়াজেরও যেন প্রতিধ্বনি উঠল। প্রতিধ্বনিটা কি তার বুকের মধ্যে উঠল! কি জানি!

ক্রাচে ঝুলন্ত দেহটা দুলতে দুলতে দালান থেকে অন্তর্ধান করলে।

দক্ষিণেশ্বরের মা তখনও ঘুমিয়ে আছেন। ঠাকুরবাড়ির ফটক বন্ধ। ফটকের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে গোটাকতক লোম-ওঠা কুকুর, মানুষও রয়েছে সেইভাবে ছেঁড়া কাঁথা মুড়ি দিয়ে। ভগবতীর দরবার, মানুষে-কুকুরে ভেদাভেদ নেই।

ফিকে গেরুয়াপরা এক নারী এসে মানুষ আর কুকুরগুলোর মাঝ-

খানে হাঁটু গেড়ে বসে ফটকের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে রইলেন। একটু পেছনে হু'টি মানুষ দাঁড়িয়ে রইল। একজনের বগলে ক্রাচ, আর একজনের কাঁধে ছোট্ট একটি মেয়েদের ব্যাগ ঝুলছে। প্রণাম সেরে ফিরে এলেন মা। ওদের হু'জনের মাথার ওপর হু'হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত স্থির হোয়ে রইলেন। হাত নামিয়ে মাত্র একটি কথা বললেন—"করুণাময়ী তোমাদের রক্ষা করুন।"

ওরা হু'জন নুয়ে হাত বাড়িয়ে মায়ের চরণ স্পর্শ করল। মা দাঁড়িয়ে রইলেন, অন্ধকারে জ্বলতে লাগল একটি দীপ। একটি-বার ওরা তাকাল সেই দীপশিখার পানে। তারপর চলতে শুরু করলে। আর ভুল হবে না, ভগবতী স্বয়ং নির্দেশ দিলেন পথের, আর ভুল হবে না।

শোভান শুয়ে ছিল ট্যাক্সির মধ্যে। ইঞ্জিন গরম করতে একটু দেরি হোল। সাড়াশব্দও হোল যথেষ্ট। পিনাকী বলল—"শব্দ শুনে তেড়ে আসবে হয়তো কেউ।"

শোভান বললে—"আসবে না। হু'টো হু'টো চারটে টাকা খাইয়েছি, নয়ত এখেনে থাকতে দিত না। সরকারী উর্দির ইজ্জত আছে, নুন খেলে নুনের দাম দেয়।"

কাইজার বলল—"মাত্তর চারটে টাকা! ফুঃ, চল্লিশটা দিলেও ক্ষতি ছিল না। এক বাণ্ডিল নোট কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছি। ইচ্ছে হোলে রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতেও যেতে পারি।"

ওর কাঁধে-ঝোলানো ছোট ব্যাগটির ওপর নজর পড়ল তখন পিনাকীর। বললে—"কখন তোমায় গছিয়েছে ওটা জানতে পারলাম না তো।"

"পারবে কেমন করে।" কাইজার একটা চুমকুড়ি কাটল। ব্যাগটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলের ওপর ফেলে বলল—"হুঁশ ছিল কি তখন তোমার, কি করে দেশটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করা যায় সেই মতলব আঁটছিলে মায়ের সঙ্গে। বৌদি চুপি চুপি ব্যাগটাকে আমায় গছিয়ে দিলেন। এর ভেতর নাকি

টাকা আছে, তুমিই নাকি হুকুম করেছিলে যে টাকাটা সঙ্গে নিতে হবে।

পিনাকী মুখ টিপে রইল। গাড়ির চাকা ঘুরতে শুরু করল রেল লাইনের তলা দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি, সিধে পথটা আগা-গোড়া দেখা গেল। তখনও বাতি নেভে নি। পথটার একেবারে ও মাথায় আকাশ, আকাশ বেশ ফিকে হোয়ে উঠেছে। শোভান জিজ্ঞাসা করল—"কোথায় যাব ?"

"স্বামীজী এভিনিউ," জবাবটি দিয়ে পকেটে হাত পুরে পিনাকী সিগারেট বার করলে।

দরজা খোলা আছে। চোখ বুজে সদাশিব বসে আছেন। দেওয়ালের মহাপুরুষরা চোখ বুজতে পারেন না। ওঁরা ঠিক তাকিয়ে আছেন প্যাট্‌প্যাট্‌ করে। কাইজারকে নিয়ে পিনাকী প্রবেশ করলে। ঘরে আলো জ্বলছে না। রাস্তার আলোয় যেটুকু পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

চোখ না মেলেই সদাশিব বললেন—"আরও খানিক আগে এলে ভাল করতে। ওরা তোমাদের খুঁজছে। তোমাদের মানে শুধু চণ্ডীকে। সন্ধ্যার পর চার পাঁচবার এসেছে। ভোর হোলেই আবার আসবে। তাই বলছিলাম আরও আগে আসা উচিত ছিল।"

পিনাকী আর এগতে পারল না। আরও কিছু শোনবার আশায় সেখানেই কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। আশা পূর্ণ হোল তার, সদাশিব বলতে লাগলেন—"লোকটা কিন্তু সরকারী লোক নয়। সরকারী লোক মিথ্যে কথা বলতে জানে, কষ্ট করে তারা শেখে মিথ্যে কথা বলার কায়দা কানুনগুলো। এ লোকটা শেখে নি। তাই দরকার না পড়লেও বাজে কথা বলে। সে যাক; আবার সে আসবে, হয়তো এখুনি আসবে। তাকে কি বলতে হবে ?"

"বলবেন, চণ্ডী তো হাসপাতাল থাকে। হাসপাতাল থেকে

কোথায় গেছে তা আপনি জানবেন কেমন করে।" পিনাকী জবাব দিল। জবাবটি দিয়েই কাইজারের গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে কি যেন ইশারা করল। কাইজার পিছু হেঁটে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। পিনাকী তখন আরও খানিক এগিয়ে এল। গলা খাটো করে বলল—"কি হবে তাই জানতে এসেছি।"

সদাশিব চোখ মেললেন। অনাবিল আনন্দ তাঁর চোখেমুখে উপচে পড়েছে। বললেন—"কেন? ও দুর্বলতা তো থাকবার কথা নয় তোমার। তুমি পিনাকী, পিনাকপাণি তোমার সহায় ফলাফল চিন্তা করে কখনও কোনও কাজ করেছ!"

পিনাকী, পিনাকপাণি যার সহায়, তার গলাটা বেশ কেঁপে উঠল। কাঁপুনে গলায় উচ্চারণ করল—"কিন্তু চণ্ডী—"

প্রশান্তকণ্ঠে বৃদ্ধ জবাব দিলেন—"তোমার ছিল, তোমার আছে, তোমার থাকবে। ঐ শক্তিতে তুমি সর্বত্র জয়লাভ করবে। যাও, কাজ আরম্ভ কর। শত্রু বলি না দিলে কি চণ্ডীকে—সাক্ষাৎ চামুণ্ডাকে তুষ্ট করা যায়।"

আরও এগিয়ে বৃদ্ধের হাঁটুর ওপর মাথা ঠেকিয়ে রইল পিনাকী। তিনি একখানি হাত তুলে তার মাথার ওপর রাখলেন। বাইরে হর্ন বাজল। হর্নটা থামবার আগেই বিদ্যুদ্‌বেগে সোজা হোয়ে দাঁড়াল পিনাকী। বার চারেক ক্রাচ দু'খানা ঠেক্‌ল মেঝেয়। সদাশিব চোখ মেলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"তারা তারা তারা!" বাইরে তখন শোভানের ট্যাক্সি গর্জন করে উঠেছে।

সর্বপ্রথম কথা বলল শোভান—"আজও পেছনে লাগল।"

গাড়ি সেণ্ট্রাল এভিনিউতে পড়ল।

পিনাকী বলল—"যাক, অনেকটা কাজ এগিয়ে গেল, বন্ধুটিকে আর খুঁজে বার করতে হোল না।"

কাইজার খানিক ঝুয়ে শোভানের সামনের ছোট্ট আয়নাটার

পানে তাকাল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলল—"নজর রাখ শোভান, হঠাৎ হয়তো শয়তান কোনও রাস্তায় ঢুকে পড়বে।"

"না, সে দুশ্চিন্তা নেই—" পিনাকী সিগারেট বার করল আবার। সিগারেটটা মুখে আটকে বলল—"তুমি যে আছ গাড়িতে তা ও জানে না। আমাকে দেখেছে, যাতে খুব ভাল করে দেখতে পায় আর চিনতে পারে, সেইজন্যে গাড়িতে ঢোকার আগে ওর পানে তাকিয়ে এক গাল হেসেছি। স্পষ্ট দেখলাম, ভয়ানক বোকা বনে গেল। কিন্তু ভাগল না, গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে পিছু পিছু, চিন্তা নেই, ক্যাঙ্গারু আজ ঠিক জালে পড়বে।"

"হ্যাঁ, আজ ক্যাঙ্গারুর মাংস রোস্ট করে খাব আমি, অনেক-দিনের শখটা মিটবে—" কাইজারের দাঁত কড়মড় করে উঠল।

দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে পিনাকী বলল—"সেটা তো সীতা উদ্ধারের পরে। সীতা উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত দেবর লক্ষ্মণ কিছুই খাবে না। লোভটা সামলে নাও ভাই আপাতত, আগে দেখি ওর পেটের ভেতর কি আছে।"

ঠিক সেইসময় শোভান বলে উঠল—"মরেছে, ডান পাশে ঘোরাবার চেষ্টা করছে যেন, পেছনের গাড়িকে পাশ দিলে যে—"

পিনাকী বলল—"দাঁড়াও তুমি, দেখ কি করে।"

ছোট্ট ট্যাক্সিখানি তৎক্ষণাৎ ফুটপাথের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মুহূর্ত মধ্যে পেছনের তিনখানা গাড়ি সামনে এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শোভান চলে এল আবার রাস্তার মাঝখানে। তারপর দৌড়। তখন ফাঁকা রাস্তা, লাল-সবুজ আলোর পরোয়া করার দরকার নেই। প্রাণপণে ছুটতে লাগল দু'খানা গাড়ি, সামনের খানা ঘি রঙের প্রাইভেট কার, পেছনের খানা ট্যাক্সি। অন্য গাড়িগুলো সভয়ে পথ ছেড়ে দিল। দেখতে দেখতে চৌরঙ্গী পিছিয়ে পড়ল। তারপর মাঠ, হঠাৎ ডানদিকে ঘুরে সামনের গাড়িখানা খিদিরপুর রোডের দিকে ছুটল। কাইজার তখন দু'হাতে খামচে ধরেছে সামনের সীটের পেছনটা। যাচ্ছেতাই একটা কথা বলে উঠল সে।

চিৎকার করে উঠল পিনাকী—"ইস্।" বিশ্রী একটা শব্দ শোনা গেল সামনে থেকে। শোভান তার ডান পাখানা অ্যাক্সেলারেটারের ওপর থেকে তুলে নিলে। ট্যাক্সিখানা থামলে রাস্তার পাশে। পিনাকী হুকুম করলে—"কাইজার, তাড়াতাড়ি তুলে আন ওকে যে অবস্থায় পাও, পুলিস আসবার আগেই আমাদের ভাগতে হবে।"

ঘোড়ায়-চড়া পুলিস ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ক্যাঙ্গারুর গাড়ি চড়ে গেছে একটা আইল্যাণ্ডের ওপর। রাস্তার মাঝখানে আজকাল বেড়ায়-ঘেরা দ্বীপ বানানো হোয়েছে, দ্বীপে শৌখিন একটু বাগান। বেড়া ভেঙ্গে গাড়ির সামনের অর্ধেকটা দ্বীপে উঠে পড়েছে। পেছনের চাকা দু'টো চড়তে পারে নি, পারলে বোধ হয় দ্বীপ ভেদ করে অপর পারে গিয়ে নামত।

ছুটে আসছে ঘোড়া দু'টো। কাইজার দ্বীপে উঠে সামনের দরজা ধরে টানাটানি জুড়ে দিল। শোভান ট্যাক্সিখানা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই গাড়ির পেছনে খাড়া করলে। জানলায় মুখ দিয়ে পিনাকী চেঁচিয়ে উঠল—"পেছনের দরজা খোলা যাবে বোধ হয়।" এক হেঁচকায় পেছনের দরজা খুলে ফেললে কাইজার। মাথা ঢুকিয়ে টেনে হিঁচড়ে বার করে আনলে একটা বেহুঁশ মানুষ। ট্যাক্সির দরজাটা খুলে ফেললে পিনাকী। কাইজার তার বোঝাটাকে ভেতরে ফেলে সামনের দরজা খুলে উঠে পড়ল।

ঘোড়া দু'টো তখন প্রায় পৌঁছে গেছে অকুস্থলে। তাদের সওয়াররা কি যেন বলে চেঁচিয়ে উঠল। কাইজারও চেঁচিয়ে উঠল জানলায় মুখ দিয়ে—"হাসপাতাল"। ট্যাক্সি ছুটল। ঘোড়ায়-চড়া সঙ দু'জন ঘোড়া হাঁকিয়ে খানিকটা ছুটল পিছু পিছু। তারপর তারা ঘোড়ার রাস টেনে ধরলে। সামনের আয়নায় উঁকি মেরে কাইজার বললে—"এল না তো ওরা!"

"আসবে কি করে মাঠ ছেড়ে, মাঠ ছেড়ে যাবার হুকুম নেই।" মহাস্ফূর্তিতে পিনাকী জবাব দিলে।

ওস্তাদের সেই সরাইখানা। সরাইখানার একটি সুসজ্জিত ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে একটি লোক। ঘরে রয়েছে ওস্তাদ স্বয়ং, কাইজার আর পিনাকী। একটা এনামেলের গামলায় এক চাঁই বরফ রয়েছে বিছানার পাশে একটা ছোট্ট টুলের ওপর। লোকটার মাথার কাছে বসেছে পিনাকী, একখণ্ড বরফ নিয়ে তার কপালের ওপর ঘষছে। তিনজনেই চুপ, তিনজনেই তাকিয়ে আছে বিছানায়-শোয়া লোকটার মুখপানে। দামী শার্ট দামী প্যান্ট পরনে রয়েছে তার, দামী জুতো রয়েছে পায়ে। জুতো সুদ্ধই তাকে ফেলা হোয়েছে বিছানার ওপর। অপেক্ষা করছে ওরা, যাকে বলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা। ওর হুঁশ ফিরলে এরাও শ্বাস ফেলে বাঁচবে।

কাইজারের ধৈর্য কম, ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিল সে। মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল হাতে-বাঁধা ঘড়িটার পানে। বিড় বিড় করে বলল—"সাতটা বাজে প্রায়, এক ঘণ্টা হোতে চলল, সারাদিন ভিটকিলিমি করে পড়ে থাকবে নাকি?"

ওস্তাদ পিনাকীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্রাণ্ডি দেবে ওর মুখে? ব্রাণ্ডি খানিকটা গেলাতে পারলে—"

পিনাকী বলল—"আন, এবার জ্ঞান হচ্ছে, এইসময় একটু ব্রাণ্ডি দেওয়া যায়।"

দরজা খুলে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে ওস্তাদ ব্রাণ্ডি আনবার হুকুম দিলেন। বিছানার পাশে ফিরে এসে বললেন—"বাট্ হি ইজ্ এ ফার্স্ট ক্লাস সোয়াইন্, নিজের মাদারকেও চিট্ করতে পারে। এত ট্রাবল্ নিয়ে ওকে যে খাড়া করে তুলছ তোমরা, ও এমন লোক যে তোমাদেরই হয়তো ট্রাবলে ফেলে দেবে।"

"তা পারে"—পিনাকী সায় দিল। বরফের টুকরোটা গামলার মধ্যে ফেলে তোয়ালেয় হাত রগড়াতে রগড়াতে বলল—"কিন্তু তুমি একে চিনলে কেমন করে ওস্তাদ? এর সঙ্গে তোমার কাজ-কারবার চলে নাকি?"

"মাই গড!" ওস্তাদ আঁতকে উঠলেন। চোখ পাকিয়ে

বললেন—"মাই হোলি মাদার, সেট্যানের হাত থেকে আমাকে সেভ্ কর। ওর সঙ্গে কারবার! তুমি একে জান না বাচ্চু, আমি জানি। ছাট্ গার্ল মিনটি মিটার একবার আমায় বলেছিল ওকে খতম করে দিতে। তার হাজব্যাণ্ড ওকে লাগিয়েছিল ওয়াইফের ওপর নজর রাখবার জন্যে। ওয়াইফ কোথায় যায়, কার সঙ্গে মিট্ করে, সব এ গিয়ে রিপোর্ট করত। টোট্যালি মিজার‍্যাবল্ করে তুলেছিল এ মিনটি মিটারের লাইফটা। আমি, ইউ নো, পীস্-লাভিং ফেলা। বাট্ আমার কোনও ক্লায়েণ্ট যদি ট্রাবলে পড়ে আমার হেল্প্ চায়, তখন ওয়াট্ আই শ্যাল্ ডু?"

পিনাকী বলল—"বটেই তো, কিন্তু আমি জানতাম মিসেস্ মিটার একটু আধটু যা আমোদ আহ্লাদ করেন, তাতে তাঁর স্বামী বাধা দিতে চান না।"

"ইউ আর এ চাইল্ড বাচ্চু"—সাহেব প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে তুললেন। বিকট আওয়াজ করে রুমালে নাক ঝেড়ে বললেন—"এই বিজ্নেস্টার ভিতর কতরকমের টুইস্ট্ আছে ইউ ক্যান্ নেভার ইমাজিন্। মিটার ওয়াইফকে দিয়ে তার বাছাই-করা লোকগুলোকে ফাঁদে ফেলত। বাট্ ওয়াইফকে এই ফ্রিডম্ দেয় নি যে সেই পুওর গার্ল নিজের মর্জিমাফিক চলবে। অ্যাণ্ড ইউ নো, নোবডি ক্যান্ ট্রাস্ট এ ওয়াইফ, যদি জানতে পারে যে ওয়াইফটি করাপ্শন্ ব্যাপারটাকে পরোয়া করে না। হাজ্-ব্যাণ্ডের কন্সেণ্ট নিয়ে করাপ্শন্ করলেও করাপ্শন্ ইজ করাপ্শন্। করাপ্টেড ওয়াইফ আর কারও হাতে পড়ে বেহাত হোয়ে যেতে পারে। তাই ওয়াচ্ রাখতে হয়।"

"কিন্তু মিসেস্ মিটার নিশ্চয়ই অন্য কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেন না। আমি যতদূর জানি—" বেশ ভেবেচিন্তে থেমে থিতিয়ে কথা-গুলো বলতে শুরু করল পিনাকী। বলাটা আর সমাপ্ত হোতে পেল না। ওস্তাদ চটে গেলেন। তেড়ে উঠে বললেন—"ইউ নো বল্স্। এই লোকটার সেন্স ফিরলে ইউ আস্ক হিম্—"

"আহা, চটছ কেন ওস্তাদ"—পিনাকী বাধা দিল। সেই সময় উর্দিপরা একটি বেয়ারা একটা বাহারি থালার ওপর একটি ছোট্ট বোতল আর একটি গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। থালাটা তার হাত থেকে নিয়ে ওস্তাদ তাকে দরজা থেকেই বিদায় দিলেন। গেলাসে খানিকটা ব্রাণ্ডি ঢেলে গেলাসটা তুলে দিলেন পিনাকীর হাতে। বোতলসুদ্ধ থালাটা আয়না-লাগানো একটা টেবিলের ওপর রাখলেন। পিনাকী ঝুঁকে পড়ল বেহুঁশ লোকটির মুখের ওপর, অতি সাবধানে ঢালতে লাগল ব্রাণ্ডি তার ঠোঁটের ফাঁকে। পায়চারি বন্ধ করে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল কাইজার। তারপর হঠাৎ তেড়ে গিয়ে বোতলটা তুলে খানিকটা ঢেলে দিলে নিজের গলায়। বোতল রেখে মুখ বিকৃত করে বললে—"আরও দেরি যদি হয় ওর হুঁশ ফিরতে তাহলে আমিই হয়তো বেহুঁশ হয়ে পড়ব। তাই আগে থাকতে সাবধান হচ্ছি।"

ব্রাণ্ডি গেলানো সমাপ্ত করে পিনাকী বলল—"না, আর দেরি হবে না। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হোয়ে এসেছে। কিন্তু তুমি যদি হুঁশ হারাও তাহলে আমি যে মুশকিলে পড়ব। এই মহাপুরুষটির সাহায্য খুব বেশি প্রয়োজন। পরশুরাম নিজেই খুনটা করল কি না, সেটা বোঝা যাবে—"

ওস্তাদ কথাটা ধরে ফেললেন। বললেন—"ওয়াট্! খুন! মানে মার্ডার!"

পিনাকী বলল—"তুমি এখনও শোন নি বুঝি! মিসেস্ মিটার কাল সুইসাইড করেছেন, তুমি শোন নি ?

"ওয়াট্!" একটা প্রকাণ্ড ওয়াট্ উচ্চারণ করে সাহেব হাঁ করে রইলেন।

পিনাকী বলল—"সেইজন্যেই তো এঁকে ধরে আনলাম ওস্তাদ তোমার কাছে। তুমিও নিশ্চয়ই জানতে চাইবে যে মিসেস্ মিটার সত্যি সত্যি আত্মহত্যা করেছেন, না তাঁকে খুন করা হোল?"

সাহেব বললেন—"সার্টন্‌লি।"

"তাহলে আমাদের জানতে হবে কার কার সঙ্গে মিসেস্ মিটারের ঘনিষ্ঠতা ছিল।" পিনাকী বই পড়ার মত করে বলে চলল— "মিস্টার রায় একজন, কিন্তু তিনি কিছুতেই খুন-খারাপির ভেতর যাবেন না। আর যাঁরা আছেন, তাঁদের নাম ঠিকানাগুলো পেলে আমি চেষ্টা করে দেখতাম—"

ওস্তাদ তাঁর মস্ত বড় মাথাটা সজোরে নাড়তে নাড়তে বললেন— "নো নো, দ্যাট্ পুওর্ গার্ল সে ধরনের মানুষ ছিল না। ওন্‌লি ওয়ান্, অ্যাণ্ড দ্যাটস্ কে. গুপ্টা, এ ভেরী অনেস্ট অ্যাণ্ড নাইস্ চাইল্ড, ইয়োং চাইল্ড, মিসেস্ মিটারের অনেক ছোট সে। দ্যাট্ পুওর্ ফেলো ম্যাড হোয়ে উঠেছিল মিনটির জন্যে। হি ইজ্ সন অফ এ বিগ্— আই সে মোস্ট রেসপেক্‌ট্যাবল্ জেণ্ট্‌লম্যান্। আমি তার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। ইউ নো, ওটা আমাকে নিতেই হয়। যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের সম্বন্ধে তুমিও অনেক খোঁজখবর এনে দিয়েছ আমায়। ইফ ইউ ওয়াণ্ট, আমি তোমাকে তার অ্যাড্রেস্ দিচ্ছি। ইউ ক্যান্ মীট্ হিম্। হরিব্‌ল্ হরিব্‌ল্, এই নিউস্‌টা পেলে সে বেচারা কিরকম শক্‌ড্ হবে!"

"তাহলে তাই কর।" উঠে দাঁড়াল পিনাকী। ক্রাচ দুটো নিয়ে বলল—"এই মালটা এখন তোমার হেপাজতে থাকুক। সাবধানে রাখবে যেন সটকাতে না পারে। আমরা যে ওকে এনেছি এখানে এটা জানাবে না। এখন সেই কে. গুপ্তের ঠিকানাটা দাও, আগে সেখান থেকে ঘুরে আসি। ইতিমধ্যে সেই গুপ্তচাঁদ যদি অন্তর্ধান করেন, তাহলে সব কেঁচে যাবে।"

ওস্তাদ বললেন—"চল, ঠিকানা ফোন নম্বর সমস্ত দিয়ে দিচ্ছি।"

ঘর ছেড়ে বেরোবার আগে পিনাকী আর একবার সাবধান করতে গেল—"কিন্তু আমার ঐ মালাটা—"

ওস্তাদ বললেন—"মাই গুড্‌নেস্, তুমি কি আমার কথার ওপরেও ডিপেণ্ড কর না বাচ্চ!"

মোস্ট রেস্‌পেক্‌ট্যাবল্‌ জেন্টল্‌ম্যান্‌ মিস্টার বি. গুপ্টা হচ্ছেন বার এট্‌-ল। ছেলে কাজলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে জানতে পেরে ব্যারিস্টার সাহেব স্বয়ং দেখা করলেন। খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি-পরা আটপৌরে বাঙালী ভদ্রলোক, প্রপিতামহের বানানো ঢাউস্‌ অট্টালিকায় বিস্তর আত্মীয়স্বজন নিয়ে বাস করেন। ঝাড়-লণ্ঠন বড় বড় অয়েলপেন্টিং টাঙানো শ্বেতপাথরের মেঝেওয়ালা মস্ত বড় এক ঘরে প্রকাণ্ড একখানা টেবিলের একপাশে তিনি বসে ছিলেন। তাঁর কর্মচারী ওদের দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত জোড় করলেন। পিনাকীর বগলে ক্রাচ দেখে তাড়াতাড়ি নিজেই খানিক এগিয়ে এলেন। মস্ত বড় ঘর, ঘরের মাঝখানে টেবিল, পৌঁছলেন ওদের সঙ্গে করে টেবিলের কাছে। বলতে বলতে এলেন—"কষ্ট হোল আপনার, এমন জানলে আমি নীচে যেতাম। নীচেও বসবার ঘর রয়েছে।"

বসে পড়ে পিনাকী বলল—"না, দোতলায় উঠতে বিশেষ কষ্ট হয় নি। এখানেই ভাল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব, এটাও ভাল হোল। আমরা যা জানাতে এসেছি আপনাকে তা কেউ জানাতে পারবে না এইটুকু আমি চাই।"

"কিন্তু আপনারা তো কাজলের কাছে এসেছেন।" ব্যারিস্টার সাহেব বললেন।

"তিনি তো অসুস্থ শুনলাম, কারও সঙ্গে দেখা করবেন না বলাতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ব্যাপারটা খুবই জরুরী, আপনাকে জানানো খুবই দরকার।" বলে পিনাকী টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা তুলে নিল। প্রথম পাতাখানায় নজর বুলিয়ে পাতা ওলটালো।

ব্যারিস্টার সাহেব, সাহেব নন বাবু, বাদলবাবু। নামটা ওরা নীচেই পড়ে এসেছিল, গেটের দু'পাশে দু'টো পেতলের প্লেটে পিতা-পুত্রের নাম খোদাই করা রয়েছে, বাদল গুপ্ত বার এট্‌-ল, কাজল গুপ্ত আর্টিস্ট। আস্ত আস্ত নাম আর পেশা লেখা আছে, সেগুলো

পড়ে এসেছিল বলে সুবিধে হোল, বাবুকে সাহেব বলতে হোল না। তৃতীয় পাতাটা খুলে তলার দিকে একটা সংবাদের ওপর তাকিয়ে রইল পিনাকী। বাদলবাবু তাঁর কর্মচারীকে বললেন চা আনতে। লোকটি ঘর ছেড়ে যেতেই পিনাকী কাগজখানা বাড়িয়ে ধরে বলল—"এই খবরটা পড়ুন।"

একটিবার তাকিয়েই বাদলবাবু বললেন—"পড়েছি। খুবই দুঃখের কথা। আমার মক্কেলের স্ত্রী। ব্যাপারটা গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। লিখেছে, বেশী পরিমাণে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলেন তিনি। আবার লিখছে, তাঁর বিছানার ওপর একটা রিভল্‌বার পাওয়া গেছে।

পিনাকী বলল—"দু'টো গুলিই ঢুকেছে তাঁর বুকে, এ কথাও রয়েছে।"

বাদলবাবু ঘাড় নাড়লেন। কাগজখানার ওপর নজর রেখে বললেন—"ভাবছিলাম, একটু পরে মিত্তিরকে ফোন করব। এ সময় তাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। আসল ব্যাপারটা মিত্তির জানতেও পারে, খবরের কাগজে যা লেখা আছে তা থেকে কিছুই বোঝা যায় না।"

"বাদলবাবু"—পিনাকীর চোখ দু'টোয় যেন আলো জ্বলে উঠল। বাদলবাবুর চোখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে বলল—"বাদলবাবু, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে ঐ কাজটি এখন করবেন না। তার চেয়ে আপনার ছেলে কাজলবাবুকে একটিবার ডাকুন। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে যা করার করতে হবে, নয়ত—"

"নয়ত কি ?" বাদলবাবুর স্বরটা যেন কেঁপে গেল :

পিনাকী বলল—"নয়ত কেলেঙ্কারি হবে। আপনি আইন জানেন, পরশুরাম মিত্তির যদি জড়াতে পারে কাজলবাবুকে—'

বাদলবাবু চাপা গলায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। মুখ দিয়ে বার হোল ছোট্ট একটি কথা—"চুপ"। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, পিনাকী দেখল থর থর করে তাঁর সর্বশরীর কাঁপছে।

মিনিটখানেকের মধ্যে সামলে উঠলেন বাদল গুপ্ত। মিনমিন করে বললেন—"আমায় ক্ষমা—আমি মাপ চাইছি।"

"তাহলে চলুন এখন কাজলবাবুর সঙ্গে আমরা দেখা করি।" বলে পিনাকী উঠে দাঁড়াল। বগলে ক্রাচ লাগাতে লাগাতে বলল —"আপনি চলে আসবেন। আপনি বাপ, আপনাকে সেখানে থাকতে হবে না। কাজলবাবু যদি বিশ্বাস করতে পারেন যে আমরা তাঁর হিত চাই, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। এখনও সময় আছে। খবরের কাগজ পর্যন্ত এখনও গড়ায় নি। তাই আশা আছে এখনও। কিন্তু সব কিছু তাড়াতাড়ি শেষ করা চাই।"

বাদলবাবু পা বাড়ালেন, বললেন—"চলুন, তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি। দরজা খুলছে না সে ঘরের, আমি না ডাকলে কারও ডাকে সাড়া দিচ্ছে না।"

"এটা একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।" বলে পিনাকী একটু হাসল কাইজারের পানে তাকিয়ে। বেচারা কাইজার আকাশপাতাল কিছুই বুঝতে পারছিল না। বিকট মুখভঙ্গী করে চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। চলল পিনাকীর পিছু পিছু। মেজাজ বিগড়ে গেছে তার, কারণ ক্যাঙ্গারুর রোস্ট-খাওয়া কর্মটি তখনও সারা হয় নি। কখন যে সে সুযোগ মিলবে তারই বা ঠিক কি!

কাজল গুপ্তের ঘর। ঘরখানা তেতলার ছাতের ওপর, তাই পিনাকীকে আবার সিঁড়ি ভাঙতে হোল।

বাপের গলার আওয়াজ পেয়ে কাজল গুপ্ত দরজাটা একটু ফাঁক করল। বাপের সঙ্গে অচেনা দু'জন মানুষকে দেখে তাড়াতাড়ি মুখটা সরিয়ে নিলে। বাদলবাবু বললেন—"খোকা, দরজা ছাড়্, পাগলামি করিস্‌নে। এঁরা আমাদের ভাল চান, এঁরা কি বলেন শোন্।"

পিনাকী পেছন থেকে বলল—"আমি একটা খোঁড়া মানুষ কাজল-বাবু, দেখছেন আমার একটা পা নেই। আমি আপনার কি ক্ষতি করতে পারি। দরজা খুলুন, ভেতরে গিয়ে বসি। যদি বোঝেন যে আমরা আপনার শত্রু, দূর করে তাড়িয়ে দেবেন।"

তখন খুলল একখানা কপাট। বাদলবাবু একপাশে সরে দাঁড়িয়ে বললেন—"যান আপনারা।"

ভেতর থেকে ছেলে বলল—"তুমিও এস বাবা, একলা আমি কারও সঙ্গে কথা বলব না।"

"চলুন না, চলুন। আপনি যদি থাকেন, অনেক কাজ এগিয়ে যাবে। আইনের ব্যাপার আছে কি না।" বলে পিনাকী দরজা পার হোল। তারপর বাদলবাবু সর্বশেষে কাইজার ঘরে ঢুকল! সঙ্গে সঙ্গে কপাটখানা চেপে কপাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল কাজল গুপ্ত। মুখ ফিরিয়ে তাকাল না পর্যন্ত পিনাকী, সামনে এগোতে এগোতে বলল—"এটাই তাহলে কাজলবাবুর ছবি আঁকবার ঘর। মানে সাধনার স্থান। এখানে ঢুকতে পাওয়া ভাগ্যের কথা।"

কেউ কিছু বললে না। ঘরখানার মাঝামাঝি পৌঁছেছে তখন পিনাকী হঠাৎ একটা আকাশফাটা কথা বলে ফেললে—"কই দেখান কাজলবাবু মিনতি মিত্রের ছবি। উনি আমায় বলেছিলেন যে আশ্চর্যরকম একটা ছবি এঁকেছেন আপনি তাঁর। আগে সেই ছবিখানা দেখব, তারপর অন্য কথা হবে।"

"ছবি! সে আপনাকে বলেছে!" বলতে বলতে কাজল গুপ্ত দরজা থেকে সরে এল।

পিনাকী বলল—"নয়ত আমি জানলাম কেমন করে। আমার এই পা অপারেশনের সময় প্রায়ই যেতেন হাসপাতালে। কান্নাকাটি করতাম আমি। বলতাম, একটা পা খুইয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল ছিল। হঠাৎ একদিন বললেন তিনি, যে তিনিও শিগ্‌গির মরবেন। বললেন, তাঁকে আত্মহত্যা করতে হবেই। সেইসময় বলেছিলেন, যদি তিনি আত্মহত্যা করেন তাহলে আমি যেন আপনার কাছে খোঁজ নি। আপনি একি এমন একটা ছবি এঁকে রেখেছেন তাঁর যে মরবার পরেও তিনি চিরকাল অমর হোয়ে থাকবেন তিনি। সেই ছবিটা—"

"আমি পুড়িয়ে ফেলেছি," চিৎকার করে উঠল কাজল গুপ্ত।

তেড়ে গিয়ে পিনাকীর দুই কাঁধ দু'হাতে চেপে ধরে বলল—"কেন আপনি খানিক আগে এলেন না? দু'ঘণ্টা আগে এলে ছবিটা আপনাকে দিয়ে দিতাম। ঐ দেখুন ছাই, ঐ যে ঐ টিনটার মধ্যে রয়েছে। উঃ, কেন আপনি দেরি করে এলেন?" বলতে বলতে সত্যিকারের নাটকীয়ভাবে পিনাকীর বুকের ওপর মুখটা চেপে ধরলে।

বাদলবাবুর মুখপানে এক পলক তাকালো পিনাকী, সে মুখে তখন এতটুকু রক্তের ছোঁয়া নেই। একখানা ক্রাচ বগলে চেপে ধরে সেই হাতখানা তুলে কাজলবাবুর পিঠের ওপর রেখে প্রায় ফিসফিস করে বলতে লাগল পিনাকী "ভালই করেছেন। আমি দেখতে পেলাম না একটিবার, যাক গে। আর একখানা আঁকুন সুস্থ হোয়ে, তখন দেখব।"

মুখ তুলে কাজল গুপ্ত আবার চিৎকার করে উঠল—"কি করে?" পিনাকীর চোখের ভেতর তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আর একবার চেঁচিয়ে উঠল—"কি করে?"

পিনাকী বলল—"আপনার বুকের মধ্যে যে মূর্তি আঁকা আছে, তাই দেখে আঁকবেন। নাই বা বসে রইলেন তিনি আপনার সামনে, আপনি কি সেই মূর্তি—"

"না না না, সম্ভব নয়, কিছুতেই তা সম্ভব নয়।" পিনাকীর দু-কাঁধ ধরাই ছিল দু'হাতে, অনবরত ঝাঁকুনি দিতে লাগল পিনাকীকে কাজল গুপ্ত আর চেঁচাতে লাগল—"এই হাত দিয়ে তুলি ধরে আমি তাকে আঁকতে পারব না, এই হাতে আমি তাকে গুলি করেছি। শেষ করে দিয়েছি তাকে। তার হাসি তার কান্না সব শেষ। আর সে আমাকে জ্বালাতে পারবে না। আর সে আমাকে ফাঁদে ফেলতে পারবে না। আর একবার সে আমাকে ডায়মণ্ডহারবারে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর পোষা-গুণ্ডা দিয়ে মার খাওয়াতে পারবে না। আর সে—"

মর্মভেদী আর্তনাদ করে উঠলেন বাদল গুপ্ত—"খোকা—"

"অ্যাঁ"—অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে উঠল কাজল গুপ্ত, দুহাত

আলগা হোয়ে খসে পড়ল পিনাকীর কাঁধ থেকে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সে বাপের মুখপানে। তারপর তীরবেগে ছুটল। এক হেঁচকায় দরজার একখানা কপাট খুলে বেরিয়ে গেল ছাতে, তড়াক করে লাফিয়ে পার হোয়ে গেল কোমর সমান উঁচু ছাতের পাঁচিলটা। অব্যক্ত একটা আর্তনাদ করে উঠলেন বাদলবাবু। তারপর ছুটে গিয়ে সেই পাঁচিলটা ধরে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন।

ব্যারিস্টার বাদল গুপ্তের বাড়িতে গেট আছে, গেটে দরোয়ান আছে, দরোয়ানদের মাথায় পাগড়ি, ঠোঁটের ওপর খানদানী প্যাটার্নের মোচ আছে। তাই পাড়াতুতোরা গেট পেরোতে পেল না অতি সংক্ষেপে এবং আভিজাত্যটা ষোল আনা বজায় রেখে একখানি অ্যাম্বিউল্যান্স আর একখানি পুলিসের গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকে বাদল গুপ্তের ছেলে কাজল গুপ্তের দেহটা তুলে নিয়ে চলে গেল। তদন্ত, সে পরে হবে। বাদল গুপ্ত মানুষটি বস্তিতে বাস করেন না এবং সরকারকে বছরে যা ইন্‌কাম ট্যাক্স দেন তাতে সরকার আড়াইটে মন্ত্রী পুষতে পারেন। সুতরাং তদন্ত ক্যান্ ওয়েট্ বাট্ ব্যারিস্টার বি গুপ্ত ক্যান্ নট্। কারণ তাঁর সময়ের দাম আছে। সরকারের তরফে যখন তিনি খাড়া হন হাইকোর্টে তখন সরকারকে কত ফি দিতে হয় জান! মিনিটে বিশ এবং ঘণ্টায় বারশো। সরকারের পুলিস তদন্ত করতে গিয়ে যদি বাদল গুপ্তের অতি মূল্যবান সময় খানিকটা খরচা করে তাহলে ফি-টা কে গুনবে? আড়াইশ টাকা মাইনের ছোট দারোগা দিতে পারবে মিস্টার গুপ্তের সময়ের মূল্য!

অতএব খসখস করে একটা স্টেটমেণ্ট্ লিখে দিলেন মিস্টার গুপ্ত, কতকগুলো বাল্‌ব্ নষ্ট করে খানকতক ফটো তুললে পুলিসের ফটোগ্রাফার। তারপর সমস্ত সমস্ত শেষ হোল। এইবার ওদের বিদায়ের পালা। ব্যারিস্টার সাহেব এক ব্যক্তিকে ওদের কাছে যেতে দেন নি, একটি কথা কেউ ওদের জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। ওরা চুপচাপ বসেছিল দোতলায়, বাদল গুপ্তের লাইব্রেরীর মধ্যে।

এমন কি নিজেদের ভেতরেও ওরা কোনও কথা আলোচনা করে নি। স্রেফ বসে ছিল, বোবা হোয়ে বসে ছিল। কারণ বাদল গুপ্ত স্বয়ং ওদের সঙ্গে করে এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"যদি আপনারা মুখ না খোলেন, যদি আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা না করেন, তাহলে আমি আপনাদের হাঙ্গামায় ফেলতে চাই না।"

পিনাকী সংক্ষিপ্ততম জবাব গিয়েছিল—"দরকার কি ?"

বাদল গুপ্ত বলেছিলেন—"খাঁটি কথা। তাহলে শান্তিতে বসে থাকুন, আধ ঘণ্টার মধ্যে হাঙ্গামা চুকে যাবে, তারপর আপনারা যাবেন। আপনারা যে এখানে আছেন, তাও কেউ জানবে না।"

অতএব ওরা চুপচাপ বসে ছিল। তারপর বাদল গুপ্ত এলেন, সেই ঘরে বসে পড়লেন ওদের সামনের চেয়ারে। মিনিটখানেক চুপ করে থেকে নিজের আঙুলের নখগুলো নিরীক্ষণ করে বললেন—"আমি জানতাম না কিছুই ; এটা আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন ?"

পিনাকী বলল—"তা তো দেখতেই পেলাম।"

"অনেকগুলো ঘটনা পর পর ঘটে গেল।" বাদলবাবু বলতে লাগলেন—"কাল খোকা বাড়ি ফিরল সাংঘাতিক অবস্থায়। ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে রইল। রাত প্রায় এগারটার সময় মিত্তির ফোন করলে আমাকে। বললে, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাকে দিতে হবে, নয়ত সে কাজলকে জড়িয়ে ফেলবে। তার স্ত্রীর ঐ সুইসাইডের ব্যাপারে আমার ছেলেকে জড়িয়ে ফেলবার মত অকাট্য প্রমাণ নাকি তার হাতে আছে !"

"তাহলে ইতিমধ্যেই পরশুরাম আপনাকে—" পিনাকী কি বলতে গেল।

বাদলবাবু হাত তুলে বাধা দিলেন। বললে—"আগে আমায় বলতে দিন। আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম তখন যে একটু পরে মিত্তিরকে ফোন করে তাকে সান্ত্বনা দোব। পরশুরামের কথা যখন তুললেন আপনি, বললেন মিত্তির কাজলকে জড়িয়ে কেলেঙ্কারি করতে পারে তখন আমি নার্ভাস হোয়ে পড়লাম। মিসেস্ মিত্তিরের

সঙ্গে—উঃ—আমি ধারণাও করতে পারি না। কাজল সেই মহিলার চেয়ে অনেক ছোট বয়সে, আমি ধারণা করতেই পারি না। সেই মহিলা আপনাকে সমস্ত জানিয়েছিলেন বলেই—"

পিনাকী বলল—"তাঁর সঙ্গে কস্মিনকালে আমার দেখাই হয় নি।"

"কি বললেন!" বাদলবাবু হাঁ হোয়ে গেলেন।

"আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে"—বলে দু'হাত জোড় করলে পিনাকী।

ব্যারিস্টার গুপ্ত মাথা নুইয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মুখ তুলে বললেন—"দেরি হোয়ে যাচ্ছে আমার, কোর্টে যাব। ছেলে মরেছে বলে কাজ কামাই করব না আমি। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনার কি মনে হয় যে মিত্তির এখনও আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে? ছেলে মরেছে, সেই মরা-ছেলেটাকে সে রেহাই দেবে না? ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাকে দিতে পারি আমি, কিন্তু তারপরেও যদি সে—"

পিনাকী উঠে দাঁড়াল এক পায়ে। তাড়াতাড়ি ক্রাচ দু'খানাকে এগিয়ে দিল কাইজার। সেগুলো নিয়ে পিনাকী বলল—"বাদলবাবু, আপনি ব্যারিস্টার, আমার চেয়ে ঢের বেশি বোঝেন। আপনাকেও যদি ব্ল্যাকমেল্ করতে পারে পরশুরাম মিত্তির, তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই। আমার অনুরোধ, যা করতে চান, কাল করবেন। সেধে টাকা দিতে যাবেন না। বোধ হয় সেই লোকটা আর আপনার কাছে টাকা চাইবে না, তার কারণ এ নয় যে তার বুকে লাগবে কাজলবাবুর মৃত্যুটা। যতদূর আমি জানি, সেই লোকটার বুকে হৃদয় বিবেক এই সমস্ত আপদবালাই নেই। সে আর আপনার কাছে টাকা চাইবার ফুরসত পাবে না।"

"তার মানে!" বাদলবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ক্রাচে ভর দিয়ে পিনাকী সরে এল চেয়ারের সামনে থেকে। মুখ তুলে বলল—"তার মানে এখন সেই মিত্তিরকে আমার সঙ্গে দেনা-

পাওনা চোকাতে হবে। আজ সন্ধ্যের মধ্যে তার সঙ্গে আমি হিসেবটা চুকিয়ে ফেলতে চাই।"

"কিন্তু আপনাদের পরিচয় তো"—বলতে বলতে বাদলবাবু এগিয়ে এলেন।

পিনাকী বলল—"সেটা সন্ধ্যার পরে আপনাকে আমি ফোনে জানিয়ে দোব।"

ট্যাক্সিতে উঠে পিনাকী বলিল—"শোভান, নম্বর প্লেটটা নিয়ে গোলমাল লাগতে পারে। এতক্ষণ সেই ঘোড়ায়-চড়া পুলিস ছ'টো বোধ হয়—"

শোভান বলল—"সে নম্বর বদলে দিয়েছি কখন। পাঁচ সাতখানা নম্বর প্লেট এই গাড়িতেই আছে।"

কাইজার জিজ্ঞাসা করল—"এখন আমরা চলেছি কোথায়?"

"এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে, সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।" বেমালুম জবাব দিলে পিনাকী।

নিজের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে পিনাকীর কোলে ফেলে দিল কাইজার। দিয়ে বলল—"সিগারেট তো হোল, এখন কোথায় যাচ্ছি?"

সিগারেট ধরিয়ে পিনাকী বলল—"মাত্র ছ'টি খবর জানতে। এক নম্বর, শ্রীমান ক্যাঙ্গারু যে গাড়িখানাকে চড়িয়ে রেখে এল আইল্যাণ্ডের ওপর, সেখানি কার সম্পত্তি। ক্যাঙ্গারু নিজে গাড়ি কিনেছে এটা বোধ হয় তুমিও বিশ্বাস কর না। দ্বিতীয় নম্বরের খবরটি হোল, ডায়মণ্ডহারবারে কাজল গুপ্তকে ঠেঙাবার জন্যে কাদের নিযুক্ত করেছিলেন মিত্তির মশাই। বন্ধুবর ক্যাঙ্গারু নিশ্চয়ই এই ছ'টি খবর দিয়ে আমাদের উপকার করতে পারবেন।"

"ওই সামান্য ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পার।" কাইজার চাঙ্গা হোয়ে উঠল। কোমরের বেল্টটা টাইট্ করতে করতে বলল—"একটু-আধটু কাজ আমাকেও করতে দাও। শুধু শুধু সঙ্গে

ঘুরে বেড়াচ্ছি, এ পর্যন্ত কোনও কাজেই হাত লাগাতে পারলাম না।"

পিনাকী বলল—"হাত লাগায় বড় বাজারের মুটেরা। হাতের জোরে তারা বড় বড় কাপড়ের গাঁট হিঁয়াসে হুঁয়া পাচার করে। আমরা কি মুটে-মজুর যে হাত লাগাতে যাব। তোমার অভ্যাস সব কাজে হাত লাগানো। ছোটবেলায় সেই সরকারী হুজুরটির গায়ে যদি হাত না লাগাতে তাহলে খুনের দায়ে আজ এভাবে লুকিয়ে থাকতে হোত না। একটা লোককে তুমি কামড়ে খেয়ে ফেলেছ, এ গল্পটা আমাকে বলেছিলে অনেকদিন আগে। চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম তোমাকে সঙ্গে নিয়ে, বাঘকে মাংস খাওয়ানো হচ্ছিল। তাই দেখে তুমি বলেছিলে যে বাঘের মত তুমিও কামড়ে মাংস খাও। সেই গল্পটা মনে ছিল। কাল রাতে মা যখন শোনালেন যে তাঁর ছেলে মানুষ কামড়ে মেরেছে, মেরে ফেরার হোয়ে গেছে, তখন তোমাকে ধরে আনবার জন্যে পাঠালাম চণ্ডীকে। হাত পা দাঁত কোনও জিনিস ব্যবহার করতে নেই। ফ্যাসাদে পড়ে লাভ কি। কারও অঙ্গ কিছুতেই স্পর্শ করবে না কখনও, কোন্ বেইমান যে কখন পটল তুলে শত্রুতা করে ছাড়বে তা কি বলা যায়। এই জন্যে আমার গুরুজী বলে গেছেন—দেখো, খবরদার হাত ব্যবহার করবি না। চোখ কান বুদ্ধি যদি থাকে তোর, ঠিক করে খেতে পারবি। গুরুবাক্য কিছুতেই আমি লঙ্ঘন করি না।"

"কিন্তু দাসুদা"—কাইজার তার দাসুদার একখানা হাত দু'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বলল—"কিন্তু দাসুদা, সবাই বলে যে এই হাতে তুমি বহু লোককে ওপারে পাঠিয়েছ। তোমার নাম শুনলেই সবাই ভয়ে কাঁপে, তোমার ঐ ধানী লঙ্কার নিশানা নাকি অব্যর্থ। খ্যাঁদা সেখ বলে, একবার ছোরা ছুঁড়ে মেরে তুমি নাকি এক ঘুঘুকে—"

খিক্ খিক্ করে হাসতে লাগল পিনাকী, যা শুনলে চণ্ডী জ্বলে উঠত। কাইজার জ্বলে উঠল না, ওর হাতে চাপ দিয়ে বলল—"এ পর্যন্ত কটাকে তুমি সাবাড় করেছ দাসুদা? সত্যি, বল না।"

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে পিনাকী বলল—"অনেক, অনেক, অত কি আর হিসেব আছে রে ভাই। পাড়াগাঁয়ে জন্মেছি, পাড়াগাঁয়ে মানুষ হোয়েছি। লেখাপড়াটা শিখতে পারলাম না তো ঐ দোষটা থাকার জন্যে। মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে, লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে। দিনরাত ছিপ টোপ-চার নিয়ে পুকুরে পুকুরে ঘুরে বেড়াতাম। কত মাছ যে সাবাড় করেছি কত লোকের পুকুর থেকে, তার কি হিসেব-নিকেশ আছে।"

"তাহলে এ পর্যন্ত এই হাতে একটাও মানুষ খুন কর নি তুমি!" বড় বড় চোখ করে কাইজার ওর মুখপানে তাকিয়ে রইল।

"মানুষ এমনই হতভাগ্য জীব কাইজার—" পথের পানে তাকিয়ে মনুষ্য নামক হতভাগ্য জীবদের দেখতে দেখতে পিনাকী বলতে লাগল—"যে মরেই আছে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না ভাই। কলেরা, বসন্ত, ওলাওঠা, জল, আগুন, বিষ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, তার ওপর রয়েছে খেয়োখেয়ি-কামড়া-কামড়ি নিজেদের মধ্যে। এতগুলো উত্তম উত্তম পন্থা মানুষের সৃষ্টি-কর্তা স্বয়ং মানুষের জন্যে তৈরি করেছেন। তার ওপর আমি আবার হাত লাগাই কেন।"

কাইজার চুপ করলে।

শোভান বললে—"সেই বাড়িটার সামনে আর একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে যে।"

পিনাকী বলল—"থাকুক না। ঐ গাড়ির পেছনে তোমার গাড়ি দাঁড় করাও।"

মিস্টার পরশুরাম মিত্তির বসে আছেন ক্যাঙ্গারুর শয্যাপার্শ্বে। ক্যাঙ্গারু চোখ বুজে আছে। ওস্তাদ সাহেব দরজায় পাহারা দিচ্ছেন। ওরা গিয়ে ঘরে ঢুকল।

ওস্তাদ গলা খাটো করে বললেন—"ডাইং!"

পিনাকী থামল না, বসল গিয়ে ক্যাঙ্গারুর মাথার কাছে। নিচু

হোয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল ক্যাঙ্গারুর শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা। তারপর মিত্তিরের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি যে! কি মনে করে?"

মিত্তির সাহেব বিস্ফারিত হোলেন—"এখানে ফোন করে ডেকে এনে আমাকে আটকে ফেলা হোয়েছে কেন, তাই আমি জানতে চাই।"

পিনাকী ওস্তাদের পানে তাকাল। ওস্তাদ মাথা দুলিয়ে বললেন—"একটু চুক্ হোয়ে গেছে। ইয়েস্, আমার আরও কশাস্ হওয়া উচিত ছিল। পাশের ঘরে ফোন্‌টা রয়েছে তুমি জান, ও লোকটা ওই রকম অবস্থায় পড়ে আছে দেখে দু'মিনিটের জন্যে আমি ঘর ছেড়ে গেছি, সেই সুযোগে ও উঠেছে। ঐ দরজাটা খুলে পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করেছে। ফিরে এসে দেখলাম, বিছানায় কেউ নেই। ঐ ডোরটা ওপন্ হোয়ে রয়েছে। ও ঘরে গিয়ে দেখি, ফোনটা তখনও ধরা আছে ওর হাতে, আর ও পড়ে আছে মেঝেয়। তখন ওকে তুলে এনে এখানে ফেললাম। একটু পরে মিস্টার মিটার এলেন।"

"কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি আমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?" আবার গর্জন করে উঠলেন মিত্তির।

পিনাকী বলল—"ছিঃ, দেখছেন এক বেচারা মারা যাচ্ছে, আর আপনি ওভাবে চেঁচাচ্ছেন।"

"আলবৎ চেঁচাব"—বলেই উঠে দাঁড়ালেন মিত্তির সাহেব। হাত পা ছুঁড়ে বললেন—"কে মরছে তা জেনে আমার লাভ? কেন আমায় আটকে রাখা হোয়েছে তাই আগে আমি শুনতে চাই। যতবার আমি যেতে চেয়েছি, ঐ লোকটা ভয় দেখিয়েছে গায়ে হাত দেবার। মানে বলপ্রয়োগ, মানে—"

"মিত্তির মশাই, আপনি চলে যেতে পারেন এখুনি"—খুবই শান্ত গলায় বললে পিনাকী। অল্প একটু হেসে বলল—"কিন্তু যাবেন কোথায় তাই ভাবছি। আপনার বাড়িতে পুলিস উপস্থিত হোয়েছে

আপনাকে ধরবার জন্যে, আপনার অফিসেও তারা গেছে, কোথায় যে যাবেন আপনি তাই ভাবছি—"

মিত্তির আর একবার ফেটে উঠতে গিয়ে ফাটলেন না। "পুলিস!" তিনটি অক্ষরের ঐ সামান্য শব্দটা তাঁর মুখ ফস্‌কেই যেন বেরিয়ে পড়ল।

পিনাকী বলল—"হ্যাঁ, আই-বি'র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার পুলিন চৌধুরী নিজে গেলেন। ব্যাপার তো সোজা নয়। ব্যারিস্টার বাদল গুপ্তর ছেলে কাজল গুপ্ত লাফিয়ে পড়ল তেতলার ছাত থেকে এবং শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলবার আগে সমস্ত বলে গেল। হাইকোর্টের এক জজসাহেব তখন ব্যারিস্টার সাহেবের বাড়িতে ছিলেন, পুলিন চৌধুরী এসে পড়েছিলেন। অনেকে শুনল আপনার নাম, আপনার কীর্তি-কলাপ। ব্যারিস্টার গুপ্তও বললেন—কাল রাত্রে আপনি তাঁর কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার দাবি করেছিলেন। পুলিন চৌধুরী ছুটলেন আপনার বাড়িতে, কয়েকজন অফিসার গেছেন আপনার অফিসে। তাই তো ভাবছি, এখন আপনি কোথায় যেতে চান।"

অনেকটা সামলে গেছেন তখন মিত্তির সাহেব। না, চেঁচিয়ে বললেন—"আমি বিশ্বাস করি না।"

পিনাকী তৎক্ষণাৎ সায় দিল—"কেন করবেন? মুখের কথায়, বিশেষতঃ আমার মত একটা খোঁড়া লোকের কথায় কেন বিশ্বাস করবেন। ওস্তাদ, তুমি লালবাজারে ফোন করে বলে দাও, মিস্টার পরশুরাম মিত্তির এখানে বসে আছেন। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ওরা এসে পড়বে। তখন মিত্তির মশাই বিলকুল বিশ্বাস করবেন।"

ওস্তাদ বলল—"অ্যাট্‌ ওয়ান্স করে দিচ্ছি"—বলে পা বাড়াল।

বিরাট বপু নিয়ে মিত্তির মশাই তাঁর চেয়ে বিরাট ওস্তাদকে জাপটে ধরলেন। ধস্তাধস্তি শুরু হোয়ে গেল!

পিনাকী ইশারা করল কাইজারকে। কাইজার বর্তে গেল হাত লাগাবার হুকুম পেয়ে। মিত্তির সাহেবের কোমরের কাছে একটিবার

কাইজারের ডান হাতখানি স্পর্শ করল। 'ঘোঁক্' একটা অদ্ভুত জাতের শব্দ করে উঠলেন মিত্তির মশাই, ওস্তাদকে ছেড়ে দিয়ে কোমর চেপে ধরে টলতে টলতে পিছিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন।

এই সময় ক্যাঙ্গারু চোখ চেয়ে বলল—"জল।"

পিনাকী বলল—"ওস্তাদ, এক ভাগ ব্রাণ্ডিতে তিন ভাগ জল মিশিয়ে দাও।"

হাঁপাতে হাঁপাতে ওস্তাদ সেই আয়না-লাগানো টেবিলের কাছে গিয়ে জলে ব্রাণ্ডি মিশিয়ে আনলেন। তাঁর মুখ থেকে তখন অনবরত বেরুচ্ছে—"ড্যাম ইট্, ড্যাম ইট্"!

ব্রাণ্ডি আর জল সাবধানে ঢালতে লাগল পিনাকী ক্যাঙ্গারুর ঠোঁটের মধ্যে। কয়েক ঢোঁক গিলে ক্যাঙ্গারু প্রায় চুপি চুপি বললে—"বুকে লেগেছে শ্বাস নিতে পারছি না।"

পিনাকী তার মুখের ওপর মুখ নিয়ে বলল—"ভয় কি ভাই। আমরা রয়েছি তোমার কাছে, এভাবে তোমাকে মরতে দোব না।"

বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে রইল ক্যাঙ্গারু, পিনাকী দেখল তার দু-চোখের কোণ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। পিনাকী বলল—"কেঁদ না ক্যাঙ্গারু। বড়মানুষের খিদমত খাটতে গিয়ে এইভাবেই আমরা বেঘোরে প্রাণ দি। নিমকহারাম বড়মানুষ জাত, এইমাত্র ঐ লোকটা বললে কি জান, বললে ও তোমাকে চেনেই না। মরতে মরতে উঠে গিয়ে তুমি ওকে ফোন করেছ, ও এসে তোমায় মরতে দেখে বললে যে তোমাকে চেনেই না।"

ক্যাঙ্গারু চোখ মেলে তাকাল পিনাকীর মুখপানে, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ। বললে—"দাসু ভাই, লায়লা কোথায় থাকে তুমি জান। লায়লার ঘরে আমার সুট্‌কেশের ভেতর একখানা খাতা পাবে। সেই খাতায় সব আমি লিখে রেখেছি। ঐ পিশাচ কবে আমাকে কি কাজে লাগিয়েছে, সমস্ত তাতে লেখা আছে।"

পিনাকী বলল—"থাকুক এখন ও সব কথা, তুমি শান্তিতে ঘুমোবার চেষ্টা কর। ও বেচারা এমনিতেই যা ফ্যাসাদে পড়েছে,

তা থেকে আগে বাঁচুক। কাজল গুপ্ত ঘণ্টা তিনেক আগে তিন-তলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিলে। মরবার আগে সমস্ত সে বলে গেল। পুলিস এখন ওকে খুঁজছে।”

উত্তেজিত হোয়ে উঠল ক্যাঙ্গারু। বললে—“ডাক এখানে পুলিসকে, শিগ্গির ডেকে পাঠাও। আমি বলব, আমি বলে যেতে চাই, কেন কাজল গুপ্ত মরল। আমিই ওর হুকুমে লোক ঠিক করে দিয়েছি। তারা গিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে কাজল গুপ্তকে ঠেঙিয়েছে—”

ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়ল ক্যাঙ্গারু। পিনাকী আবার তার মুখে ব্রাণ্ডি-জল ঢালতে লাগল।

মাথা তুললেন মিস্টার মিত্তির। একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করলেন—“ফিনিশ্!”

পিনাকী বলল—“হাঁ, ফিনিশ্। কিন্তু সে জন্যে আক্ষেপ করছেন কেন মিত্তির মশাই? ওইটুকুই পাপ। অনেক বড় বড় খেলা খেলেছেন, খেলায় হারজিত আছেই। ইংরেজীতে বলে স্পোর্টিং স্পিরিট, মানে খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তি, ওটা থাকা চাই। মুষড়ে পড়ছেন কেন? চেষ্টা করুন, দুনিয়াটা ছোট নয়—”

“কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে কে?”—বলে অসীম আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন মিত্তির পিনাকীর পানে।

পিনাকী বলল—“আপনাকে আটকে রেখেছে কে, তাই যে এখনও বুঝতে পারছি না। আমি লোকটা হুজ্জত পছন্দ করি না, আমার বন্ধু ক্যাঙ্গারু জানে। ও যেমন আপনার হোয়ে খাটে, আমিও তেমনি আপনার মত বিশিষ্ট লোকদের সেবা করি। লোকনাথ রায়কে আপনি চেনেন। তাঁর কেস্ আমি করছি। হাসপাতালের নার্স আলো ব্যানার্জির হাতে লেখা একটা চিঠি আপনার কাছে আছে। বন্ধু ক্যাঙ্গারুকে আপনি সেই নার্সটার পেছনেও লাগিয়েছিলেন। যাক্ গে বাজে কথা, এখন সেই নার্সের লেখা চিঠিখানি আমাকে ফেরত দিন। কারণ সেই চিঠির সঙ্গে আমার মক্কেল লোকনাথ রায়ের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। আর—”

জাঁদরেল গোছের একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ বসে ছিল দরজার পাশের চেয়ারটার ওপর। উঠে গিয়ে সেটা খুলে চিঠিখানি বার করে আনলেন মিত্তির। পিনাকীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—"এই সেই চিঠি।"

চিঠিখানি হাতে নিয়ে পিনাকী বললে—"ধন্যবাদ। এবার আপনি যেতে পারেন। যদি সম্ভব হয় বাঁচুন গে, ভেঙে পড়লে কি চলে।"

নামকরা নার্সিং হোম। ওস্তাদ সেখানকার ডাক্তারের সঙ্গে খাতির রাখেন। সেই নার্সিং হোমে ক্যাঙ্গারুকে তুলে দিয়ে এল ওরা। মোটা টাকা আদায় করে নিলেন মিত্তিরের কাছ থেকে ওস্তাদ ক্যাঙ্গারুর চিকিৎসার জন্যে। টাকাটা আদায় করে নিয়ে তবে তাকে রেহাই দিলেন।

হাইকোর্টের বারে বাদল গুপ্ত ব্যারিস্টারকে ফোনে জানিয়ে দিলে পিনাকী যে পরশুরাম মিত্তিরকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বোধ হয় গা ঢাকা দিয়েছেন।

তারপর আর কোনও কাজ নেই। বেলা পাঁচটার মধ্যে সর্বকর্ম সমাধা হোয়ে গেল। শোভানকে ছুটি দিয়ে ওরা দু'জন ঢুকল একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে। জুত করে খাওয়াদাওয়া করা চাই।

টেবিলে বসে পিনাকীর মনে পড়ে গেল। বললে—"কাইজার ভাই, এখনও হয়তো সে বেচারী উপোস করে রয়েছে।"

কাইজার একপায়ে খাড়া। বললে—"যাব? আনব গিয়ে? কতক্ষণই বা লাগবে?"

পিনাকী ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বলল—"কালও সারাদিন খাওয়া হয় নি কি না—"

কাইজার ছুটল।

পাঁচটার একটু পরে বিন্দুবাসিনীর ফোনটা জ্যান্ত হোল। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে ধরলে চণ্ডী।

হ্যালো—

এম্‌ব্লেম্ প্লিজ্—

আহা-হা, যেন চিনতে পারছেন না আমাকে।

কিন্তু ওটা হোল আমাদের গুণ্ডা সমাজের প্রথা।

আমি মানি না ওই ঘোড়ার ডিমের প্রথা, আমি গুণ্ডা নই।

না, চামুণ্ডা! শহরের সবচেয়ে নামকরা গুণ্ডার যে ঠ্যাং কেটে নেয়—

আরও দু'খানা ঠ্যাং যে পেলেন স্যার।

আজ্ঞে সে তো শ্রীচরণ, শুধু সেবা করার গরজে।

তা এখন কোথায় রয়েছেন সেই একঠেঙে সেবক মহারাজ?

গ্লোরি হোটেলের দোতলায়।

ওখানে কেন?

খাব। কিন্তু একলা খেতে ইচ্ছে করছে না। তাই কাইজারকে পাঠালাম। কাইজার এতক্ষণে পৌঁছচ্ছে। তাড়াতাড়ি এস।

কিন্তু আমার সেই হাতের লেখাটা?

আমার পকেটে।

দিয়ে দিলে মিত্তর!

আমার পরিবারের হাতের লেখা তাঁর কাছে থাকলে তাঁর বদনাম হোত যে, পরস্ত্রীর লেখা কিছু সঙ্গে রাখবেন কেন ভদ্রলোক?

বটে! খুবই সাচ্চা মানুষ তো! আরে, এই যে তোমার কাইজার পৌঁছে গেল—

তাহলে দেরি কোর না, খুব খিদে পেয়েছে।

কিন্তু আমি যে কার সঙ্গে কথা বললাম বুঝতে পারছি না। এম্‌ব্লেম্ প্লিজ!

প্রতিশ্রুতি কথা বলছি।

প্রতিধ্বনি আমি এতক্ষণ কথা বললাম—ছেড়ে দিচ্ছি।